উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 15 June 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 28

রেপো রেট-সিআরআর কমার সুফল পাবে ডেট মিউচুয়াল ফান্ড

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

জুনের ঋণনীতিতে এক ধাক্কায় ৫০ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট কমিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। চলতি বছরে এই নিয়ে মোট ১০০ বেসিস পয়েন্ট কমে রেপো রেট বর্তমানে হয়েছে ৫.৫ শতাংশ। অন্যদিকে ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও (সিআরআর) ১০০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে ৩.০ শতাংশ করা হয়েছে। রেপো রেট এবং সিআরআর কমায় এর সুফল পেতে পারে ডেট ফান্ড।

সিআরআর কমায় ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থনীতিতে প্রায় ২.৫ লক্ষ কোটি টাকার নগদের জোগান হবে। বাড়তি নগদ ১০ বছরের বেঞ্চমার্ক ইল্ড ধীরে ধীরে কমাতে পারে। বর্তমানে ১০ বছরের ইল্ড ৬.৫ শতাংশের আশপাশে রয়েছে। যা ভবিষ্যতে কমে ৬ শতাংশের আশপাশে নেমে আসতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদের ডেট ফান্ডে রিটার্ন বাড়বে। বিশেষত ৩ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত মেয়াদের ফান্ডে রিটার্ন আরও আকর্ষণীয় হবে।

অন্যদিকে রেপো রেট কমাও বড় প্রভাব ফেলবে ডেট ফান্ডে—(১) বর্তমান বাজার চলতি বন্ড যেটি বেশি সুদের হারের সময় ইস্যু করা হয়েছিল সেই বন্ডের চাহিদা বাড়বে। (২) নতুন বন্ডের তুলনায় পুরোনো বন্ডের রিটার্ন বেশি হবে। (৩) রেপো রেট কমায় ডেট ফান্ডের ন্যাভ বাড়বে। (৪) সুদের হার কমলে স্বল্প মেয়াদের তুলনায় দীর্ঘ মেয়াদের ডেট ফান্ডের ন্যাভ বৃদ্ধির হার বেশি হয়।

একটি উদাহরণে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। দীর্ঘ মেয়াদি ডেট ফান্ডের তহবিল মূলত লগ্নি করা হয় দীর্ঘ মেয়াদের বন্ডে। ধরা যাক, ওই তহবিল ১০ বছরের জন্য ৬.৫ শতাংশ সুদের বন্ডে লগ্নি করা হয়েছে। সুদের হার কমলেও ওই বন্ড থেকে ৬.৫ শতাংশ হারেই সুদ পাওয়া যাবে। তাই ন্যাভ বাড়বে ওই ডেট ফান্ডের। এবার দেখে নেওয়া যাক ডেট ফান্ডের খুঁটিনাটি।

ডেট ফান্ড কী?

এই ফান্ডের অর্থ মূলত স্থায়ী এবং নিরাপদ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা। যেমন- সরকারি বন্ড, কর্পোরেট বন্ড, পিএসইউ বন্ড, কমার্শিয়াল পেপার, বিভিন্ন সরকারি সিকিউরিটি ইত্যাদি। এই ধরনের বন্ড বা ঋণপত্রে লগ্নিতে সুদের হার নির্দিষ্ট থাকে। তাই ডেট ফান্ডে লগ্নির রিটার্ন অনেকাংশেই নিশ্চিত এবং সুরক্ষিত থাকে।

ডেট ফান্ডের বৈশিষ্ট্য

মেয়াদ

ডেট ফান্ড মূলত স্বল্প মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদের হয়। ওভারনাইট ডেট ফান্ডের মেয়াদ মাত্র এক সপ্তাহ হয়। আবার মাঝারি মেয়াদের ডেট ফান্ডের সময়সীমা ৩ থেকে ৫ বছর। দীর্ঘমেয়াদের ফান্ডের মেয়াদ ৭ বছরেরও বেশি হয়।

ঝুঁকি

ঋণ থেকে লাভ তখনই হয় যখন ঋণ সময়মতো ফেরত পাওয়া যায়। কোনও কারণে বন্ড এবং মানি মার্কেটের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি সময়মতো অর্থ দিতে ব্যর্থ হতেই পারে। তাই ঝুঁকি থেকেই যায়। বাজারচলতি বিভিন্ন বন্ডকে রেটিং দেয় মূল্যায়ন সংস্থাগুলি। এই রেটিং দেখে ঝুঁকি অনুমান করা যায়। রেটিং যত ভালো হবে, তার ঝুঁকি তত কম হবে।

আয়কর

আপনি যদি কোনও ডেট ফান্ডে তিন বছর পর্যন্ত লগ্নি করেন তবে তা শর্ট টার্ম ক্যাপিটাল গেন হিসেবে ধরা হবে এবং সেই হিসেবে কর দিতে হবে। বিনিয়োগের সময় এর বেশি হলে ধরা হবে লং টার্ম ক্যাপিটাল গেন।

ডেট ফান্ডের প্রকারভেদ

বিনিয়োগের ক্ষেত্র এবং মেয়াদের নিরিখে বাজারে একাধিক ডেট ফান্ড রয়েছে-

■ **লিকুইড ফান্ড :** এই ফান্ড সর্বোচ্চ ৯১ দিনের মেয়াদে বিভিন্ন মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্টে বিনিয়োগ করে। যে কোনও সেভিংস অ্যাকাউন্টের তুলনায় এতে বেশি রিটার্ন পাওয়া যায়। স্বল্পমেয়াদে বিনিয়োগের জন্য এই ফান্ড অন্যতম সেরা।

■ **মানি মার্কেট ফান্ড :** সর্বোচ্চ ১ বছরের মেয়াদে বিভিন্ন মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্টে বিনিয়োগ করে এই ফান্ড। স্বল্পমেয়াদে কম ঝুঁকির বিনিয়োগের জন্য এই ফান্ড ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে।

■ **ডায়নামিক বন্ড ফান্ড :** এই ফান্ডের মেয়াদ ৩ থেকে ৫ বছর। বিভিন্ন মেয়াদের ডেট ইনস্ট্রুমেন্টে বিনিয়োগ করে এই ফান্ড।

■ **কর্পোরেট বন্ড ফান্ড :** এই ফান্ড তাদের মোট সম্পদের ৮০ শতাংশ সর্বোচ্চ রেটিংয়ের কর্পোরেট বন্ডে বিনিয়োগ করে।

■ **ব্যাংকিং এবং পিএসইউ ফান্ড :** এই ফান্ড মোট সম্পদের কমপক্ষে ৮০ শতাংশ পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংস (পিএসইউ) এবং ব্যাংকের ডেট সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করে।

■ **গিল্ট ফান্ড :** বিভিন্ন মেয়াদের সরকারি সিকিউরিটিজে মোট সম্পদের ন্যূনতম ৮০ শতাংশ বিনিয়োগ করে এই ফান্ড। এই ধরনের ফান্ডে ঋণ সংক্রান্ত ঝুঁকি থাকে না। তবে ঋণের হার সংক্রান্ত ঝুঁকি বেশি থাকে।

■ **ফ্লোটার ফান্ড :** এই ফান্ড তাদের মোট সম্পদের ন্যূনতম ৬৫ শতাংশ ফ্লোটিং রেট ইনস্ট্রুমেন্টে বিনিয়োগ করে। ঋণের হার সংক্রান্ত ঝুঁকি এখানে সর্বনিম্ন।

■ **ক্রেডিট রিস্ক ফান্ড :** সর্বোচ্চ রেটিং নয় এমন কর্পোরেট বন্ডে মোট সম্পদের ন্যূনতম ৬৫ শতাংশ বিনিয়োগ করে এই ফান্ড। এখানে ঋণ সংক্রান্ত ঝুঁকি তাই বেশি হয়। তবে রিটার্নও বেশি পাওয়া যায়।

■ **ওভারনাইট ফান্ড :** একদিন মেয়াদের ডেট সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করে এই ফান্ড। ঋণ এবং ঋণের হারের ঝুঁকি এখানে একেবারেই নগণ্য।

■ **আল্ট্রাশর্ট ডিউরেশন ফান্ড :** এই ফান্ডের মেয়াদ ৩ থেকে ৬ মাস। সেভাবেই মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্ট এবং ডেট সিকিউরিটিজে এই ফান্ড বিনিয়োগ করে।

■ **লো ডিউরেশন ফান্ড :** ৬-১২ মাসের মেয়াদে মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্ট এবং ডেট সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করে এই ফান্ড।

■ **শর্ট ডিউরেশন ফান্ড :** এই ফান্ডের মেয়াদ হয় ১-৩ বছর।

■ **মিডিয়াম ডিউরেশন ফান্ড :** এই ফান্ডের মেয়াদ হয় ৩-৪ বছর।

■ **মিডিয়াম টু লং ডিউরেশন ফান্ড :** ৪-৭ বছরের মেয়াদে বিনিয়োগ করে এই ফান্ড।

■ **লং ডিউরেশন ফান্ড :** ৭ বছরেরও বেশি মেয়াদে বিনিয়োগ করে এই ফান্ড।

২০২৫-এর সেরা কয়েকটি ডেট ফান্ড

ফান্ড	রিটার্ন (বছরে)
■ আদিত্য বিড়লা সানলাইফ মিডিয়াম টার্ম	১৪.৫৮ শতাংশ
■ মতিলাল অসওয়াল ৫ ইয়ার জি সেক	১২.১৩ শতাংশ
■ ভারত বন্ড ইটিএফ এপ্রিল ২০৩২	১১.৮০ শতাংশ
■ অ্যাক্সিস ক্রিসিল আইবিএক্স	১১.৫৫ শতাংশ
■ ভারত বন্ড ইটিএফ এপ্রিল ২০৩৩	১১.৪৫ শতাংশ
■ আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল কনস্ট্যান্ট ম্যাচুরিটি গিফট ফান্ড	১১.২৮ শতাংশ
■ কোটাক নিফটি এসডিএল জুলাই ২০৩৩	১১.২৬ শতাংশ

সতর্কীকরণ : মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামা বাজতেই বিশ্বজুড়ে ধস নামল শেয়ার বাজারে। সেই ধাক্কা লেগেছে এদেশের শেয়ার বাজারেও। চলতি সপ্তাহের ৫ দিনের লেনদেন শেষে সেনসেক্স ১০৭০.৩৯ পয়েন্ট নেমে ৮১১১৮.৬০ পয়েন্ট এবং নিফটি ২৮৪.৪৫ পয়েন্ট নেমে ২৪৭১৮.৬০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। বড় থেকে ছোট সব ধরনের শেয়ারে বড় পতন হয়েছে। পরিস্থিতির এখনই কোনও বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা না থাকায় আগামী সপ্তাহেও এই পতনের ধারা চলতে পারে। এই বিষয়টি বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। সংশোধনের এই সুযোগে গুছিয়ে নিতে হবে পোর্টফোলিও। শেয়ার বাছাইতে যত্নবান হতে হবে। গুণগত মানের ভালো শেয়ারে দীর্ঘমেয়াদে পরিকল্পনা করতে হবে।

রেপো রেট এবং সিআরআর কমায় চাঙ্গা হয়েছিল শেয়ার বাজার। কয়েক দিনের মধ্যেই ফের অস্থির হয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। এর নেপথ্যে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে ইরানের ওপর ইজরায়েলের হামলা। শুক্রবার ইরানের পরমাণুকেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলের বায়ুসেনা। সেই হামলায় মৃত্যু হয়েছে ইরানের শীর্ষস্তরের কয়েকজন সেনাকর্তাও। ইরানও পালটা প্রত্যাঘাত করেছে। এই সংঘাত এখনই থামার পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। আগামী দিনে সংঘাত তীব্র হলে সারা বিশ্বের অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। এর পাশাপাশি ইরান-ইজরায়েল সংঘাত অশোধিত তেলের সরবরাহে বড় বাধা হয়ে উঠতে পারে। যার আশঙ্কায় বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম একধাক্কায় ১০ শতাংশ বেড়েছে। ভারত বিশ্বের সর্বোচ্চ তেল আমদানিকারী দেশ। তাই দেশের অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে এই সংঘাত।

এর পাশাপাশি শুল্কযুদ্ধ তো আছেই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতা এখনও চলছে। আমেরিকা-চিন শুল্কচুক্তি চূড়ান্ত হলেও তা শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি। সব মিলিয়ে ট্রাম্পের শুল্ক নিয়ে যে কোনও সিদ্ধান্ত আগামী দিনে শেয়ার বাজারে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে ভারতীয় মুদ্রা টাকার দামে পতনও। শুক্রবার ফের এক ডলারের বিনিময়মূল্য ৮৬ টাকা পেরিয়েছে। শেয়ার বাজারের অনিশ্চয়তায় লগ্নিকারীরা এখন নিরাপদ লগ্নি সোনার দিকে ঝুঁকছেন। ফলে ফের ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে সোনার দাম।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় ধস নেমেছিল শেয়ার বাজারে। তারপর যুদ্ধ না থামলেও ধীরে ধীরে সেই প্রভাব কাটিয়ে স্বমহিমায় ফিরেছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। এবারও যুদ্ধের তীব্রতা কমলে ফের স্থিতিশীল হবে শেয়ার বাজার। তাই আতঙ্কিত না হয়ে সঠিক পরিকল্পনা এবং ধৈর্য নিয়ে শেয়ার বাজারে লগ্নিকারীদের এগিয়ে যেতে হবে।

অন্যদিকে ফের ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে সোনার দাম। আগামীদিনে অস্থির হতে পারে সোনার দামও।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **গোদরেজ প্রপার্টিজ :** বর্তমান মূল্য-২৪০২.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৪০২/১৯০০, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-২৩০০-২৪০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭২৩৪৪, টার্গেট-৩০০০।

■ **টাটা ইনভেস্ট কর্প :** বর্তমান মূল্য-৬৭৯৪.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮০৭৪/৫১৪৫, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৬৬০০-৬৭৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৪৩৭৪, টার্গেট-৭৮৫০।

■ **ইন্ডিয়ান ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-৬২৪.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৫৮/৪৭৪, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৬০০-৬২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮৪১৬৫, টার্গেট-৭৩৫।

■ **এলআইসি হাউজিং :** বর্তমান মূল্য-৬০০.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮২৭/৪৮৪, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৫৮৫-৬০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৩০০৩, টার্গেট-৭২০।

■ **সানটেক রিয়েলিটি :** বর্তমান মূল্য-৪৪৭.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৯৯/৩৪৭, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৪১০-৪৩৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬৫৫২, টার্গেট-৬২০।

■ **মাহিন্দ্রা ইপিসি :** বর্তমান মূল্য-১৩৯.১৩, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬০/৯৬, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১৩০-১৩৬, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৮৮, টার্গেট-১৭০।

■ **কেআরএন হিট এক্সচেঞ্জার :** বর্তমান মূল্য-৭১৯.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০১২/৪০২, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৬৮০-৭১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৪৭৪, টার্গেট-৯৩৫।

কী কিনবেন কী বেচবেন

সংস্থা : পলিক্যাব

● **সেক্টর :** কেবলস ● **বর্তমান মূল্য :** ৬০৩০ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ৪৫৫৫/৭৬০৫ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৯০৭২৯ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ১০ ● **বুক ভ্যালু :** ৫৭১ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.৫৮ ● **ইপিএস :** ১৩৪.২৬ ● **পিই :** ৪৪.৯২ ● **পিবি :** ১০.৫৬ ● **আরওসিই :** ২৯.৭ ● **আরওই :** ২১.৪ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৭২৫০

একনজরে

■ পলিক্যাব কেবল তৈরিতে দেশের অন্যতম বৃহত্তম সংস্থা। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ইলেক্ট্রিক্যাল পণ্য, সোলার ইনভার্টার সহ একাধিক পণ্য তৈরি করে।

■ সংস্থার আয়ের ৮৫ শতাংশ আসে কেবল থেকে। ৭ শতাংশ ইলেক্ট্রিক্যাল পণ্য থেকে এবং ৮ শতাংশ আসে ইপিসি ব্যবসা থেকে।

■ পলিক্যাবের ৪৩০০-এরও বেশি ডিলার এবং ২ লক্ষেরও বেশি রিটেল আউটলেট নেটওয়ার্ক রয়েছে।

■ বিশ্বের ৮০টিরও বেশি দেশে পলিক্যাবের ব্যবসা আছে।

■ পলিক্যাবের ২৮টি কারখানা, ৩৪টি ওয়্যারহাউস এবং ১৫টি অফিস রয়েছে।

■ ফাস্ট মুভিং ইলেক্ট্রিক্যাল গুডস (এফএমইজি) ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবসা বৃদ্ধি করছে এই সংস্থা।

■ পলিক্যাবের ঋণ একেবারেই নগণ্য।

■ নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।

■ ২০.৯ শতাংশ সিএজিআরে বিগত ৫ বছরে মুনাফা বাড়িয়েছে এই সংস্থা।

■ আগামী ৫ বছরে ৬০০০-৮০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে পলিক্যাব।

■ ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের চতুর্থ কোয়ার্টারে পলিক্যাবের মুনাফা ৩৩.৩৪ শতাংশ বেড়ে ৯৪৭.৪৪ কোটি এবং আয় ২৪.৯৩ শতাংশ বেড়ে ৬৯৮৫.৮০ কোটি টাকা হয়েছে।

■ প্রোমোটারের হাতে রয়েছে ৬৩.০৪ শতাংশ শেয়ার। দেশি এবং বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১০.৯৫ শতাংশ এবং ১১.১১ শতাংশ শেয়ার।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

ফের যুদ্ধের ভ্রূকুটি শেয়ার বাজারে

বোধিসত্ত্ব খান

বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারগুলিতে পতন

একেই কি বলে বিধি বাম? ভারতের পক্ষে যখন প্রায় সমস্ত কিছু সদর্থক বলে ধরা হচ্ছিল ঠিক সেই সময় নতুন করে ভূরাজনৈতিক গোলযোগ, ভারতীয় অর্থনীতিকে কি একটি নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দেবে? সদ্য প্রকাশিত সিপিআই মূল্যবৃদ্ধি মাত্র ২.৮২ শতাংশ (মে মাসের জন্য) যা ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এর পর সবচেয়ে কম। স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত, জিডিপি বৃদ্ধি ৭.৪ শতাংশ, ম্যানুফ্যাকচারিং এবং কনজাম্পশন বৃদ্ধির সম্ভাবনা কমা, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম ৬৫ ডলারের মধ্যে থাকা-- এই সবকিছুই ভারতের অর্থনীতির পক্ষে খুব ভালো কিছু ইঙ্গিত করছিল।

ইজরায়েলের ইরানের পরমাণুকেন্দ্রগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়ার প্রচেষ্টা, ইরানের প্রতিশোধের হুমকি, এই সবকিছুর জেরে শুক্রবার বিশ্বের সমস্ত শেয়ার বাজারে পতন আসে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম একসময় ১৩.৫ শতাংশের ওপর বৃদ্ধি পায়। শেষ তথ্য পাওয়া অবধি ডব্লিউটিআই ক্রুড ৭২.৯৮ ডলার, ব্রেন্ট ক্রুড ৭৪.২৩ ডলার, মারবান ক্রুড ৭৩.৫২ ডলার প্রতি ব্যারেল ট্রেড করছিল। ক্রুড অয়েল ট্রেড করছিল ৬২৯৮ টাকা প্রতি ব্যারেল(১৮ জুন এক্সপায়ারি)। ভয়ানক মহার্ঘ হয়ে উঠেছে সোনাও। ১৩ জুন বিকেল অবধি কলকাতায় ২৪ ক্যারেট সোনার দাম চলছিল ১,০১,৮৮০ টাকা প্রতি দশ গ্রাম। একদিনেই প্রায় ১.৮ শতাংশের বেশি উত্থান।

ভারতের প্রয়োজনীয় জ্বালানি তেলের ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ আমদানি করা হয় বিদেশ থেকে। মূলত মধ্যপ্রাচ্য এবং রাশিয়া থেকে। ইরান যুদ্ধের মধ্যে ঢুকে পড়লে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে তেল সরবরাহ এবং বিভিন্ন সাপ্লাই চেন। তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে মূল্যবৃদ্ধি আবার বৃদ্ধি পেতে শুরু করবে। শুক্রবার এশিয়া এবং ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ ইনডাইসেসগুলি পতন দেখে। নিক্কেই ২২৫ (-০.৯০ শতাংশ), হ্যাংসেং (-০.৬ শতাংশ), তাইওয়ান (-০.৯৭ শতাংশ), কসপি (-০.৮৮ শতাংশ), জাকার্তা (০.৫৩ শতাংশ), সাংহাই (-০.৭৬ শতাংশ) প্রভৃতি। ইউরোপীয় ইনডাইসেসগুলির মধ্যে ফুটসি (-০.৩৯ শতাংশ), ক্যাক (-১.০৫ শতাংশ) এবং ড্যাক (-১.০৯ শতাংশ)। আমেরিকার ইনডাইসেসগুলির মধ্যে ডাউজোন্স (-১.৭৯ শতাংশ), এস অ্যান্ড পি (-১.১৩ শতাংশ) এবং ন্যাসড্যাক (-১.৩০ শতাংশ)।

ভারতীয় শেয়ার বাজারে কিছুটা আইটি এবং হেল্থকেয়ার বাদ দিলে প্রায় সমস্ত সেক্টরেই পতন এসেছে। শুক্রবার নিফটি ১৬৯ পয়েন্ট (-০.৬৮ শতাংশ) পতন দেখে। সেনসেক্স পতন দেখে ৫৭৩ পয়েন্ট (-০.৭ শতাংশ) পতন দেখে। নিফটি ব্যাংক (-০.৯৯ শতাংশ) এবং বিএসই এফএমসিজি (-০.৯৪ শতাংশ) পতন দেখে। এমনিতেই যে সেক্টরগুলি সরাসরি জ্বালানি তেলের ওপর নির্ভরশীল সেই কোম্পানিগুলিতে পতন এসেছে। বিভিন্ন অয়েল মার্কেটিং কোম্পানি, পেন্টস, টায়ার, এভিয়েশন কোম্পানিগুলি শুক্রবার পতন দেখে। পেন্টস সেক্টরের মধ্যে ইন্ডিগো পেন্টস ২.১৫ শতাংশ, কানসাই ন্যারোল্যাক ২.৯২ শতাংশ, গ্রাসিম ০.৮৭ শতাংশ পতন দেখে। অয়েল অ্যান্ড গ্যাস সেক্টরের মধ্যে বিপিসিএল ১.৯০ শতাংশ, এইচপিসিএল ২.৪১ শতাংশ, ইন্দ্রপ্রস্থ গ্যাস ২.১২ শতাংশ, আইওসি ১.৭৮ শতাংশ, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ ০.৮৩ শতাংশ পতন দেখে। অ্যাপোলো টায়ার্স (-১.১৩ শতাংশ), জেকে টায়ার (-২.১৪ শতাংশ) প্রভৃতি টায়ার কোম্পানিগুলি পতন দেখে। এভিয়েশন সেক্টরের মধ্যে ইন্টারগ্লোব এভিয়েশন (-৪.০৩ শতাংশ), জেট এয়ারওয়েজ (-৫ শতাংশ) এবং স্পাইস জেট (-১.৯৫ শতাংশ) পতন দেখে।

শুক্রবার যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছোঁয় তার মধ্যে রয়েছে অ্যাস্ট্রাজেনেকা, ক্যামলিন ফাইন, ক্যারিসিল, ফোর্স মোটরস, জেকে সিমেন্ট, মানাপ্পুরম ফিন্যান্স, মাইন্ডস্পেস রেইট, মুথুথ ফিন্যান্স, নারায়ণ হৃদয়ালয়, নাজারা টেক প্রভৃতি। শুক্রবার যে কোম্পানিগুলি সর্বাধিক পতন দেখে তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম হল আইআরইডিএ (-৪.৭২ শতাংশ), কানারা ব্যাংক (-৩.৬১ শতাংশ), পিএনবি হাউসিং ফিন্যান্স (-৩.০৮ শতাংশ), অ্যাঞ্জেল ওয়ান (-৩.০৭ শতাংশ), এনএমডিসি (-২.৮৩ শতাংশ), ইউনিয়ন ব্যাংক (-২.৮৩ শতাংশ), আদানি পোর্টস (-২.৮২ শতাংশ), আদানি গ্রিন এনার্জি (-২.৫৯ শতাংশ), এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ (-২.৪১ শতাংশ) প্রভৃতি।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

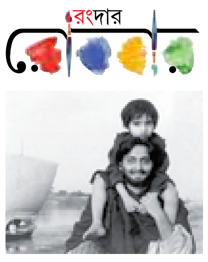

রংদার

আজ পিতৃদিবস। মাতৃদিবস নিয়ে যেমন হইচই হয়, সেরকম আলোচনা হয় না পিতৃদিবস নিয়ে। বাবাদের কথা তুলে আনা হল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। পুরাণেও 'সিঙ্গল ফাদার'রা ছিলেন। অন্য ভাষার সাহিত্যেও দাপট দেখিয়েছেন বাবারা। বাবাদের নিয়েই এবারের প্রচ্ছদ।

বাবা

▸▸ ১৩ থেকে ১৬-র পাতায়

জঞ্জাল কিনছে সুইডেন

পথেঘাটে জঞ্জালের পাহাড় দেখলে আমরা নাক সিটকোই। মনে মনে বলি, 'ছিছি এত্তা জঞ্জাল'। কিন্তু পাশে কোনও সুইডেনের নাগরিক থাকলে তিনি বলে উঠতেন, 'আহা এত্ত জঞ্জাল'!

▸▸ ৮

মৃত বেড়ে ২৭৯

এয়ার ইন্ডিয়ার অভিশপ্ত এআই-১৭১ ড্রিমলাইনার দুর্ঘটনায় যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন, তাঁদের বেশিরভাগই এখনও মৃতদেহ পাননি। দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৭৯।

▸▸ ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
মালদা	৩৫°	২৮°
রায়গঞ্জ	৩৩°	২৭°
বালুরঘাট	৩৪°	২৬°
শিলিগুড়ি	৩৩°	২৬°

ভাঙা পড়বে মাইকেলের বাড়ি!

প্রমাণের গেরোয় কলকাতা পুরসভার ঐতিহ্যের তালিকা থেকে মুছে যেতে পারে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তর খিদিরপুরের পৈতৃক বাড়িটি। বর্তমান মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী ভাঙাও পড়তে পারে।

▸▸ ৭

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 15 June 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 28

রাখে ১১এ আসন, মারে কে...

আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুঞ্জয়ী বিশ্বাসকে নিয়ে চর্চার শেষ নেই। সেইসঙ্গে চর্চা চলছে ১১এ আসন নিয়ে। ২৭ বছর আগে দক্ষিণ থাইল্যান্ডে বিমান দুর্ঘটনায় একমাত্র জীবিতও ছিলেন ১১এ আসনের যাত্রী। কী অদ্ভুত মিল না!

আহমেদাবাদ ও কলকাতা, ১৪ জুন : বিশ্বাস জাগাচ্ছেন বিশ্বাস। মানে আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার একমাত্র জীবিত বিশ্বাসকুমার রমেশ। সেই বিশ্বাসের পালে হাওয়া দিচ্ছেন আরেক বিমানযাত্রী। যিনি ২৭ বছর আগের এক দুর্ঘটনায় বেঁচে গিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানে রমেশ ও থাইল্যান্ডের বাসিন্দা সেই যাত্রীর আসনের নম্বর একই- ১১এ। বিশ্বাসের দুনিয়ায় এই সংখ্যাটি জীবন রক্ষার জাদুকাঠি হয়ে উঠেছে যেন। হঠাৎ সব বিমানে ওই সংখ্যার আসনের চাহিদা বেড়ে গিয়েছে।

বিমানের ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ চলছে জোরকদমে। আহমেদাবাদে।

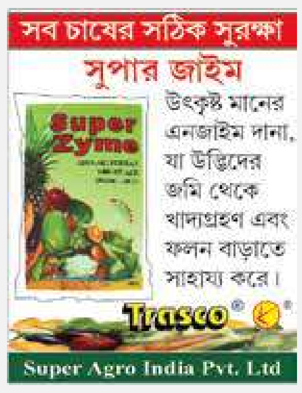

যেন বিশ্বাসে মিলায় আসন...। আহমেদাবাদে ভেঙে পড়া এয়ার ইন্ডিয়ার ১৭১ বিমানের পিছন দিকে ডানার নীচে ইমার্জেন্সি এগজিটের কাছে ১১এ নম্বর আসনটির যাত্রী ছিলেন বিশ্বাসকুমার রমেশ। তিনি ওই বিমানের একমাত্র সওয়ারি যিনি বেঁচে গিয়েছেন। আপাতত সেখানকার মেডিকেল কলেজে তিনি চিকিৎসাধীন। নেটমাধ্যমে যাঁর বেঁচে যাওয়া আলোচিত হচ্ছে 'বিশ্বাস এফেক্ট' নামে।

সেই বিশ্বাস এফেক্টের সূত্র ধরে প্রত্যাশা জাগাচ্ছে ১১এ নম্বর আসন। ভরসা বাড়াচ্ছে ২৭ বছর আগে বিমান দুর্ঘটনায় জীবিত থাইল্যান্ডের অভিনেতা তথা সংগীতশিল্পী রুয়াংসাক লয়চুসাকের কাহিনী। আহমেদাবাদের দুর্ঘটনা শোনার পর ফেসবুকে তিনি জানিয়েছেন, ১৯৯৮ সালে দক্ষিণ থাইল্যান্ডে জলাভূমিতে মুখ থুবড়ে পড়া বিমানে তাঁর আসনের নম্বরও ছিল ১১এ।

বিশ্বাসের ডানা তাই উড়ান দিয়েছে। বিমানযাত্রা এড়ানো এখনকার দিনে আর সম্ভব নয়।

এরপর বারোর পাতায়

কান কাটা হল পুলিশের বাবার

বিজেপি নেতার নেতৃত্বে দুষ্কৃতী তাণ্ডব

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৪ জুন : ছাগল ঢোকাকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশীর গণ্ডগোল। অভিযোগ, সেই ঘটনায় রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির স্থানীয় বিজেপি সদস্যের নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতী তাণ্ডব চালাল গ্রামেরই বাসিন্দা এক পুলিশকর্মীর বাড়িতে। ওই পুলিশকর্মীর বাবাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা করা হয়। শনিবার দুপুরে এমন ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে রায়গঞ্জ থানার বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়াগাঁও গ্রামে। ধারালো ছুরির আঘাতে বাঁ কান কাটা যায় পুলিশকর্মীর বাবার। লোহার রড দিয়ে তাঁর ডান পা ভেঙে দেওয়া হয়। প্রতিবাদ করায় পুলিশকর্মীকেও মারধর করা হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই বৃদ্ধকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভর্তি করা হয়। বর্তমানে ওই বৃদ্ধ রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

জখম বৃদ্ধের নাম ক্ষিতীশ বর্মন (৭০)। পেশায় তিনি হাট ব্যবসায়ী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িতে ছাগল ঢুকে ভুট্টা খাওয়াকে কেন্দ্র করে যাবতীয় গণ্ডগোলের সূত্রপাত। অভিযুক্তদের সঙ্গে বচসা হয় ওই পুলিশকর্মীর পরিবারের। সেই ঘটনার জেরে শুক্রবার রাতে হাট থেকে ফেরার পথে বাড়ির কিছুদূরে ক্ষিতীশের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। লোহার রড দিয়ে ওই বৃদ্ধকে এলোপাতাড়ি মারধর করার পাশাপাশি ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর কান কেটে দেওয়া হয়। ভেঙে দেওয়া হয় তাঁর ডান পা। বাবাকে বাঁচাতে এলে বেধড়ক মার খেতে হয় পুলিশকর্মীকেও। এখানেই শেষ নয়, এরপর ওই বৃদ্ধের বাড়িতে ঢুকে আলমারি ভেঙে টাকাপয়সা, কয়েক বস্তা ভুট্টা লুট করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।

ক্ষিতীশ বলেন, 'কলা বিক্রি করে হাট থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাড়ির কাছেই পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মহেশ্বর দেবশর্মার নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতী আচমকা আমার ওপর হামলা চালায়। আমার ছেলে এবং স্ত্রী আমাকে বাঁচাতে এলে তাদেরও বেধড়ক মারধর করা হয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে আমার কান কেটে দেয়। দুষ্কৃতীদের কয়েকজন বাড়িতে ঢুকে লুটপাট করে। চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুনে পাড়াপড়শিরা এলে দুষ্কৃতীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।'

রায়গঞ্জ থানার আইসি বিশ্বাশ্রয় সরকার বলেন, 'অভিযোগ দায়ের হয়েছে অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।' অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মহেশ্বর দেবশর্মা বলেন, 'এটা একটা পারিবারিক গণ্ডগোল। এই ঘটনার সঙ্গে আমি কোনওভাবেই যুক্ত নই। ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁসানো হচ্ছে।'

> পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মহেশ্বর দেবশর্মার নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতী আচমকা আমার ওপর হামলা চালায়। আমার ছেলে এবং স্ত্রী আমাকে বাঁচাতে এলে তাদেরও বেধড়ক মারধর করা হয়।
>
> **ক্ষিতীশ বর্মন**

২৭ বছর কারাগারে বন্দি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা। তাঁরই দেশ আবার ২৭ বছর পর আইসিসি ট্রফি ঘরে আনল। টেস্টে বিশ্বসেরা হয়ে উল্লাস অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার। লর্ডসে শনিবার।

ব্রাউন সুগারের হাব কালিয়াচক

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৪ জুন : এক গ্রাম ব্রাউন সুগারের দাম কত? গুগল বলছে আরামসে চার-পাঁচ হাজার টাকা। আর এই ব্রাউন সুগারকে কেন্দ্র করে কালিয়াচকের শাহবাজপুর, মোজমপুর, ও জালুয়াবাধাল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রাম রীতিমতো 'ব্রাউন সুগার হাবে' পরিণত হয়েছে। বছরখানেকের মধ্যে এই সমস্ত এলাকা থেকে ৩০ কেজিরও বেশি ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। শতাধিক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কালিয়াচক থানার পুলিশ শুক্রবার ভোরে শাহবাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বামুনটোলা গ্রামে অভিযান চালিয়ে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার ব্রাউন সুগার সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের নাম বদরুদ্দোজা ওরফে ফটিক, সামাদ আলি ওরফে পাক্কা ও নুরুল ইসলাম ওরফে পাগলা। ধৃতদের শনিবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, বিচারক ধৃতদের সাতদিনের পুলিশ হেপাজত দিয়েছেন। পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বললেন, 'এই মাদক কোথা থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে, এর পিছনে নির্দিষ্ট কোন র‍্যাকেট রয়েছে, ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

শাহবাজপুর, মোজমপুর ও জালুয়াবাধাল এই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা পাশাপাশি রয়েছে। এগুলিতেই রমরমিয়ে ব্রাউন সুগারের কারবার চলছে। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে মোজমপুরের বালুটোলা ও শাহবাজপুরের বামুনটোলা এক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে। বামুনটোলা এলাকাটি রীতিমতো ব্রাউন সুগারের হাবে পরিণত হয়েছে। কুটিরশিল্পের মতো করেই এখানে এই কারবার চলে। কখনও কাঁচামাল সংগ্রহ করে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এখানে লোকাল ব্রাউন সুগার তৈরি করা হয়। আবার কখনও মণিপুর, নাগাল্যান্ডের মতো বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্রাউন সুগার সরাসরি এখানে নিয়ে এসে বিক্রি করা হয়। তারপর সেসব এখান থেকে গোটা জেলার

এরপর বারোর পাতায়

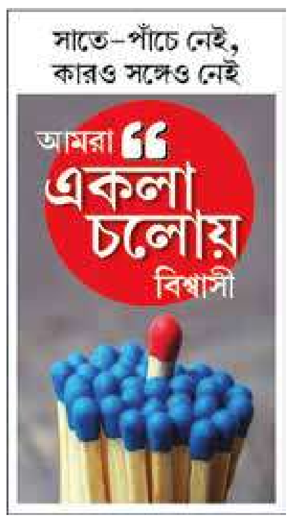

বাড়িতে মধুচক্র, মা-মেয়ের মুখে কালি

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১৪ জুন : দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় দেহব্যবসা চালিয়ে আসছেন মা ও মেয়ে। স্থানীয়দের এমনটাই অভিযোগ। গত মঙ্গলবার বাইরের ছেলেমেয়েকে হাতেনাতে ধরেছিলেন গ্রামের মহিলারা। তারপর বৃদ্ধা মা ও মেয়েকে গ্রাম ছেড়ে উঠে যেতে বলেছিলেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, শনিবার দুপুরে ফের ওই মহিলার বাড়িতে বহিরাগত ছেলেমেয়েদের দেখতে পান স্থানীয়রা। এতেই খেপে ওঠেন স্থানীয়রা। এরপরেই ক্ষুব্ধ মহিলারা জড়ো হয়ে ডাঙ্গা পঞ্চায়েত অফিসের সামনে মেয়ের চায়ের দোকানে চড়াও হন। ভাঙচুর করা হয় দোকান। দোকান থেকে টেনে বার করে তাঁকে ও তাঁর মায়ের মুখে কালি মাখিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। অভিযুক্ত মেয়েকে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

বালুরঘাট ব্লকের ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ওই বৃদ্ধার বাড়ি। বাড়ির সামনে চায়ের দোকান চালান মেয়েটি। অভিযোগ, ওই বাড়িতে মা ও মেয়ে দীর্ঘদিন ধরে দেহব্যবসা চালিয়ে আসছেন। প্রায় দিনই বাইরে থেকে নতুন নতুন ছেলেমেয়ে আসে ওই বাড়িতে। বছর খানেক আগেও দেহব্যবসার বিষয়টি হাতেনাতে ধরে ফেলেছিলেন গ্রামবাসী। সেই সময় মা-মেয়ে এলাকাবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিস্তার পান। এমন কাজ কোনও দিন করবেন না বলে আশ্বাস দেন। গ্রামবাসী সে যাত্রায় তাঁদের শুধরে যাওয়ার জন্য সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই ফের মা ও মেয়ের বিরুদ্ধে দেহব্যবসা চালানোর অভিযোগ ওঠে। গত মঙ্গলবার রাতে ওই বাড়িতে বহিরাগত এক যুগলকে দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে তাদের ধরে নিয়ে যায়। শনিবার ফের ওই বাড়িতে বহিরাগত যুগল আসে। বাসিন্দারা টের পেয়ে তাঁদের বাড়িতে প্রথমে চড়াও হন। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুব্ধ মহিলারা বাড়ির সামনে থাকা দোকানে ভাঙচুর করেন। গ্রামবাসীর বক্তব্য, কোনওরকম ভাবেই তাঁরা মা ও মেয়েকে গ্রামে থাকতে দেবেন না।

স্থানীয় বাসিন্দা অমিত কর্মকার বলেন, 'ওই মহিলা ও তার মা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজকর্ম করে আসছে। এর আগে তাদের দু'বার সাবধান করা হয়েছিল। শুধরে নেওয়ার সময় দেওয়া হয়েছিল।

এরপর বারোর পাতায়

ক্ষুব্ধ পড়শিরা

- দীর্ঘদিন ধরে দেহব্যবসা চালিয়ে আসছেন মা ও মেয়ে
- বৃদ্ধা মা ও মেয়েকে গ্রাম ছাড়ার হুঁশিয়ারি
- মেয়ের চায়ের দোকানে ভাঙচুর করা হয়
- অভিযুক্ত মেয়েকে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে পুলিশ

ব্যর্থ 'গর্বের' আয়রন ডোম

তেহরান ও তেল আভিভ, ১৪ জুন : মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামা। শক্তিধর ইজরায়েলকেই চ্যালেঞ্জ ইরানের। আকাশপথে হামলা ঠেকাতে ইজরায়েলের লৌহপ্রাচীরের মতো বহুচর্চিত 'আয়রন ডোম' ঠেকাতে পারল না ইরানের আক্রমণ। তেহরানের মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র 'কাসিম বশির' আছড়ে পড়ল ইজরায়েলের বিভিন্ন শহরে।

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইজরায়েলের রাজধানী তেল আভিভের দক্ষিণ প্রান্ত। যেখানে রয়েছে ইজরায়েল সেনার সদর দপ্তর। মাত্র ৬৫ মিনিটে তেল আভিভে সিংহভাগ হামলা হয়। তাতে অন্তত তিনজন নিহত ও ৭৮ জন আহত হয়েছেন। শনিবার সকাল পর্যন্ত ঘণ্টাকয়েকের মধ্যে শতাধিক ড্রোন ও ২০০টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে আয়াতোল্লা খোমেইনির দেশ।

শুক্রবার গভীর রাতে ওই হামলার অভিঘাত এমন ছিল যে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ইজরায়েলের প্রবল প্রতাপান্বিত প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে বাংকারে আশ্রয় নিতে হয়। তেল আভিভে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক হুকাবিকে পাঁচবার নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় হুকাবির পোস্টে হামলার তীব্রতা স্পষ্ট। তিনি লিখেছেন, 'ইজরায়েলে এই রাতটা খুব কঠিন ছিল।'

ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষত বইছে শহর। তেল আভিভের কাছে রামতগানে।

যদিও সেই আঘাতের পর প্রত্যাঘাত করতে দেরি করেনি ইজরায়েল। নেতানিয়াহু হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, হামলা না থামালে তেহরান জ্বলবে। ইরানের বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে পালটা সতর্ক করে বলা হয়েছে, ইজরায়েলকে একদিনের জন্যও শান্তিতে ঘুমোতে দেওয়া হবে না। এই হামলাকে একদিনের ঘটনা বুঝলে ভুল করবে তেল আভিভ।

ইজরায়েলে জবাবি হামলা চালানোর পর ইরান অবশ্য বোঝানোর চেষ্টা করছে, এই যুদ্ধ আমেরিকা বা পশ্চিমী দেশগুলির বিরুদ্ধে নয়। মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় এবং পশ্চিমী দেশগুলি সতর্ক করায় তেহরান এই ঘোষণা করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনা যাই হোক, ইজরায়েল যেমন শুক্রবার ভোররাতে ইরানের সমস্ত নিরাপত্তা ভেদ করে পারমাণবিক কেন্দ্রে আঘাত করেছিল, তেহরান তেমনই তেল আভিভের বহু গর্বের আয়রন ডোমকে এড়িয়ে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সফল হল।

শুক্রবারই জুম্মার নমাজের পর দেশের জাকমারান মসজিদে লাল পতাকা উড়িয়ে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিয়েছিল তেহরান। এতে উৎফুল্ল প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠন হামাস।

এরপর বারোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : যোগাযোগমূলক কাজে আপনার বিশেষ দক্ষতা সমাজে প্রশংসিত হবে। সপ্তাহটি আর্থিক দিক থেকে খুব ভালো কাটবে। কোনও ধার্মিক ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে মানসিক শান্তি পাবেন। মায়ের শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে সপ্তাহজুড়ে চিন্তা কাটবে।

বৃষ : অপ্রয়োজনীয় খরচে রাশ টানতে পারলে এ সপ্তাহে প্রচুর টাকা সঞ্চয় করতে পারবেন। বন্ধুবান্ধবের দ্বারা চাকরির খবর পেতে পারেন। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বাইরের খাবার-দাবার এড়িয়ে চলুন। কাউকে কোনও জরুরি কাগজ দিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে।

মিথুন : স্বনিযুক্তি প্রকল্পে আশাতীত সাফল্য মিলবে। আইন, শিক্ষকতা পেশায় সম্মান বৃদ্ধি। বিবাহিত জীবনে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। সপ্তাহের মধ্যভাগে পরিবারের কোনও বয়স্ক ব্যক্তির স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। লটারি, ফাটকায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ।

কর্কট : কাউকে কটুকথা বলে অনুশোচনা হতে পারে। কোনও নিকট আত্মীয়ের পরামর্শে ব্যবসায় আর্থিক সংকট কাটবে। বন্ধুদের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বিরত থাকুন। বহুদিন পর কোনও পূর্বপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়ে আনন্দ।

সিংহ : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় ভিসা জটিলতা কেটে যাবে। সাময়িকভাবে কোনও আর্থিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন। তবে সপ্তাহের শেষভাগে সমস্যা কেটে যাবে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন।

কন্যা : কোনও প্রিয়জনের চেষ্টায় বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। অংশীদারি ব্যবসায় বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন আছে। প্রেমে তৃতীয় কোনও ব্যক্তির প্রবেশে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। লিভারের রোগে সমস্যা বাড়বে।

তুলা : বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্ন সার্থক হবে এ সপ্তাহে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে আপনার কাজ বিশেষভাবে প্রশংসিত হবে। জমিজমা সংক্রান্ত মামলায় আপনার জয় নিশ্চিত। আগ বাড়িয়ে কোনও অচেনা ব্যক্তিকে টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন না।

বৃশ্চিক : একাধিক উপায়ে আয় বৃদ্ধির সুযোগ হবে। সামান্য কোনও কথাকে কেন্দ্র করে সংসারে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। দীর্ঘদিনের কোনও ফেলে রাখা কাজে এ সপ্তাহে হাত দিলে সাফল্য পাবেন। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে।

ধনু : পরিবার নিয়ে সারাসপ্তাহ আনন্দে কাটবে। বিদেশে ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন। ধর্মীয় বিষয়ে আপনার আগ্রহ গভীর হবে। আর্থিক দিক থেকে দুর্বল কোনও পরিবারকে সাহায্য করতে পেরে তৃপ্তি পাবেন।

মকর : এ সপ্তাহে পথেঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। পরিবারে কেউ কিছু বলতে চাইলে মন দিয়ে সেটা শুনুন। প্রেমে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি হলেও সপ্তাহের শেষে সম্পর্ক মজবুত হবে। গলা, ঘাড়ের সমস্যায় চিন্তা কিছু নেই।

কুম্ভ : সপ্তাহের শুরুতেই আয় বাড়লেও খরচে রাশ টানতে না পারলে, সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বাড়ির কোনও সমস্যা নিয়ে বন্ধুমহলে কথা বলবেন না। হিতে বিপরীত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতায় জটিল কাজ শেষ করতে পারবেন।

মীন : আপনার নিজের চেষ্টায় কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে সক্ষম হবেন। পরিবার নিয়ে ভিনরাজ্যে ভ্রমণে গিয়ে আনন্দ পাবেন। লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এ সপ্তাহে সম্মানিত হতে পারেন। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৫ জুন, ২০২৫, ৩১ জেঠ, সংবৎ ৪ আষাঢ় বদি, ১৮ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২০। রবিবার, চতুর্থী দিবা ২।১৮। শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ১১। ৫২। ইন্দ্রযোগ দিবা ১২।০। বালবকরণ দিবা ২।১৮ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১।৫৩ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে-মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ১১।৫২ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী-নৈঋতে, দিবা ২।১৮ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৯।৫৭ গতে ১।১৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১২।৫৭ গতে ২।১৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট এবং পঞ্চমীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৮ গতে ৯।২৮ মধ্যে ও ১২।৮ গতে ২।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৭ মধ্যে ও ১০।৩৮ গতে ১২।৪৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৪।৩৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে।

কিষানসভার রাজ্য সম্মেলন

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৪ জুন : কোচবিহার শহরে এই প্রথম ফরওয়ার্ড ব্লকের কৃষক সংগঠন সারা ভারত অগ্রগামী কিষান সভার রাজ্য সম্মেলন হল। পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার মাঠে সমাবেশ হয়েছে। শনিবার গুঞ্জবাড়ি এলাকায় পঞ্চানন ভবনে প্রতিনিধি সম্মেলন হয়। এদিন ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়, সংশ্লিষ্ট সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদক রামা রাজু, রাজ্য সম্পাদক গোবিন্দ রায়, জেলা সম্পাদক দীপক সরকার সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। রবিবার সম্মেলন শেষে রাজ্য কমিটি ঘোষণা করা হবে।

প্রাক্তন মন্ত্রী কমল গুহর আমলে দিনহাটায় একাধিকবার সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন আয়োজিত হলেও কোচবিহার শহরে এবারই প্রথম কর্মসূচি হল বলে নেতারা জানিয়েছেন। বাম আমলে কোচবিহার জেলাকে ফরওয়ার্ড ব্লকের গড় বলা হত। তবে রাজ্যে পালাবদলের পর দলের শক্তি কমতে থাকে। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ফরওয়ার্ড ব্লকের কৃষক সংগঠনের তরফে এখানে রাজ্য স্তরের কর্মসূচি হল।

কোচবিহারে পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার মাঠে ফরওয়ার্ড ব্লকের জনসভা। -জয়দেব দাস

নরেন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে ব্যস্ত। সাধারণ মানুষ ও কৃষকের কথা কেউ ভাবছে না। কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। বাম ঐক্য তৈরি করে আমরাই মানুষের হয়ে কথা বলছি।'

সংগঠনের তরফে বলা হয়েছে, কোচবিহার সীমান্তবর্তী এলাকা। সীমান্তের কৃষকদের চাষবাসের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা পোহাতে হয়। সেক্ষেত্রে বিএসএফ-কে সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। অতিবৃষ্টি, ঝড়ে ফসলের ক্ষতি হলেও ক্ষতিপূরণ মেলে না বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে লোডশেডিংয়ের সমস্যা বেড়ে যাওয়ায় সেচের ক্ষেত্রে বিপাকে পড়ছেন কৃষকরা। এসব সমস্যা মেটাতে সংগঠনের তরফে লাগাতার আন্দোলনের কথা জানানো হয়েছে। শাখা সংগঠনের রাজ্য সম্মেলনের মাধ্যমে নির্বাচনের আগে ফরওয়ার্ড ব্লক কতটা ঘুরে দাঁড়াতে পারে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

পাত্র চাই

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng.(H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/116080)

■ পূঃ বঃ, কায়স্থ, বোস, বয়স ৩৪, শ্যামবর্ণ, সঃ প্রাথমিক শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী সঃ চাকরিরত পাত্র চাই। ফোঃ 9475089762. (C/116768)

■ পাত্রী সাহা, 29+/5'-5", M.A. পাশ, বাংলায় অনার্স, B.Ed., শিক্ষিত, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9434877131. (C/116812)

■ M.A. (Eng.), সুশ্রী, 5'-7"/25+yr. পাত্রীর জন্য Govt./Businessman/নমঃ প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। 9832783773. (C/116783)

■ বারুজীবী, B.A./Eng.(H), 33/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9641837016. (C/115588)

■ ইসলামপুর নিবাসী, কায়স্থ, দেবারিগণ, 26 বছর, তুলা রাশি, বিএ, বিএড ভূগোল। পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। 7602635167. (C/116794)

■ পাত্রী শিলিগুড়ি নিবাসী, Gen., 33+/5'-2", Graduate, বর্তমানে Tax Consultancy-তে কর্মরত। পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 36-40'এর মধ্যে পাত্র কাম্য। পাত্র শিলিগুড়ি নিবাসী লাগবে। নরগণ বাদে। Ph.No. 8927699055. (C/116904)

■ কায়স্থ, 32/5'-3", B.Sc., B.Ed., শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9475104668. (K/D/R)

■ রাজবংশী, ৩১/৪'-১১", M.A., B.Ed., সুশ্রী, রাজ্য সরকারি কর্মচারী (Group-B), পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Caste no bar. 8509163848 (7-10 P.M.). (K)

■ কোচবিহার নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, 29/4'-11", পাত্রীর জন্য ইস্যুলেস, শিক্ষিত, চাকরিজীবী/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। Ph : 6296453282/9635070617. (C/115966)

■ পাত্রী রাজবংশী, সুশ্রী, উচ্চতা ৫'-৩", বয়স ৩১, B.A.Pass, একমাত্র কন্যা। উপযুক্ত শিক্ষিত, চাকরিরত পাত্র চাই। (M) 7430862515. (C/116903)

■ বারুজীবী, 29/5'-4", B.Sc., B.Ed. পাশ, প্রাইভেট স্কুলে কর্মরতা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সঃ/বেসরকারি চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 8759930782. (M/M)

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng.(H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/116080)

■ পঃ বঃ মুখার্জী, ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ, কন্যা, দেবারি, একমাত্র কন্যা, 27/5'-3½", পাত্রী সুশ্রী, ফর্সা, B.E. ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স MNC-তে কর্মরতা। বাড়ি উঃ দিঃ, পঃ বঃ এবং ঔরঙ্গাবাদ, মহারাষ্ট্র। সুপ্রতিষ্ঠিত উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। অনূর্ধ্ব 33, মহারাষ্ট্রের যে কোনও জায়গায় কর্মরত অগ্রগণ্য। (M) 9434245648. (C/116909)

■ শীল, 28, M.A., B.Ed., 4'-11", ফর্সা, প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সঃ/বেঃ সঃ চাকরিরত উপযুক্ত পাত্র চাই। 8101481661. (C/116915)

■ কায়স্থ, 31+/5'-7", M.A., B.Ed., শিক্ষিকার জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। কোচবিহার শহর অগ্রগণ্য। 8389988877, 8617473211. (C/115967)

■ 32+/5'-3", M.A., B.Ed. (ভূগোল), বেঃ সঃ শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9064021249, 8944051857. (C/116614)

■ কায়স্থ, 23/5'-3", ঘরোয়া, পরমা সুন্দরী, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র চাই। 9734488968. (C/116817)

পাত্র চাই

■ বৈশ্য সাহা, 42+, রাজ্য সঃ চাকরিরতা পাত্রীর 48 মধ্যে জলপাইগুড়িবাসী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। SC বাদে। (M) 9474510576. (C/116612)

■ বৈশ্য, 29+/5'-1", MBA, (B.Sc. গোল্ড মেডেল), ব্যাঙ্গালোরে কর্মরতা। শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর সুপাত্র কাম্য। (M) 8101023239. (C/116819)

■ কর্মকার, 26/5'-6", শিলিগুড়ি বেসরকারি হসপিটালে চক্ষুপরীক্ষক, সুশ্রী, মধ্যমবর্ণা পাত্রীর জন্য স্বঃ/অসঃ, 31-এর মধ্যে 5'-6"-এর ঊর্ধ্বে শিলিগুড়ি বা কলকাতায় স্থায়ী সরকারি/উচ্চ বেসরকারি কোঃ কর্মরত, উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্র চাই। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। (M) 9832047269. (C/115590)

■ EB, ব্রাহ্মণ (ভট্টাচার্য্য), 27+/5'-5", কাশ্যপ/দেবারি, MCA & IT, MNC ব্যাঙ্গালোরে কর্মরতা, সুশ্রী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য দাবিহীন, ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। উঃ বঃ নিবাসী অগ্রগণ্য। (M) 8250602844. (C/116819)

■ পাত্রী General, 28/5'-3", B.A., DOB State Bank-এ কর্মরত, ভদ্র ফ্যামিলির পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। 8653532785. (C/116817)

■ কায়স্থ, 23/5'-3", B.A. পাশ, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা, গানজানা, শান্ত স্বভাবের পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 9635924555. (C/116817)

■ ব্রাহ্মণ, 24/5'-3", B.Sc., সুন্দরী পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ভদ্র পাত্র কাম্য। 8116521874. (C/116817)

■ ব্রাহ্মণ, ২৬/৫', এমএ (ইংরেজি), বিএড, সংস্কৃতিমনস্কা, প্রকৃত সুন্দরী, স্মার্ট পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে উপযুক্ত সুপাত্র কাম্য। (M) 9434152305. (C/116818)

■ মণ্ডল, নমশূদ্র, ফর্সা, সুন্দরী, উচ্চতা ৫'-২"/২৫, B.A. পাশ, শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রাইভেট নামী কোম্পানিতে কর্মরত, পিতা প্রতিষ্ঠিত আসবাবপত্র কারিগর ও মাতা গৃহবধূ। একমাত্র কন্যার জন্য সরকারি চাকরিজীবী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, প্রাইভেট নামী কোম্পানিতে কর্মরত পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 7047849489 (8 A.M. to 11 A.M.). (C/116922)

■ বহরমপুর নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 27+, B.A. পাশ, দেবারিগণ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9475924477. (C/116816)

■ ব্রাহ্মণ, কোচবিহার নিবাসী, 24/5'-3", B.Sc. পাশ, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, গান জানা পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। Caste no bar. 9734485015. (C/116817)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪, ইংলিশ M.A., পিতা সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/116817)

■ জন্ম ১৯৯৩, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুন্দরী, পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট-এ চাকরিরতা। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/116817)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৩+, M.Sc., পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ কন্যাসন্তানের জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116817)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, B.Tech. পাশ, MNC-তে কর্মরতা। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116817)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ২৭, পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/116817)

■ ১৯৯০ সালে জন্ম, ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিক্ষিতা, সুন্দরী। সরকারি ব্যাংক-এ চাকরিরতা। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/116817)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, MBA, সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/116817)

পাত্র চাই

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০/৫'-৩", ফর্সা, স্লিম, সুন্দরী, M.Sc., B.Ed., পিতা অবসরপ্রাপ্ত সঃ কর্মী, উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ : 9002320764. (K)

■ বিএ পাশ, ৩২/৫'-৪", পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী/সরকারি চাকরিজীবী ৩৮-এর মধ্যে শিলিগুড়ির পাত্র কাম্য। মোঃ 8509412903. (C/116918)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪+, স্টেট গভঃ-এর পঞ্চায়েত বিভাগে চাকরিরতা। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/116817)

■ 45, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, নিঃসন্তান, সঃ ব্যাংকে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য (সন্তান সহ গ্রহণে আগ্রহী)। 6289033869. (K)

■ ব্রাহ্মণ, 29/5'-3", M.A., D.El.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, নামমাত্র ডিভোর্সি, বালুরঘাট নিবাসী, একমাত্র কন্যার সুপাত্র কাম্য (স্বঃ/অসবর্ণ চলবে)। (M) 9609866308. (C/116623)

■ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যা, কায়স্থ, ২৫/৫'-৩", বিএ, ডিএলএড, সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা, ব্যাংকে কর্মরতা (কন্ট্রাঃ) পাত্রীর জন্য উঃ বঃ নিবাসী, সঃ চাঃ পাত্র চাই। (M) 9635580368. (C/116929)

■ ২৮/৫'-৩", M.A., B.Ed., Tet পাশ, ফর্সা, স্লিম পাত্রীর জন্য সঃ চাকরিজীবী, শিলিঃ, জলঃ মধ্যে পাত্র চাই। 8250691836. (C/116625)

■ পাত্রী আচার্যী, DOB : 19.04.1993, একমাত্র মেয়ে, রেলওয়ে কর্মরতা, পিতা রিটায়ার্ডম্যান, B.A. পাশ, নামমাত্র ডিভোর্সি, আলিপুরদুয়ার নিবাসী। চাকরিজীবী পাত্র চাই। 9832056340. (C/115593)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, বারুজীবী, 27+/5', B.Sc., ফর্সা, সুশ্রী, পিতা Retd. Central Govt., মাতা গৃহবধূ, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9650776723. (C/116626)

পাত্র চাই

■ বয়স 56, বিধবা, হাইস্কুল শিক্ষিকা, পিতা-মাতাহীন পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ- 6289645809. (K)

■ কায়স্থ, প্রাথমিক শিক্ষিকা (২০১০), M.A., B.Ed., 35/5'-3", সুশ্রী। উপযুক্ত স্থায়ী সরকারি চাকরিজীবী, 38 মধ্যে পাত্র চাই। শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9832056340. (C/115592)

■ পাত্রী কায়স্থ, 38/5', B.Sc., চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র কাম্য, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। Tel.No. 09232631190 (রাত্রি-9টা)। (C/116820)

■ 29, ঘরোয়া, M.A., D.El.Ed., পিতা-মাতা সরকারি কর্মচারী, একমাত্র সন্তান পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 6289645809. (K)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 33/5'-8", M.Tech., গঃ ব্যাংকে কর্মরত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 8653243203. (C/116817)

■ রাজবংশী, কোচবিহার নিবাসী, ৩০, সরকারি চাকরিজীবী। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত. এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116817)

■ সাহা, 34/5'-8", MBA, সরকারি চাকরিরত, ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 9635575795. (C/116817)

■ কুলীন কায়স্থ, 32/5'-8", সরকারি সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 6295805062. (C/116819)

■ বয়স-৩৩/৫'-৯", শিক্ষিত, সুদর্শন, কায়স্থ, ব্যবসায়ী, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি। ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9832330475. (C/116919)

■ বারুজীবী, 36+, M.A., B.Ed., 5'-7", (গৃহশিক্ষকতা, ব্যবসা), পাত্রের উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 8927704655, ময়নাগুড়ি। (S/C)

পাত্রী চাই

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 33/5'-4", স্নাতক, শিলিগুড়ি বাড়ি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে কর্মরত, বাড়িতে মা এবং ছেলে। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য, কায়স্থ চলিবে। Ph : 9832412161. (C/113518)

■ ব্রাহ্মণ, বেসরকারি চাকরি, ডিভোর্সি, জন্ম ১/৫/৭৬, রাক্ষসগণ। পিতা পেনশনার। (৩৫-৩৯), ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী চাই। ফোন- ৭০২৯১৫৭৯১৭. (C/116920)

■ কায়স্থ, 48/5'-6", সরকারি চাকরি, স্বল্পদিনের ডিভোর্সি, ইস্যুহীন। ফর্সা, সুশ্রী, 40-এর মধ্যে অবিবাহিতা B.A. পাশ পাত্রী চাই। (M) 8250285546. (C/116816)

■ নাথ, 33/5'-8", Ph.D. Govt. College-এর অধ্যাপক পাত্রের জন্য মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রী চাই। 9593965652. (C/116817)

■ ডিভোর্সি, 34/5'-8", M.Tech., রেলে কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। 7407777995. (C/116817)

■ পাত্র (ডিভোর্সি), 39+/5'-10", ব্রাহ্মণ, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। জাতপাত বাধা নেই। 35-এর নিচে স্নেহশীল ও ভদ্র কন্যা প্রার্থিত। যোগাযোগ : (M) 8582881680 (W). (K)

■ বয়স ৩৪+, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, পাত্র সেন্ট্রাল গভঃ (IOCL) উচ্চপদে কর্মরত। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/116817)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০, M.Tech. পাশ, MNC-তে কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ একমাত্র পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116817)

■ বাঙালি হিন্দু, ডিভোর্সি, জন্ম ১৯৮৪, গভঃ-এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ফাইন্যান্স-এ কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। আলোচনাসাপেক্ষে সন্তানগ্রহণে আগ্রহী। (M) 9836084246. (C/116817)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, বয়স ৩৩+, গভঃ চাকরিজীবী। পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9836084246. (C/116817)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৮, M.Tech., সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিজীবী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/116817)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১, M.Tech., PWD-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত হাইস্কুল টিচার। এইরূপ দাবিহীন পরিবারের পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/116817)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০, রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/116817)

■ কায়স্থ, ২৯/৫'-৭", মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, ITI(PTP) প্রিন্সিপাল, উত্তরবঙ্গে কর্মরত, মাঙ্গলিক পাত্রের জন্য অনূর্ধ্বা ২৮, জেনারেল কাস্ট, মাঙ্গলিক পাত্রী কাম্য। (M) 8918399029, 9564751650. (C/116927)

■ 48, বিপত্নীক, নিঃসন্তান, রেলওয়েতে কর্মরতা, পিতা মৃত, মাতা পেনশন পান। পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 9330376738. (K)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কুলীন কায়স্থ, বয়স ২৮/৬', বর্তমানে মার্চেন্ট নেভিতে কর্মরত। ঘরোয়া, সুশ্রী, কায়স্থ পাত্রী চাই। পাত্র ৩-৬ মাস বিদেশে কর্মরত থাকে। যারা ইচ্ছুক তারাই একমাত্র যোগাযোগ করবেন। (M) 9134092130. (C/116622)

■ জলঃ নিবাসী, Gen., ৩১+/৫'-৫", বিটেক (ইঃ) CBSC, H.S. স্কুলে কর্মরত, পিতা WBSEDCL (P.A), মাতা গৃহবধূ। উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9547403679. (C/116621)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কুলীন, 44+/5'-6", অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ। নিজস্ব দোকান আছে, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 7047683370. (C/116603)

■ পাত্র ডাক্তার, MDS অধ্যাপক, 31+/5'-10", ডেন্টাল সার্জন, নাথ (পণ্ডিত, ভৌমিক, মজুমদার)। সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। উঃ বঙ্গ অগ্রগণ্য। মোঃ 9614721700. (C/115969)

■ কায়স্থ, 28+/5'-7", MS (IIT) MNC (R&D) Bengalore-এ কর্মরত, দেবগণ পাত্রের জন্য M.Sc., B.Tech., B.Sc., M.A. পাশ, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9474089745, 9434493545. (C/116819)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, দ্বিতল বাড়ি, সর্বধর্মে উদার মানসিকতা, 47/5'-7", পিছুটানহীন, ডিভোর্সি, সফটওয়্যার কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রের জন্য গৃহকর্মে নিপুণা, সুন্দরী পাত্রী চাই। চাকরিরতা অগ্রগণ্য। (M) 9980569308. (C/116820)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি, জেনারেল, সাহা, 31/5'-7", B.Tech., Civil, PGDM Tata কোম্পানিতে Asst. ম্যানেজার, Mumbai-তে কর্মরত। পিতা Retd. রেলওয়ে অফিসার। মাতা Retd. শিক্ষিকা। ফর্সা, সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। দেবারি/মাঙ্গলিক ব্যতীত। (W) 9800939203/(W) 9474760990. (C/116820)

■ মাহিষ্য, 32+/6'-2", নর, B.Tech., B'lore কর্মরত, যে কোনও কাস্ট, ইং-মাধ্যম B.Sc./M.Sc./কর্মরতা পাত্রী চাই, দুর্ঘটনাক্রমে বাম চোখ ক্ষতিগ্রস্ত। (M) 9933011143. (K)

■ কায়স্থ, সরকার, 36/5'-6", পেশা স্কুলের নার্সারি ও গাড়ির ব্যবসা, মাধ্যমিক ব্যাক, পিতা পেনশনার, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। সত্বর বিবাহ। 7699172636. (C/116796)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, ৩৪/৫'-৭", B.Com., বেসরকারি চাকরি, দাবিহীন। সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। বিবাহ প্রতিষ্ঠান, ঘটক নহে। 9475394644. (C/116762)

■ 30/5'-5", বণিক, প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি কোম্পানির ম্যানেজারের জন্য ফর্সা, শিক্ষিতা, ২৫-এর মধ্যে পাত্রী চাই। শুধুমাত্র অভিভাবকেরা যোগাযোগ করবেন। (M) 9733245782. (B/B)

■ SC/ST বাদে কর্মকার বা অসবর্ণ পাত্রী চাই। একমাত্র পুত্র, কলেজের কম্পিউটার সায়েন্সের প্রফেসর, MCA, M.Tech., ৫'-৯½", সুদর্শন, বয়স ৩৬, বার্ষিক আয় ১৫ লাখ PA, শিলিগুড়ি শহরে দুটো বাড়ি, গাড়ি ও সোনার ব্যবসা। প্রকৃত সুন্দরী, লম্বা, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী চাই। প্রকৃত সুন্দরী ছাড়া যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন। কোনও দাবি নেই। 9434208290. (C/116916)

■ পাত্র সাহা, MBA, 36/5'-10", সুদর্শন। Computer-এ বিভিন্ন কাজ, একমাত্র পুত্র। পিতা Rly. (Rtd.), স্বঃ/অসবর্ণ যোগ্য পাত্রী চাই। (M) 9775857416. (C/113517)

■ পঃ বঃ ব্রাহ্মণ, 36/5', ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর নিবাসী, রিটায়ার্ড অফিসারের (নিজস্ব বাড়ি), একমাত্র পুত্র, মাধ্যমিক, বেসরকারি চাকুরে। দাবিহীন পাত্রের জন্য 28-32'এর মধ্যে সুশ্রী, ফর্সা, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রী কাম্য। (M) 9382158811, 9733301192. (S/N)

■ কোচবিহার, জেনারেল, 34/5'-5", B.A. পাঠরত, বেসরকারি চাকরিজীবী, একমাত্র ছেলের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9002902482. (C/115965)

■ শিলিগুড়ি, ঘোষ, 33/5'-6", নরগণ, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9531741599, 8927227768. (C/116798)

■ কায়স্থ, 31+/5'-5", আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ইলেক্ট্রিক কাজে কর্মরত পাত্রের জন্য ঘরোয়া, শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9641350823. (C/115589)

■ সাহা, 37/5'-6", B.Com., ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য স্লিম, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 32 পাত্রী কাম্য, শিলিঃ বাদে। (M) 9531621709. (C/116498)

পাত্রী চাই

■ ২৮/৫'-৮", মুদি ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্র, ঘরোয়া, সুশ্রী, নমশূদ্র পাত্রী চাই। 7908136176. (C/116908)

■ ডাঃ সাহা, BDS, MDS, 32/5'-6", পিতা-ডাঃ সাহা, কোচবিহার নিবাসী, একমাত্র ছেলের সুশ্রী, শিক্ষিতা, সাহা পাত্রী কাম্য। (M) 6291238826. (C/115968)

■ নমশূদ্র, 24/5'-9", B.A. পাশ, ফর্সা, সুন্দর, স্মার্ট, একমাত্র পুত্র, ব্যবসায়ী, দোতলা বাড়ি, গাড়ি, জমি, আর্থিক অবস্থা ভালো, পাত্রের জন্য (19-22)-এর মধ্যে স্মার্ট, ফর্সা, সুন্দরী, লম্বা, B.A. পাশ বা B.A. পাঠরতা পাত্রী চাই। (M) 7063875234. (C/116820)

■ পাত্র নামমাত্র ডিভোর্সি, 34+/5'-6", M.Tech. 1st class, Electrical Engineer, Jadavpur University. কেন্দ্রীয় সরকারি Executive Engineer কর্মরত। বিস্তারিত তথ্য যোগাযোগ মাধ্যমে। (M) 8145874362. (C/116909)

■ ব্রাহ্মণ, ৩১, H.S., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ/কুলীন কায়স্থ/বৈদ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9432190886. (A/K)

■ কায়স্থ, ঘোষ, 35/5'-4", MBA, ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্র, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 8101287571 (6 P.M. - 9 P.M.). (B/S)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, মকর রাশি, নরগণ, ৩৩ বছর, ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি, সুশ্রী, ঘরোয়া, ২৬-৩০ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর অগ্রগণ্য। যোগাযোগ : ৯৬০৯৭৮৭৫১০. (K)

■ সাহা, ৩৩+/৫'-২", B.A., শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (M) 8170853981. (K)

■ ৩৫ বৎসর, ডিভোর্সি, MCA, Bangalore-এ MNC-তে কর্মরত। পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 8910371316. (K)

■ Delhi Govt. H.S. School-এর English Teacher, Central Govt. Pay Scale. ৩১ বছর, ৫'-৮", নর, কায়স্থ, কাশ্যপ, একমাত্র ছেলে। সুশ্রী, স্নাতক পাত্রী কাম্য। জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স অগ্রগণ্য। 9434069056. (C/116616)

■ রাজবংশী, জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩৩+, বিটেক, হাইস্কুল টিচার (ভোকেশনাল)। পিতা Retd. শিক্ষক। শিক্ষিত ও সুন্দরী কাম্য। (M) 8116650945. (C/116609)

■ কায়স্থ, 5'-8"/29, MR পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 24, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 8101878808, 9832082666. (B/B)

■ EB, বৈশ্য সাহা, খড়দহ, 30/6ft., B.Tech., MNC-তে (Kol.) কর্মরত। নেশাহীন, একমাত্র পুত্র, নিজ বাড়ি। শিক্ষিতা, ফর্সা, স্লিম পাত্রী চাই। কর্মরতা অগ্রগণ্য। 7 P.M. to 10 P.M. (M) 7001815496.

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, ৩৪/৫'-৭", B.Com., বেসরকারি চাকরি, দাবিহীন। সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। বিবাহ প্রতিষ্ঠান, ঘটক নহে। 9475394644. (C/116762)

■ রাজবংশী, বর্মন, 35/5'-4", স্ত্রী মৃত, H.S., ITI পাশ। হোলসেল গালামালের দোকান। দ্বিতল বাড়ি, গাড়ি আছে। কোনও দাবি নেই। কুমারী পাত্রী চাই। গরিব হলেও চলবে। (M) 8972201287. (K/D/R)

■ সাহা, 37/5'-6", B.Com., ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য স্লিম, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 32 পাত্রী কাম্য। শিলিঃ বাদে। (M) 9531621709. (C/116498)

■ কায়স্থ, ৩৫/৫'-১০.৬", M.Com., Corporate Noida কর্মরত, দাবিহীন পাত্রের জন্য সুন্দরী, ফর্সা, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ৯৪৩৪১৮১৪৯৯. (C/116787)

■ মালদা গাজল নিবাসী, অরুণাচলপ্রদেশে কর্মরত (শিক্ষক), 33/5'-9", পাত্রের জন্য 28 অনূর্ধ্ব, 5'-3", পাত্রী চাই। (M) 6289078487. (C/116791)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 699/-. Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/116802)

WE TEACH OUR PROBLEM SOLVERS HOW TO ADAPT TO NEW SITUATIONS.

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations

That's why we have so many rankers this year too.

NEET 2025 format was not just different, it was tough too. But be it new formats or new challenges, Aakashians have proven yet again, that when you learn the skill of problem solving you can ace any test.

OUR STAR PERFORMERS FROM WEST BENGAL CENTRES

WEST BENGAL TOPPER

670/720 — AIR 16 Rachit S Chaudhuri, 2 Year Classroom

AIR	Name	Score	Course
20	Rupayan Pal	666/720	1 Year Classroom
106	Anshuman Swain	644/720	2 Year Classroom
110	Neehar Haldar	643/720	2 Year Classroom
254	Tanmoy Pati	630/720	2 Year Classroom
610	Debjit Roy	615/720	2 Year Classroom
630	Priyadarshini Kar	615/720	2 Year Classroom
668	Aniket Brahma	614/720	2 Year Classroom
725	Subhrojit Paul	612/720	2 Year Classroom
744	Shrotoshwini Aarushi Sanyal	611/720	2 Year Classroom
783	Debajyoti Chatterjee	610/720	2 Year Classroom
792	Animesh Kr Hota	610/720	2 Year Classroom
810	Ankan Mondal	610/720	2 Year Classroom
888	Rick Banerjee	608/720	2 Year Classroom
941	Soham Paik	607/720	2 Year Classroom

& many more...

Though every care has been taken to publish the result, yet Aakash Educational Services Ltd. shall not be responsible for inadvertent error, if any.

TO EVERY Aakash TEACHER — THANK YOU FOR BEING OUR STUDENTS' PROBLEM-SOLVERS, MENTORS, AND UNWAVERING SUPPORT.

ADMISSIONS OPEN
Repeater / Dropper Batches
(XII Passed Batches)
NEET / JEE 2026

Get Up to 90% Scholarship**

Appear for instant Admission cum Scholarship Test (iACST). Register for FREE
Visit: iacst.aakash.ac.in
Hurry! Batches Filling Fast

SCAN TO APPLY

**Terms & Conditions apply. The maximum iACST scholarship for the Regular Classroom Course (RCC) is up to 90%. However, this scholarship is limited to a maximum of 60% for the NEET repeater courses.

CLASS 12th Studying Students — 1 Year Integrated courses for NEET / JEE

CLASS 11th Studying Students — 2 Year Integrated courses for NEET / JEE

CLASS 8th–10th Studying Students — Integrated courses for School Boards / Olympiads

Visit Your Nearest Centre: Bankura | Durgapur | Howrah | Kharagpur | Kolkata Barrackpore | Bansdroni | Central | North (Med. Wing) | North (Engg. Wing) | South (Med. Wing) | South (Engg. Wing) | Siliguri | Tamluk | Asansol-IC | Behrampur-IC | Burdwan-IC | Malda-IC

SCAN FOR NEAREST BRANCH

HELPLINE: 8800013151

VISIT: aakash.ac.in

Scan to Download Aakash App

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations

রোগপোকার হামলায় লাল হয়ে যাচ্ছে কাঁচা পাতা।

উদ্বেগ বাড়িয়েছে লুপার
পোকা ও রোগের থাবা চা বাগানে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৪ জুন : চা বাগানের 'ত্রাস' হিসেবে পরিচিত লুপার পোকা উদ্বেগ বাড়িয়েছে ডুয়ার্সে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হেলোপেলটিস, রেড স্পাইডার, গ্রিন ফ্লাই, থ্রিপসের মতো পোকামাকড় সহ ব্যাকটিরিয়াল ব্লাইট, ফিউসেরিয়াম ডাইব্যাক, গ্রে ব্লাইট ও রেড রাস্টের মতো রোগ। সম্প্রতি চা গবেষণা সংস্থার (টিআরএ) উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক গবেষণা ও উন্নয়নকেন্দ্রের পক্ষ থেকে ডুয়ার্সের চা বাগানগুলির গত মে মাসের উৎপাদন ও বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে ওই সমস্ত রোগপোকার কথা উল্লেখ রয়েছে। চা বণিকসভাগুলিও টিআরএ-র পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছে।

টিআরএ জানাচ্ছে, লুপারের হামলা সবচেয়ে বেশি কালচিনি ও বিন্নাগুড়ি সাব-ডিস্ট্রিক্ট এলাকার বাগানগুলিতে। ডামডিম, চুলসা, নাগরাকাটা, দলগাঁও, জয়ন্তী সাব-ডিস্ট্রিক্ট এলাকার বাগানগুলিও লুপার তাণ্ডবের বাইরে নয়। মোট ৭টি সাব-ডিস্ট্রিক্টের বাগানেই হেলোপেলটিস, রেড স্পাইডার, গ্রিন ফ্লাই, থ্রিপসের মতো পোকামাকড়ের হামলা দেখা গিয়েছে। সঙ্গে বাড়ছে ব্যাকটিরিয়াল ব্লাইট, ফিউসেরিয়াম ডাইব্যাক, গ্রে ব্লাইট, রেড রাস্টের মতো নানা রোগ। এমন আবহেও টিআরএ-র রিপোর্টে আবার মে মাসের উৎপাদন বাড়ার বার্তাও রয়েছে। গত বছরের মে মাসের চেয়ে এবার উৎপাদন প্রায় ৫৫ শতাংশ বেড়েছে বলে টিআরএ তাদের সদস্যভুক্ত বাগানগুলির কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে জানিয়েছে।

যদিও চা বণিকসভা ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (আইটিপিএ) এর সম্পাদক রামঅবতার শর্মা বলেন, 'এবার বাগানগুলিতে রোগপোকার হামলার বহর এককথায় নজিরবিহীন। বহু বাগানের উৎপাদন একধাক্কায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কমে গিয়েছে। টিআরএ তাদের রিপোর্টে মে মাসের উৎপাদন বৃদ্ধির যে তথ্য জানিয়েছে, তা থেকে বাস্তবচিত্র কিন্তু আলাদা। কিছু বাগানকে ধরে ওই তথ্য। কাগজে-কলমে বিষয়টি হয়তো ঠিক।' একইসঙ্গে তিনি এও জানিয়েছেন, গতবার মে মাসের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ ছিল। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'পোকা দমনে যে সমস্ত অনুমোদিত রাসায়নিক রয়েছে সেগুলি এখন আর কাজ করছে না। ফলে সমস্যা দিন-দিন জটিল আকার ধারণ করছে।'

সমস্যা কোথায়

- লুপারের হামলা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে কালচিনি ও বিন্নাগুড়ি সাব-ডিস্ট্রিক্ট এলাকার বাগানগুলিতে
- ডামডিম, চুলসা, নাগরাকাটা, দলগাঁও, জয়ন্তী সাব-ডিস্ট্রিক্ট এলাকার বাগানগুলিও এর বাইরে নয়
- সঙ্গে বাড়ছে ব্যাকটিরিয়াল ব্লাইট, ফিউসেরিয়াম ডাইব্যাক, গ্রে ব্লাইট, রেড রাস্টের মতো নানা রোগ
- এমন আবহেও টিআরএ-র রিপোর্টে আবার মে মাসের উৎপাদন বাড়ার বার্তাও রয়েছে

পর্যটনের বিকাশে প্রস্তাব

বালুরঘাট, ১৪ জুন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় রয়েছে একাধিক ঐতিহ্যবাহী স্থান। যেখানে রয়েছে মহিপাল দিঘি, বানগড়, শমীবৃক্ষ, আতা শাহের দরগা, দুর্গাবাহিনী মন্দির, হিলি আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর সহ একাধিক দ্রষ্টব্য স্থান। কিন্তু জেলার বাইরের মানুষের কাছে এখনও এইসব এলাকার অধিকাংশ অজানাই থেকে গিয়েছে। এবার সেগুলোকে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য প্রস্তাব গেল দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসকের কাছে। আঙ্গিনা বার্ডস অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন সমিতির তরফে দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসকের কাছে জেলায় পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লিখিত আবেদন করেছেন সমিতির সম্পাদক তথা পরিবেশপ্রেমী বিশ্বজিৎ বসাক।

তাঁর কথায়, 'ঐতিহাসিক স্থানগুলির সংস্কার করা হলে পর্যটকরা আকৃষ্ট হবেন। বাইরে থেকে জেলায় পর্যটক আসলে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। স্থানীয় স্তরে গাইড হিসেবে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ হবে।'

ডাঃ বি সি রায় কৃতী সম্মান

নিউজ ব্যুরো

১৪ জুন : দুর্গাপুরের ডাঃ বি সি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তাদের রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে 'ডাঃ বি সি রায় কৃতী সম্মান ২০২৫' আয়োজন করেছে। সম্প্রতি কলেজ ক্যাম্পাসে দুলাল মিত্র অডিটোরিয়ামে ওই অনুষ্ঠান হয়। সেখানে 'গাছবাবা' হিসেবে পরিচিত পদ্মশ্রী দুখু মাঝিকে সম্মান জানানো হয়। তিনি পুরুলিয়াজুড়ে গাছ লাগিয়েছেন। বিজ্ঞান ও পরিবেশ সচেতনতার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চকে ওই সম্মান দেওয়া হয়। এছাড়া, দ্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সেক্রেটারি ডঃ শুভব্রত রায়চৌধুরী ও 'গাছদাদু' নামে পরিচিত শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরস্কৃত করা হয়।

NOTICE INVITING e-TENDER
N.I.e.T No. WB/APD-I/BDO-ET/01/2025-26 (2nd Call), Dt. 13/06/2025.
Last date and time for bid submission-23/06/2025 at 18.00 hours. For more information please visit : www.wbtenders.gov.in
Sd/- Block Development Officer, Alipurduar-I Development Block

কাটিহার ডিভিশনে এসির ব্যবস্থা
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/২০_২০২৫/কে/৩১১; তারিখ: ১২-০৬-২০২৫. নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে. টেন্ডার নং. : ২০_২০২৫; কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনের স্টেশন মাস্টার চেম্বার/কক্ষে এসি সরবরাহ। টেন্ডার মূল্য: ৬৩,৩৩,৯১৫/- টাকা; বায়না মূল্য : ১,২৬,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৭-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৭-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল_জিএস_২৩_২৫-২৬; তারিখ: ১১-০৬-২০২৫; টেন্ডার নং. : ইএল_জিএস_২৩_২৫-২৬ নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; কাজের নাম : "নিউ জলপাইগুড়ি-আমবাড়ী ফালাকাটার মধ্যে ২/২-৩ কিলোমিটার দূরে লেভেল ক্রসিং নং এনএন-১ (মানবচালিত)-এ ৪ লেন রোড ওভার ব্রিজ নির্মাণের' র সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। টেন্ডার মূল্য: ১,২৪,৮৭,৩৩২/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,১২,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টা এবং খোলার সময় ০৭-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৭-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

e-Tender Notice
Office of the BDO & EO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO BANARHAT/EO/NIT-001/2025-26**. Last date of online bid submission **28/06/2025 Hrs 06:00 PM**. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO & EO, Banarhat Block

তিনসুকিয়া ডিভিশনে ইয়ার্ডের উন্নতি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : টিএসকে/ইএনজিজি/২৯ অফ ২০২৫, তারিখ: ১১-০৬-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; আইটেম নং ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : এডিইএন/শিমালুগুড়ির আওতাধীন আমগুরি-ভোজো (৫টি) এবং সাপেখাটী থেকে শ্রীপুরিয়াগাঁও (৬টি) এর ইয়ার্ডের উন্নতি। টেন্ডার মূল্য: ১২,৯৭,৭৯,২২৬/- টাকা; বায়না মূল্য: ৭,৯৮,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৩-০৭-২০২৫ তারিখে ১৬:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৩-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার জংশনে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৩৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১০-০৬-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং ঃ ১৪-এপি-I-২০২৫; কাজের নাম ঃ "এডিইএন-II-নিউ কোচবিহারের আওতাধীন এসএসই/পি.ওয়ে/মাথাভাঙ্গা-এর কিমি ২৬/০-৮৮/৫ থেকে নিউ চ্যারাবান্ধা - নিউ কোচবিহার সেকশনে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ।" টেন্ডার মূল্য: ২,৪০,৫০,০৫৫.১৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,৭০,৩০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৩-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

e-Tender Notice
Office of the BDO & EO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO : BANARHAT/BDO/NIT-002/2025-26 (3rd Call)**. Last date of online bid submission 28/06/2025 Hrs 06:00 PM. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO & EO, Banarhat Block

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৫০/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ১২-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ১৫-এপি-III-২০২৫। কাজের নামঃ "দোমোহনিতে এসএসই/ডব্লিউ/এমবিজে এর অধীনে আরপিএফটিসি দোমোহনিতে পাইপ লাইন নবীকরণ, দীপ টিউব ওয়েল এবং জলের স্টেজিং ব্যবস্থা"। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৭১,০৯,১৩৬.৭২ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৩৫,৬০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ০৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহারে আইওটি সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/১৮_২০২৫/কে/৩১০ তারিখঃ ১২-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১৮_২০২৫। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলেঃ কাটিহার মণ্ডলের সাধারণ বৈদ্যুতিক সম্পদ যেমন লিফ্ট, এস্কালেটর, প্ল্যাটফর্ম লাইটিং (৩০/৭০%), স্ট্রিট লাইট, উপ স্টেশন, পাম্প আদির নিরীক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্যে আইওটি সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা (ফেজ-III)। টেন্ডার রাশিঃ ৫,৫৮,০৪,৭২৪/-টাকা। বায়না রাশিঃ ৪,২৯,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই (জি এণ্ড সিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৩৮ অব ২০২৫, তারিখঃ ০৬-০৬-২০২৫-এর বিপরীতে সংশোধনী - ০১
প্রশাসনিক কারণে এনআইটি-এর অধীনে উপরে উল্লিখিত টেন্ডার নং-১, ২ এবং ৩-এর বন্ধ এবং খোলার সংশোধিত তারিখ অনুগ্রহ করে পড়ুন। বিস্তারিত নিচে দেওয়া হলঃ

বিদ্যমান তারিখ ও সময়		সংশোধিত তারিখ ও সময়	
টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়	টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়	টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়	টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়
০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়	০৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়	০৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়	০৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়

উপরোক্ত টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

জিরিবাম-ইম্ফল নতুন বিজি লাইন প্রকল্পের নির্মাণ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কন/জে-আই/ইম্ফল/২০২৫-২৬/০১, তারিখঃ ১১-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. ডিওয়াইসিই-সি-৩-আইএমপি-এইচডি-২৫-২৬-০১। কাজের নামঃ জিরিবাম-ইম্ফল নতুন বিজি লাইন প্রকল্প নির্মাণের কাজের জন্য ২ (দুই) বছরের জন্য খংসাং (ইয়ার্ড ব্যতীত)-নোনি (ইয়ার্ড ব্যতীত) সেকশনের পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের জন্য ডিওয়াই সিই/কন-III/ইম্ফল, এক্সইএন/এএক্সইএন এবং সুরক্ষা বাহিনীর চলাচলের জন্য ৫ (পাঁচ)টি ৪ ডব্লিউডি হালকা মোটরযান (যেমন স্করপিও/বোলেরো/টাটা সুমো বা অনুরূপ) এবং এসএসই/জেই/ওয়ার্কসের জন্য ২ (দুই) টি ৪ ডব্লিউডি মাল্টি-ইউটিলিটি যানবাহন ভাড়া এবং পরিচালনা। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৬২,৮২,২০৪.২৬ টাকা, বায়নার ধনঃ ২,৩১,৪০০.০০ টাকা। টেন্ডার জমা করার তারিখ ও সময়ঃ ২৭-০৬-২০২৫ তারিখ থেকে ১১-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত। খোলার তারিখ ও সময়ঃ ১১-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
ডিওয়াই. সিই/কন-৩/ইম্ফল
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ARMY PUBLIC SCHOOL BAGRAKOTE
SELECTION OF TEACHERS & STAFF THROUGH LSB (Local Screening Board) 2025

Post	Qualification & Experience
TGT- Social Science, Science & Math	Graduate with 50% marks or Post Graduate with minimum 55 % and B Ed (with the subject in which employment is sought & CTET/TET qualified. Other qualifications as per CBSE Affiliation Bye Laws (Chapter IX). (Post Graduate & CSB qualification will be preferred).
PRT	Graduate with 50%, 2 years Diploma in Elementary Education (D.El.Ed)/B El Ed / B Ed with PDPET/CTET/TET qualified. Other qualifications as per CBSE Affiliation Bye Laws (Chapter IX). (CSB, qualification will be preferred).
Counselor	Graduate with Psychology Cert or Diploma in Counseling with min experience of 03 years as Wellness Teacher/Counselor.
Bus Driver	Valid Driver's License: Must hold a valid commercial driver's license (CDL) with Passenger (P) endorsement & School Bus (S) endorsement

Application form for interview is available on School Website (https://apsbagrakote.org & AWES Website (www.awesindia.com) The application form along with a DD in favour of Army Public School Bagrakote for Rs 250/- Payable at Oodlabari, with attested copies of qualification and experience certificate and recent colour PP photograph to be submitted on or before **25 June 2025** to APS Bagrakote. Incomplete Application forms will not be accepted. The date & time of interview will be intimated to the shortlisted candidates. **(For detailed requisite qualifications, candidates must visit School Website)**
Address: Army Public School Bagrakote, PO-Bagrakote, Dist-Jalpaiguri, Pin- 734501
Mob-8116150600/9475250682 Email: apsbagrakote@awesindia.edu.in Web: https://apsbagrakote.org
Principal, APS Bagrakote

অধিসূচনা
অধিসূচনা সংখ্যা. ই/২৫৪/কিউ/টিচার তারিখঃ ১১-০৬-২০২৫
বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি জংশন এবং রেলওয়ে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ জলপাইগুড়িতে ঠিকা ভিত্তিতে অংশকালীন বিদ্যালয় শিক্ষক নিযুক্তির জন্যে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার
আবেদন পত্র "অফলাইন মোডে" জমা করতে হবেঃ
বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি জংশনের জন্যেঃ আবেদন পত্র জমা করার স্থানঃ বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি জংশন, **প্রারম্ভের সময়: সকাল ১১:০০ টায়, বন্ধ হওয়ার সময়ঃ বিকাল ৫.০০ টায়, জমা করার অন্তিম তারিখ: ২৩ জুন, ২০২৫**
নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে বালিকা বিদ্যালয়, নিউ জলপাইগুড়ির জন্যেঃ আবেদন পত্র জমা করার স্থানঃ নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে বালিকা বিদ্যালয়, নিউ জলপাইগুড়ি, **প্রারম্ভের সময়: সকাল ১১:০০ টায়, বন্ধ হওয়ার সময়ঃ বিকাল ৫.০০ টায়, জমা করার অন্তিম তারিখ: ২৩ জুন, ২০২৫।**
১। **বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিলিগুড়ি জংশন এবং রেলওয়ে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ জলপাইগুড়িতে সম্পূর্ণ ঠিকাভিত্তিতে** উপযুক্ত প্রার্থীর নিযুক্তির দ্বারা নিম্নলিখিত শিক্ষকের খালী পদসমূহ পূরণ করার জন্যে **"প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার"** অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই নিযুক্তি **২০০ কর্মদিনের** (দুইশো কর্মদিন) অধিক না হওয়া এক সময়সীমার জন্যে নির্ধারিত একত্রিত মাসিক পারিশ্রমিকের আধারে অথবা রেলওয়ে নিযুক্তি বোর্ড থেকে নিয়মিত নির্বাচিত প্রার্থীর নিযুক্তি অথবা নিয়মিত রেলওয়ে কর্মচারী উপলব্ধতার দ্বারা যেটাই প্রথমে হবে অথবা রেলওয়ে বোর্ডের দ্বারা সময় সময় জারি করা পরবর্তী নির্দেশাবলী অনুসারে এক অংশকালীন ভিত্তিতে হবে।
২। ঠিকাভিত্তিতে অংশকালীন নিযুক্তির জন্যে শিক্ষকের খালী পদের বিস্তৃত বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হল:

ক্রম সং.	শিক্ষক, বিষয় এবং বিদ্যালয়ের শ্রেণীসমূহ	সম্প্রদায় আধারিত বিভাজন: এসসি	এসটি	ওবিসি	ইউআর	ইডব্লিউএস	সর্বমোট খালী পদ	সাক্ষাৎকারের তারিখ, সময় এবং স্থান
১	স্নাতকোত্তর শিক্ষক (পিজিটি)ঃ ইংরেজি মাধ্যমের সিবিএসসি পাঠ্যক্রমের হেতু বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি জংশনের জন্যে)ঃ						০৭	তারিখঃ ২৬ এবং ২৭ জুন, ২০২৫; উপস্থিত হওয়ার সময় সকাল ০৯:০০ টায়; প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার প্রারম্ভের সময় সকাল ১০:০০ টায়; স্থান এডিআরএম কার্যালয়, নিউ জলপাইগুড়ি; ডকুমেন্ট যাচাইকরণ ও সাক্ষাৎকারের হেতু প্রার্থী রিপোর্ট করার জন্য
(ক)	পিজিটি (ইতিহাস) = ০১	০০	০০	০১	০৬	০০		
(খ)	পিজিটি (রাজনীতি বিজ্ঞান) ০১	সর্বমোট ০৭ টি পদ, ইতিহাসের জন্য ০১, রাজনীতি বিজ্ঞানের জন্য ০১, ভূগোলের জন্য ০১, অর্থনীতির জন্য ০১, রসায়ন বিজ্ঞানের জন্য ০১, শারীরিক শিক্ষার জন্য ০১ এবং জীববিজ্ঞানের জন্য ০১						
(গ)	পিজিটি (ভূগোল) = ০১							
(ঘ)	পিজিটি (অর্থনীতি) = ০১							
(ঙ)	পিজিটি (রসায়ন বিজ্ঞান) = ০১							
(চ)	পিজিটি (শারীরিক শিক্ষা) = ০১							
(ছ)	পিজিটি (জীববিজ্ঞান) = ০১							
২	ইংরেজি মাধ্যমের সিবিএসসি পাঠ্যক্রমের হেতু বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি জংশনের জন্যে প্রশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষক (টিজিটি)ঃ						০৫	
(ক)	টিজিটি (ইংরেজি) = ০১	০০	০০	০০	০৫	০০		
(খ)	টিজিটি (হিন্দি) = ০২	সর্বমোট ০৫ টি পদঃ ইংরেজির জন্য ০১, হিন্দির জন্য ০২, বাংলার জন্য ০১ এবং সমাজ বিজ্ঞানের জন্য ০১						
গ	টিজিটি (বাংলা) = ০১							
ঘ	টিজিটি (সমাজ বিজ্ঞান) = ০১							
৩	প্রাথমিক শিক্ষক (পিআরটি)ঃ ইংরেজি মাধ্যমের সিবিএসসি পাঠ্যক্রমের হেতু বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি জংশনের জন্যেঃ						০২	
(ক)	পিআরটি = ০১	০০	০০	০০	০২	০০		
(খ)	পিআরটি = ০১	মোট ০২টি পদঃ পিআরটির জন্য ০২						
৪	হস্ত শিল্প শিক্ষকঃ ইংরেজি মাধ্যমের সিবিএসসি পাঠ্যক্রমের হেতু বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি জংশনের জন্যেঃ							
(ক)	হস্ত শিল্প শিক্ষক = ০১	০০	০০	০০	০১	০০	০১	
		মোট ০১টি পদ: হস্ত শিল্প শিক্ষকের জন্যে ০১						
	ইংরেজি মাধ্যমের সিবিএসসি পাঠ্যক্রমের হেতু নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ জলপাইগুড়ির জন্যে প্রশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষক (টিজিটি)ঃ							
১	টিজিটি (ইংরেজি) = ০১	০১	০০	০১	০২	০০	০৪	
২	টিজিটি (বিজ্ঞান) = ০১	মোট ০৪ টি পদ: ইংরেজির জন্যে ০১, বিজ্ঞানের জন্য ০১, হিন্দির জন্য ০১ এবং শারীরিক শিক্ষার জন্যে ০১						
৩	টিজিটি (হিন্দি) = ০১							
৪	পিটিআই (শারীরিক শিক্ষা) = ০১							
	সর্বমোট পদ	০১	০০	০২	১৬	০০	১৯	

টোকা: যদি প্রার্থীর সংখ্যা অধিক হয়, তা হলে প্রয়োজন অনুসারে সাক্ষাৎকারটি পরবর্তী দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইতে পারে।
নির্ধারিত অর্হতা পূরণ করা ইচ্ছুক প্রার্থীগণ ইহার সঙ্গে সংযোজিত আবেদন পত্রটি প্রার্থীর দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষর করার সঙ্গে অন্তিম রঙীন **ফটোগ্রাফ** এখানে পেস্ট করে পূরণ করতে হবে। এই অধিসূচনাটির বিস্তৃত বিবরণ এবং আবেদন প্রপত্র নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট ঠিকানা থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন- www.nfr.indianrailways.gov.in এবং http://railwayschools.nfreis.org/
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (পি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০০৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৭০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
SASHASTRA SEEMA BAL
OFFICE OF THE COMMANDANT
46 BN. SSB MALBAZAR, SALBARI MORE
(Located at Salbari More, Near Jio Petrol Pump)
P.O.- Mal, Distt.- Jalpaiguri (W.B.)-735221
PUBLIC AUCTION
Public Auction of unserviceable Govt. Stores will be held on 18-June, 2025 from1000 hrs. at the location cited above.
All registered Firms/ bidders and individuals who are interested to participate in auction have to deposit Rs. 25000/-(Each Bidder) as earnest money which will be refunded after the completion of auction. For other terms & condition please visit www.ssb.nic.in
Commandant
46 Bn. SSB, Malbazar.

বাবাধাম যাত্রা
লাক্সারি এসি গাড়িতে (টেম্পো ট্রাভেলার, ইনোভা, ডিজায়ার) বাবাধাম, বাসুকিনাথ, তারাপীঠ যাত্রার জন্য যোগাযোগ করুন। ৩৪ বছরের অভিজ্ঞতা। মো. 9832492567 / 9933367890

জ্যোতিষী
■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/- (C/116820)

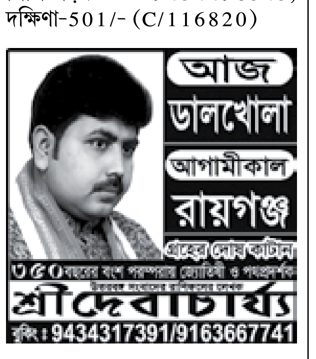

ভাড়া
■ 2 BHK Flat for rent Subhashpally, Siliguri. Phone-9434874461. (C/116917)

জ্যোতিষী
জ্যোতিষ চেম্বার করাতে ইচ্ছুক সোনার দোকান ও রত্নের দোকান যোগাযোগ করুন
■ জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, বীরপাড়া, মাথাভাঙ্গা। যোগাযোগ- 9635579955. (C/116822)

ভ্রমণ
আন্দামান ধামাকা!
■হোটেল, গাড়ি, ক্রুজ সর্বত্র AC, ভালো খাবার ও বিমান ভাড়া সহ 6 দিনের প্যাকেজ-29,999/-. M : 9674485523. (K)

রক্ষিত স্পেশাল
রানা রক্ষিত পরিচালিত
শিলিগুড়ি-9051185092
কোলকাতা- 9231673895
■ বৈষ্ণোদেবী কাশ্মীর 29/9, 8,29/10, সিমলা মানালী 29/9, 8/10, লাদাখ 16/7,13/8, 22/9, অরুণাচল 28/9, 8/10, চারধাম 5/9, 26/9, 8/10, সপ্ত/তিন জ্যোতির্লিঙ্গ 28/9, 7/10 গুজরাট 3/8, 28/9, 7/10, রাজস্থান 26/9, 8/10, কেরল 27/9, 7/10, মধ্যপ্রদেশ 28/9, 8/10, বোম্বে-গোয়া 28/9, 10/10. (K)

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)
■স্পিতি ভ্যালি 5/9, কুমায়ুন+করবেট 28/9, লে-লাদাখ 27/9, রাজস্থান 8/10, হিমাচল+অমৃতসর 8/10, অরুণাচল 26/9, কেরল 10/10, গুজরাট 17/11, আন্দামান যে কোনও দিন। 9733373530.(K)

শিক্ষা
■Private Home Tutor, LLB course, H.S., Pol Science, Legal Studies (CBSE 11-12) Slg. 9832302513. (K)

Spoken English
■স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখানোর ২ মাসের ক্লাস। নিশ্চিত শেখার গাইডেন্স। 9733565180,সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। (C/116817)

কিউনি চাই
■ একজন মহিলার B+ কিডনি চাই। আগ্রহী দাতারা দ্রুত যোগাযোগ করুন- 8918684082/ 8944829081. (C/115591)

লোন
■পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউসবিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার লোন, এছাড়া আপনার সোনার গয়না কোথাও বন্ধক থাকলে আমরা সেটা ছাড়িয়ে কম সুদে বেশি টাকা লোন করাই। M : 79086-31473. (C/116817)

পেয়িংগেস্ট
■ দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া ব্রহ্মপুরে (কবি নজরুল মেট্রো) সম্পূর্ণ মুসলিম পরিবেশে K.M.C ১১১ নং ওয়ার্ডে মুসলিম ছেলেদের মেস। ৮২৪০৬৮৮৪৮২/৮৯৮১৩০১০৯৭. (C/116817)

বিক্রয়
■ ৫ কাঠা করে ২টি জমি প্লট বিক্রয় হবে। ঠিকানা - কামাতপাড়া, চকটিয়াভিটা MSK School নিকটে। Cont : 9832491896. (C/116820)
■ শিলিগুড়ি অরবিন্দপল্লিতে 1st ফ্লোর 700 sq.ft 2 BHK ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা পুরানো ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। M : 9832123012. (C/116910)
■ লেকটাউনে 3 কাঠা জমির ওপর দোতলা বাড়ি বিক্রয় হবে। দাম-1.3 CR. দালাল নিষ্প্রয়োজন। M-8927208668. (C/116716)
■ কামাখ্যাগুড়ি, (আলিপুরদুয়ার) বাজারে 7 ডেসি দোতলা বাড়ি বিক্রয়। প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করুন। M : 9382256802. (C/115964)
■ শিলিগুড়ি ডাবগ্রামে মাতৃসদনের সামনে এবং মেডিকেল কলেজের নিকটে ও শক্তিগড়ে ফ্ল্যাট বিক্রি। M : 9434181429. (C/116819)
■ 225 sq.ft. garage on sale on Aurobindapally main road, Siliguri. 8617485742. (C/116814)

বিক্রয়
■ শিলিগুড়ি উত্তরায়ণে সত্বর 2.50 কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। 9163348289/ 9163338085. (C/116617)
■ 2 BHK-850 স্কোয়ারফিট বিক্রয় হইবে, অতি সত্বর যোগাযোগ করুন উকিলপাড়া, সিপিএম পার্টি অফিসের সামনে। যোগাযোগ - 7908493254. (C/116618)
■ হাকিমপাড়ায় রাস্তার পাশে ৩ কাঠা জমির ওপর দুইতলা বাড়ি বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ 9800792551. (C/116925)

কর্মখালি
■ পাঞ্জাবীর শোরুমে অভিজ্ঞ কাউন্টার সেলসম্যান প্রয়োজন। পাঞ্জাবী কুঠি, বিধানরোড, শিলিগুড়ি। মো ঃ 7001559388. (C/116928)
■ Vacancy: in Lawyer Chamber, Qualification Bengali graduate having computer knowledge. Contact : 9832337832. (C/116821)
■ শিলিগুড়িতে লটারির দোকানে কাজ করার জন্য ছেলে চাই। বেতন ৬০০০, খাওয়া থাকার ব্যবস্থা আছে। M : 918167086969. (C/113515)
■ শিলিগুড়িতে হোসিয়ারি এবং রেডিমেড ডিস্ট্রিবিউশন হাউসে কাজের লোক চাই। M - 9832036942/8509841678. (C/116818)

কর্মখালি
■ শিলিগুড়ি থেকে 15 কিমিঃ বাইরে জলপাইগুড়ি যাওয়ার রোডে লাইন ধাবার জন্য ম্যানেজার 1, কুক/হেল্পার 4/5 জন চাই। 8116682530. (C/116817)
■ শিলিগুড়িতে বাড়ির জন্য ভালো রান্না জানা মহিলা চাই। থাকা, খাওয়া, মাহিনা। M - 7584933225. (C/116821)
■ শিলিগুড়ির রেস্টুরেন্টের জন্য বাসন ধোয়া-মাজার জন্য ছেলে চাই। বেতন - ৮০০০/থাকা-খাওয়া ফ্রি। ফোন : 9832543559. (C/116819)
■ Required teachers in a H.S., Co-Ed, Eng. Med. School in Siliguri for Geography and Commerce subject on contractual or permanent basis. Contact and WhatsApp : 9832095754. (C/116821)
■ খেলাধুলো সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যুবক প্রয়োজন। স্পোর্টস বাজার, আলুপট্টি, শিলিগুড়ি। M - 9832360013.(C/116813)
■ বিউটিপার্লারের কাজ জানা মহিলা চাই। মিলনপল্লি। ফোন নং- 7719151421. (C/113514)
■ বেলাকোবা (জলপাইগুড়ি) দোকানের কাজের জন্য পুরুষ কর্মচারী চাই। যোগাযোগ : 7679550172. (C/116620)
■ Gangtok Mall, Hotel & Dis. Com. তে বিভিন্ন পদে পরিশ্রমী লোক চাই। (M) - 9434117292.

কর্মখালি
■ নিউজ পোর্টালে একাধিক রিপোর্টার, ক্যামেরাম্যান, সিনিয়ার সাব এডিটর, ভিডিও এডিটর চাই। ন্যূনতম স্নাতক। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মাইনে। মেল করুন 24 June, 2025 এর মধ্যে amudaryamedia@gmail.com, হোয়াটস অ্যাপ - 98324-94941. (C/116817)

JOB OPPORTUNITY
■ Front office Asst. cum data entry operators:- 12th pass/ graduates can apply very good knowledge of Excel/ MS word/ power point and excellent typing speed. Pay Scale : As per the industry standard. Interest candidates may apply to E-Mail : vingrg70@gmail.com/ himalayanendeavourhr@gmail.com/ Himalayan Endeavour Group, Siliguri.(C/116819)

Badi Bahen" পরামর্শদাতা হিসেবে যোগ দিন!
■ 30-40 বছর বয়সি মহিলা, ন্যূনতম H.S. পাশ, গণনা ও কম্পিউটারে দক্ষ, সঞ্চয়ের অভ্যাস এবং মনোভাব, অফিসভিত্তিক কাজ(Rs.10-20000/মাস), NISM সার্টিফিকেট ও ট্রেনিং নিতে আগ্রহী হতে হবে(খরচ কোম্পানি বহন করবে)। M - 9733154487. (C/116821)

কর্মখালি
■ জলপাইগুড়ি শহরে office-এ কাজের জন্য প্রার্থী প্রয়োজন। 1. MS-Excel & word, 2. Tally, 3. Telecalling, 4. Automobile Engeenering Diploma Holder for workshop. কমপক্ষে 2/3 বছরের কাজের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। যোগাযোগ ঃ মাকালী মোটরস, বজরাপাড়া, জলপাইগুড়ি। মো ঃ 9932892281/9832485756. email - dkdasind@gmail.com (C/116619)
■ একটি বিখ্যাত চা কোম্পানিতে সেলসের জন্য পুরুষ ও মহিলা আবশ্যক। মাসিক 8000 টাকা ও কমিশন 3%। সত্বর যোগাযোগ। মো ঃ 97756-71666.(C/116817)

TEACHER REQUIRED
SBP Vidya Vihar (An English Medium School, Dist: Katihar (Bihar) Required Experience PGT/TGT/PRT/NTT Teacher Male/Female Subjects : English, Biology, Geography, Chemistry, Computer, Art Craft and Music. well smart experience Receptionist for Admission desk. Salary Negotiable as CBSE bye-Laws/Norms. Well Furnished Free Accommodation
Walk in Interview
Date :18.06.2025
Time : 10.00AM to 6.00PM
Venue : Hotel Milestone, Check Post, Near Bhaktinagar PS, Siliguri.
Call: +91 87572 32222
Send your Resume: sbp2k@rediffmail.com

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোচিং দেবে আইআইটি

সুকান্তর উদ্যোগে দক্ষিণ দিনাজপুরে চালু হচ্ছে শীঘ্রই

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৪ জুন : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পড়ুয়াদের কোচিং দেবেন আইআইটি মাদ্রাজের অধ্যাপকরা। কেন্দ্রের বিদ্যাশক্তি প্রকল্পে এমনই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর ও বুনিয়াদপুরে তিনটি বিদ্যাশক্তি রুরাল ইন্টার অ্যাকশন সেন্টার গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। জেলার তিনটি স্কুলে এই কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। স্কুলগুলিকে ইতিমধ্যে চিঠি দিয়েছেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, ‘আমরা আইআইটি মাদ্রাজের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। ওরা সাড়া দিয়েছে। এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন হলে জেলার পড়ুয়ারা সর্বোচ্চ মানের শিক্ষা পাবে। তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে।’

এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন হলে জেলার পড়ুয়ারা সর্বোচ্চ মানের শিক্ষা পাবে। তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে।

-সুকান্ত মজুমদার
কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

উদ্যোগ

- দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পড়ুয়াদের কোচিং দেবেন আইআইটি মাদ্রাজের অধ্যাপকরা
- এই প্রকল্পে বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর ও বুনিয়াদপুরে তিনটি বিদ্যাশক্তি রুরাল ইন্টার অ্যাকশন সেন্টার গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে

কেন্দ্রের বিদ্যাশক্তি প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য স্কুল শিক্ষা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য পড়ুয়াদের ডিজিটালি পাঠ দেওয়া। এতে পড়ুয়ারা সমৃদ্ধ হবে। পাল্লা দিতে পারবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে। সেকথা মাথায় রেখে দক্ষিণ দিনাজপুরে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মূলত আইআইটি-র প্রবেশিকাকে পাখির চোখ করে বিদ্যাশক্তি রুরাল ইন্টার অ্যাকশন সেন্টারগুলিতে ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের কোচিং দেওয়া হবে। জেলার তিন শহরের তিনটি স্কুলে গড়ে উঠবে ওই সেন্টার। সূত্রের খবর, আইআইটি মাদ্রাজের উদ্যোগে তা গড়ে উঠবে। আইআইটি-র অধ্যাপকরাই সেন্টারগুলি পরিচালনা করবেন। এজন্য তিন শহরে উপযুক্ত জায়গার খোঁজ শুরু হয়েছে। চলতি মাসে আইআইটি মাদ্রাজের একটি প্রতিনিধিদল গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর ও বালুরঘাট পরিদর্শন করে সবকিছু খতিয়ে দেখবে। যদিও সাংসদ প্রাথমিকভাবে তিনটি স্কুলকে নির্বাচন করে তাদের সম্মতি চেয়ে চিঠি দিয়েছেন বলে খবর। সম্মতি পেলে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলিতে গড়ে তোলা হবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ডিজিটাল ক্লাসরুম।

পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পড়ুয়ারাই প্রথম বিদ্যাশক্তি প্রকল্পের সুবিধা পেতে চলেছে। আপাতত এই জেলায় প্রকল্প চালুর উদ্যোগ নেওয়া হলেও, পরবর্তীতে অন্য জেলায় এই প্রকল্পে ইন্টার অ্যাকশন সেন্টার চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার।

টিএমসিপি’র বৈঠক

বালুরঘাট, ১৪ জুন : তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের নির্দেশে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল বালুরঘাটে। শনিবার বিকালে বালুরঘাট পুরসভার সুবর্ণতট সভাকক্ষে এই বৈঠক আয়োজিত হয়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি অমরনাথ ঘোষের নেতৃত্বে এদিন বৈঠক হয়েছে। আলোচনায় আগামীদিনের কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি সাংগঠনিক একাধিক বিষয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা চলেছে। যেখানে জেলার প্রত্যেকটি কলেজের ইউনিট সভাপতি, সহ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, পর্যবেক্ষক সহ জেলা থেকে রাজ্য কমিটির নেতৃত্ব, জেলা সহ সভাপতি সহ একাধিক পদাধিকারীরা এদিন আমন্ত্রিত ছিলেন। পাশাপাশি, সাইবার সেলের নেতৃত্বকেও ডাকা হয়।

ঝুলন্ত দেহ

রায়গঞ্জ, ১৪ জুন : শুক্রবার রাতে শোয়ার ঘর থেকে এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতার নাম স্বপ্না নমদাস (১৯)। বাড়ি রায়গঞ্জ থানার মহিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বসিয়ান গ্রামে। মৃত তরুণীর মামা রবি জালি বলেন, ‘এক ছেলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল স্বপ্নার। শুক্রবার বিকেলে ওই ছেলের সঙ্গে ফোনে ঝগড়া হয়। রাতে খাওয়ার জন্য ডাকাডাকি করে সাড়া না মেলায় সন্দেহ হয়। পরে জানলার ফাঁক দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাই।’ শনিবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বৃক্ষরোপণ

গঙ্গারামপুর, ১৪ জুন : গরমের তাপপ্রবাহ কমাতে ও এলাকায় সবুজায়নের লক্ষ্যে গঙ্গারামপুর ব্লকের সায়রাপুর গ্রামের একটি ক্লাবের পক্ষ থেকে শনিবার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করা হয়। গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংলগ্ন মাঠে বট, পাকুর, নিম, মেহগনি সহ মোট ১০টি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সদস্য সুজন সরকার, অমৃত সরকার, অনু বর্মন, বিষ্ণু পাল প্রমুখ।

বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনতে চাপ

রতুয়ায় বধূকে ‘খুন’

শেখ পান্না

রতুয়া, ১৪ জুন : বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনতে না চাওয়ায় স্ত্রীর গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় রতুয়া থানার বৈকুণ্ঠপুর সবুজপল্লি এলাকায়। ঘটনায় পুলিশের কাছে স্বামী সহ মোট পাঁচজনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে রতুয়া থানার পুলিশ। মৃতের বাবার অভিযোগ, তাঁর মেয়েকে শ্বাসরোধ করে পরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করা হয়েছে। দোষীর কঠোর শাস্তি চেয়েছেন।

মৃতের নাম পায়েল ঘোষ (২০), বাড়ি ভূতনি থানার অলাদিয়ায়। প্রায় এক বছর আগে রতুয়া থানার বৈকুণ্ঠপুরের সবুজপল্লি এলাকার বাসিন্দা সাগর ঘোষের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ওই বধূর বাপের বাড়ির অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই অভিযুক্ত স্বামী তাঁর মেয়ের ওপর নানাভাবে অত্যাচার চালাত। বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য বারবার চাপ দিত। শুক্রবার রাতেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই বিষয়ে ঝামেলা হয়। এরপর সকালে তাঁদের জানানো হয় যে পায়েলের মৃত্যু হয়েছে। রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে পরিবারের লোকজন দেখতে পান মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন তাঁদের মেয়ে। এরপরই তাঁদের অভিযোগ যে জামাই সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা শ্বাসরোধ করে গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করেছে মেয়েকে। এই মর্মে রতুয়া থানার পুলিশের কাছে স্বামী সহ পরিবারের অন্য সদস্যদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ দেহ উদ্ধারের পাশাপাশি অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে।

মেয়ের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিজনরা।

মৃতার বাবা সঞ্জীব ঘোষ বলেন, ‘বিয়ের পর থেকেই মেয়েকে টাকাপয়সার জন্য চাপ দিচ্ছিল জামাই। কয়েকবার টাকা দিয়ে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়েছি। এরপরেও নানাভাবে অত্যাচার করা হত মেয়ের উপর। গতকাল টাকাপয়সা নিয়ে মেয়ের সঙ্গে জামাইয়ের গণ্ডগোলের খবর শুনে আমরা এসেছিলাম। সবকিছু মিটমাট করে রাত আটটায় বাড়ি গিয়েছি।’ শনিবার সকালে খবর পান মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মেয়েকে প্রথমে শ্বাসরোধ করে, পরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। দোষীর কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

রতুয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে মৃতার স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য অভিযুক্তরা পলাতক, তাদের খোঁজ চলছে।

পদ্ম কর্মীদের জামিন

মালদা, ১৪ জুন : চলতি বছর ২৭ মার্চ গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে উঠেছিল মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর। যার রেশ পড়েছিল গোটা রাজ্যে। ২৮ মার্চ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন দুই পক্ষের বহু মানুষ। এর মধ্যে ছিলেন বিজেপির ২২ জন কর্মী-সমর্থক। দীর্ঘ ৭৭ দিন জেল হেপাজতে ছিলেন তাঁরা। অবশেষে শুক্রবার মালদা জেলা আদালতের বিচারক বিজেপি কর্মীদের শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করেন।

জামিন পাওয়ায় মিছিল করেন বিজেপি কর্মীরা। শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ বিজেপির নেতারা জামিনে মুক্ত কর্মী-সমর্থকদের মিছিল করে ফিরিয়ে নিয়ে যান। বিজেপি নেতা নীলাঞ্জন দাস বলেন, ‘মুক্তি পাওয়া ব্যক্তিদের সপ্তাহে দু’দিন স্থানীয় থানায় হাজিরা দিতে হবে।’

UNICORN · BAGHBAN Chewing Tobacco · 93

ট্রেড মার্ক সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

ইন্দো ওভারসিজ ট্রেডমার্কস কো.
পেটেন্ট এবং ট্রেডমার্কস অ্যাটর্নিস

দুর্ঘটনায় নিহত

মালদা ও গাজোল, ১৪ জুন : লরি নিয়ে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় চালকের। ঘটনাটি পুরাতন মালদার নারায়ণপুর সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটেছে। মৃতের নাম শিশ মহম্মদ শেখ (২৭)। বাড়ি ফরাক্কার জোরপুকুরিয়া এলাকায়। শুক্রবার রাতে ১৬ চাকার লরি নিয়ে মালদা থেকে গাজোলের দিকে যাচ্ছিলেন শিশ। সামনেই আরও একটি লরি যাচ্ছিল। নারায়ণপুর এলাকায় হঠাৎ আগের লরিটি ব্রেক কষে। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শিশের লরিটি সামনের লরিতে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করলেও শনিবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়।

এদিকে, গাজোলের গোলঘরে জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন ১২ জন। শনিবার সকালে পারুলের কানোট গ্রাম থেকে প্রায় ২৫ জন একটি ভুটভুটিতে চেপে মালদার দিকে যাচ্ছিলেন। ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে যাওয়ার সময় গোলঘরে পেছন থেকে ভুটভুটিকে ধাক্কা মারে একটি পিকআপ ভ্যান। আরোহীরা ছিটকে পড়ে যান।

বৃদ্ধকে মারধর

কুমারগঞ্জ, ১৪ জুন : কুমারগঞ্জের আমরুলবাড়িতে জমি ও রাস্তা নিয়ে পারিবারিক বিবাদে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বছর চুয়াত্তরের রহিমুদ্দিন মণ্ডল অভিযোগ করেছেন, শুক্রবার তাঁর ছেলে রফিকুল মণ্ডল, পুত্রবধূ ও নাতি মিলে তাঁকে মারধর করেছে। তিনি জানিয়েছেন, বাড়ির সামনের চলাচলের রাস্তায় বেড়া দিতে বাধা দিলে এই হামলা হয়। পালটা রফিকুলের দাবি, তাঁর সীমানায় থাকা বেড়া পরিবারের অন্য সদস্যরা ভেঙে দিয়েছেন। তিনি বাবা, মা, দাদা সহ অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। কুমারগঞ্জ থানায় অভিযোগ ও পালটা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রক্তদাতা দিবস

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো, ১৪ জুন : শনিবার ছিল বিশ্ব রক্তদাতা দিবস। সেই উপলক্ষ্যে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংকের উদ্যোগে রক্তদাতা, রক্তদান শিবির আয়োজক সংস্থার সদস্যদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়া চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বরের ব্লাড ব্যাংকের উদ্যোগে রক্তদান শিবির ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে ৪০ জন রক্তদান করেন। অন্যদিকে, দক্ষিণ দিনাজপুর ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরাম ও জেলা প্রেস ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে বালুরঘাটে রক্তদান শিবির ও আলোচনা সভার আয়োজন হয়। পতিরাম বাহিচা এলাকায় ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ব্লাড ডোনার্স অর্গানাইজেশন আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ৩৫ জন রক্তদান করেন।

স্বস্তির খোঁজে। শনিবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

স্পিডব্রেকারে দুর্বিষহ যাত্রীদের জীবন

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১৪ জুন : রাজ্য সড়কে বাম্পারে জর্জরিত উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের মানুষ। ঘনঘন স্পিডব্রেকারের জেরে নাস্তানাবুদ নিত্যযাত্রীরা। রায়গঞ্জ-শিলিগুড়ি মোড় থেকে বুনিয়াদপুর পর্যন্ত প্রায় ৫০টি স্পিডব্রেকারের ঝাঁকুনিতে কোমরের দফারফা অবস্থা। ফলে, গন্তব্যে পৌঁছাতেও আরও বেশি সময় লাগছে যাত্রী পরিবহণের। অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের একাংশের অভিযোগ, ‘বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে স্পিডব্রেকারের ঘনঘন ঝাঁকুনিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার জোগাড় হচ্ছে। আশঙ্কাজনক রোগীদের ক্ষেত্রেও সময়ের মধ্যে দূরের হাসপাতাল অথবা নার্সিংহোমে পৌঁছাতে যথেষ্ট সময় নষ্ট হচ্ছে। অ্যাম্বুল্যান্সের গতি না বাড়াতে পারায় চিকিৎসা পেতে দেরি হচ্ছে রোগীদের ক্ষেত্রে।’

নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ, ‘রাজ্য সড়কের যেখানেই দুর্ঘটনা সেখানেই স্পিডব্রেকার। রাজ্য সড়কের উপর এক একটি স্পিডব্রেকার জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে।’ দুই জেলার ট্রাফিক বিভাগে কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকদের অবশ্য দাবি, ‘এতে দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেকটাই কমেছে।’

উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থেকে দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরের দূরত্ব প্রায় ৫২ কিলোমিটার। এই ৫২ কিলোমিটার সড়ক পথ পাড়ি দিতে প্রায় ৫০টি পিচ নির্মিত অথবা প্লাস্টিক নির্মিত স্পিডব্রেকার অতিক্রম করতে হয়। নিত্যযাত্রীরা তো বটেই, অসুস্থ রোগীদের ক্ষেত্রেও এই পথ বিভীষিকা থেকে কোনও অংশে কম নয়। সামান্য কালিয়াগঞ্জ থেকে রায়গঞ্জ পর্যন্ত ২৩ কিলোমিটার সড়ক পথে যেতে প্রায় ২৪টি স্পিডব্রেকার অতিক্রম করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অ্যাম্বুল্যান্সচালক অজিত কুণ্ডুর। তাঁর কথায়, ‘প্রায় দুই ডজন স্পিডব্রেকার পার করে রোগীকে নিয়ে রায়গঞ্জ পৌঁছাই। অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে কালিয়াগঞ্জ থেকে রায়গঞ্জ পৌঁছাতে এখন আরও ১৫ মিনিটের বেশি সময় লাগছে। বিশেষ করে বয়স্ক এবং গর্ভবতী মহিলাদের খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাছাড়া, গাড়িতে আগের চেয়ে তেলও বেশি লাগছে।’

অভিযোগ

- রায়গঞ্জ-শিলিগুড়ি মোড় থেকে বুনিয়াদপুর পর্যন্ত প্রায় ৫০টি স্পিডব্রেকারের ঝাঁকুনিতে কোমরের অবস্থা দফারফা
- হাসপাতালে যেতে সমস্যায় পড়ছেন গর্ভবতী মহিলা, সংকটজনক রোগী থেকে শুরু করে চিকিৎসা করাতে যাওয়া সাধারণ মানুষ
- কালিয়াগঞ্জ থেকে রায়গঞ্জ পর্যন্ত ২৩ কিলোমিটার সড়ক পথে যেতে প্রায় ২৪টি স্পিডব্রেকার রয়েছে
- গন্তব্যে পৌঁছাতে বেশি সময় লাগার পাশাপাশি গাড়ির জ্বালানিও বেশি খরচ হচ্ছে

বংশীহারী থানার বুনিয়াদপুর থেকে কুশমণ্ডি থানা এলাকা পর্যন্ত রাজ্য সড়কের উপর ২টি পিচ ঢালাই স্পিডব্রেকার রয়েছে। কুশমণ্ডি থানা এলাকা থেকে কালিয়াগঞ্জ থানা এলাকা পর্যন্ত ১৬টি স্পিডব্রেকার, কালিয়াগঞ্জ থানা এলাকা থেকে হেমতাবাদ থানা এলাকা পর্যন্ত ১৩টি, হেমতাবাদ থানা এলাকা থেকে রায়গঞ্জ থানা এলাকা পর্যন্ত ৮টি এবং হেমতাবাদ থেকে রায়গঞ্জ শিলিগুড়ি মোড় অবদ্ধি ৩টি স্পিডব্রেকার রয়েছে। এছাড়াও মেরুয়াল এলাকায় বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন রাজ্য সড়কে একাধিক স্পিডব্রেকার রয়েছে। কালিয়াগঞ্জ সুকান্ত মোড় এলাকা রেলগুমটি এলাকায় বেশ কয়েকটি প্লাস্টিকের স্পিডব্রেকার বসানো রয়েছে।

স্পিডব্রেকাররের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে ডাঃ গৌতম মজুমদারের কথায়, ‘দুর্ঘটনাগ্রস্ত রোগী সহ গর্ভবতীদের ক্ষেত্রে স্পিডব্রেকাররের ঝাঁকুনিতে অসুবিধায় পড়তে হয়। সংকটজনক রোগীদের ক্ষেত্রে সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাস্তায় অতিরিক্ত স্পিডব্রেকারে স্বভাবতই সময় বেশি নেয়।’

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
মালদা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা মাতিউর রহমান - কে 21.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 55K 35017 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমাকে এক কোটি টাকার এই বিশাল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ প্রদানের জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতার সাথে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই। এই অর্থের অর্জন আমার মতো অনেকের জন্য আশা ও অনুপ্রেরণা বয়ে আনবে এবং আমি এই অর্থ দায়িত্বের সাথে আমার জীবনে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল আনতে ব্যবহার করার ইচ্ছা পোষণ করি।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

পতিরামে জলসংকট

পতিরাম, ১৪ জুন : পতিরাম এলাকায় অনেকদিন ধরে একাধিক সৌরবিদ্যুৎ চালিত পানীয় জলের মেশিন খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেগুলি খারাপ হয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ।

পতিরাম কদমতলির মাদারগঞ্জ রোড, পতিরাম জেলা পরিষদ মার্কেটের সামনে, উত্তর রায়পুর বুড়িকালীতলা, তুলসীপাড়া ও কদমতলি ঢোকার মুখে প্রায় ছয় থেকে সাতটি পানীয় জলের মেশিনের এমন অবস্থা। এগুলির মধ্যে কোথাও টিপটিপ করে জল পড়ছে, আবার কোথাও মেশিনটি একদম খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে।

সৌমিক চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি বলেন, ‘এতগুলো টাকা খরচ করে মেশিনগুলি বসানো হল। কিন্তু তারপর সেগুলি এভাবে নষ্ট হওয়াটা একপ্রকার অবহেলাই বলা চলে। তাড়াতাড়ি পানীয় জলের মেশিনগুলো ঠিক করা দরকার।’ জেলা পরিষদ ও গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে মেশিনগুলি বসানো হয়েছিল। একটি করে মেশিন বসাতে খরচ হয়েছে প্রায় তিন থেকে চার লক্ষ টাকা। কিন্তু মেশিনগুলি বসানোর পর থেকে সেগুলির কোনও রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি। এছাড়াও পিএইচইর উদ্যোগে যে জলের চেম্বারগুলি বসানো হয়েছিল সেগুলিরও একই অবস্থা। অনেক জায়গায় চেম্বারগুলি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে রয়েছে।

নিবেদিতা সরকার নামে এক পথচারীর কথায়, ‘বর্তমানে হাইস্কুলপাড়ার একটি চেম্বার খোলা শৌচালয় করার স্থান হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। এতে রাস্তায় চলাফেরা করা মানুষদের কাছে বিষয়টি দৃষ্টিকটু দেখাচ্ছে।’

পতিরাম দক্ষিণপাড়া শিবাজি সংঘের কাছে চেম্বারটি কবে থেকে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে অনেকেই তা ভুলে গিয়েছেন। বিডিও সম্বল ঝা বললেন, ‘বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।’ জেলা পরিষদ সদস্যা দীপা দাস মণ্ডলের বক্তব্য, ‘বিষয়টি খতিয়ে দেখে তারপর জেলা পরিষদে জানাব।’

JIS GROUP Educational Initiatives

#EDUCATIONBEYONDORDINARY

39 INSTITUTIONS | 185 PROGRAMMES | 45000+ STUDENTS

JIS EDUCATION EXPO

SILIGURI EDITION
JIS EDUCATION
EXPO 2025

⇨ CAREER COUNSELING
⇨ FELICITATION OF CLASS 10 & 12 TOPPERS

JIS Group Educational Initiatives is organizing the second edition of the EDUCATION EXPO 2025 at Dinabandhu Mancha, Siliguri, on 9th July and 11th July, 2025 at Kalimpong from 10:00 AM onwards.

Students from the Class X and Class XII batch of 2025 will be felicitated in this prestigious program. Eminent educationists, administrative dignitaries, authors, journalists, sportspersons, and cultural personalities will honor the top 5 performers from each stream of Class XII, as well as the top 10 performers from Class X who have secured a minimum of 85% and above across all boards (CBSE / ISC/ HS / WBHS / ICSE).

Principals and Headmasters of schools from the districts of Cooch Behar, Alipurduar, Uttar Dinajpur, Dakshin Dinajpur, Jalpaiguri, the Siliguri area and Darjeeling district (for Kalimpong EXPO) are requested to email the list of eligible students to prashanta.marketing@jisgroup.org.

For further details, you may also contact Mr. Prashanta Sharma at our JIS Siliguri office.

81007 49670 | 94341 56071

SILIGURI OFFICE ADDRESS
Dr. Ambedkar Building, Hill Cart Road
Pradhan Nagar, Siliguri - 734 003

চার মহিলা সহ সংঘর্ষে ধৃত ১৭

এম আন ওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ১৪ জুন : দাদনের টাকার লেনদেনকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল মালদার বৈষ্ণবনগর থানার বেদরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের চেকসেহেরদি বিশ্বাসপাড়া এলাকা। শুক্রবার মধ্যরাতে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বোমাবাজি, ইটবৃষ্টি এবং ঘরবাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রাতেই মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। ঘটনার রাতেই গ্রেপ্তার করা হয় ১৭ জনকে। ধৃতদের মধ্যে চারজন মহিলা রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামের দুই বাসিন্দা সামিম শেখ ও সেনাউল শেখের মধ্যে বহুদিন ধরে দাদনের টাকা নিয়ে আর্থিক বিবাদ

দাদনের টাকা নিয়ে বিবাদ

চলছিল। সেই বিবাদ শুক্রবার রাতে আচমকাই চরমে ওঠে। দুই গোষ্ঠীর লোকজন অস্ত্র হাতে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে, একাধিক জায়গায় চলে বোমাবাজি ও ইটবৃষ্টি। অভিযোগ, সংঘর্ষের সময় বেশ কয়েকটি বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। ঘটনা জানতে পেরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বৈষ্ণবনগর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। শুক্রবার রাতেই গ্রামে অভিযান চালানো হয়। পুলিশি টহলদারির পাশাপাশি চলে লাঠিচার্জ। পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়। পুলিশি সূত্রে খবর, রাতেই চার মহিলা সহ দুই গোষ্ঠীর মোট ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার সকাল থেকেই দফায় দফায় চিরুনি তল্লাশি চালায় পুলিশ। সঙ্গে ছিল বম্ব স্কোয়াড, স্নিফার ডগ এবং মেটাল ডিটেক্টর। তল্লাশির সময় গ্রাম থেকে উদ্ধার হয় চারটি পরিত্যক্ত বোমা। আরও বিস্ফোরক লুকোনো থাকতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ। যে কারণে এলাকায় রয়েছে পুলিশের কড়া নজরদারি।

আতঙ্কে এলাকার অধিকাংশ মানুষই ঘর থেকে বেরোচ্ছেন না। সমস্ত দোকান বন্ধ। এলাকায় শান্তি ফেরাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ আধিকারিকরা জানাচ্ছেন।

পুলিশি পদক্ষেপ না করায় সন্ত্রস্ত কালিয়াচক

তোলাবাজিতে বোমা, গুলি

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৪ জুন : তোলা আদায়কে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কালিয়াচকের দক্ষিণ লক্ষ্মীপুর গ্রাম। বোমাবাজি, গুলির লড়াই, বাদ গেল না তেমন কিছুই। ব্যাপক বোমাবাজির পাশাপাশি ১০ রাউন্ডের মতো গুলি চলেছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। শুক্রবার মধ্যরাতের ঘটনার জেরে শনিবারও এলাকায় রয়েছে চাপা উত্তেজনা এবং স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক। এমন পরিস্থিতির জন্য কাঠগড়ায় পুলিশও।

দক্ষিণ লক্ষ্মীপুর গ্রামে তোলা আদায়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাসকয়েক ধরেই ঝামেলা চলছে দিলীপ এবং হাবিবুর গোষ্ঠীর মধ্যে। দুই গোষ্ঠীর লড়াইয়ের কথা জানার পরেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করে না বলে অভিযোগ।

স্থানীয় অনেকের অভিযোগ, পুলিশকে কিছু বলা হলেই পালটা অভিযান চালিয়ে অত্যাচার করে। এমনকি মহিলা পুলিশকর্মী সঙ্গে না নিয়েই বাড়ি বাড়ি থেকে মহিলাদের বের করে আনা হয়। মারধরও করা হয়।

স্থানীয় অনেকেরই অভিযোগ, বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। রাতে রেইডের নামে বিছানায় জল ঢেলে দিচ্ছে পুলিশ। এমনকি আটা ও চালের মতো খাদ্যদ্রব্যে ফিনাইল মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। টিভি, রেফ্রিজারেটর সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র ভেঙে লন্ডভন্ড করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ।

দিলীপ গোষ্ঠীর রুবি খাতুনের অভিযোগ, 'হাবিবুর এলাকায় দাপট দেখিয়ে তোলা আদায় করছে। আমাদের কাছ থেকে ৫ লক্ষ টাকা দাবি করেছিল। টাকা দিতে না পারায় মারধর করার পাশাপাশি বাড়ি ভাঙচুর করে। তৃণমূলের কালিয়াচক-১ নম্বর ব্লকের সভাপতি শারিউল শেখ ও হাবিবুর আত্মীয় হওয়ায় পুলিশকে অভিযোগ করে লাভ হচ্ছে না। পুলিশের সঙ্গে হাবিবুরের গুন্ডাবাহিনী আমাদের চারজনের বাড়ি ভাঙচুর করেছে। মহিলাদেরও মারধর করা হয়েছে।

গোষ্ঠী সংঘর্ষের জেরে তছনছ বাড়িঘর। শনিবার। -সংবাদচিত্র

যা ঘটেছে

- দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে রণক্ষেত্র দক্ষিণ লক্ষ্মীপুর গ্রাম
- রাতভর ব্যাপক বোমাবাজি, গুলির লড়াই
- পুলিশের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগে সরব গ্রামবাসীরা
- এলাকায় শান্তি ফেরাতে চলছে পুলিশি টহল

“ বেদরাবাদ গ্রামে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা রয়েছে। এলাকায় শান্তি ফেরাতে পুলিশ টহল দিচ্ছে।

ফায়সাল রাজা
এসডিপিও, কালিয়াচক

মহিলা পুলিশ ছাড়াই তাঁকে ঘর থেকে বের করে পুলিশ বেধড়ক মারধর করেছে বলে মাকসুদা খাতুন নামের এক গৃহবধূর অভিযোগ। বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র ও একটি মোটরবাইক ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

আনিকুল শেখ নামে একজনের বক্তব্য, তাঁর দাদা হাদিকুল শেখ আম বাগানে যাওয়ার সময় হাবিবুরের লোকজন মারধর করে। তাঁদের গ্রামের লোকজন জড়ো হলে হাবিবুরের লোকজন বোমাবাজি শুরু করে। দলের ব্লক সভাপতি সারিউল শেখের চক্রান্তেই পুলিশ নিষ্ক্রিয় বলে আনিকুলদের অভিযোগ।

যদিও সারিউল বলছেন, 'কেউ যদি অযথা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে, তাহলে আমার কিছু বলার নেই।'

তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করে হাবিবুর দাবি করেন, 'দিলীপ গোষ্ঠীর লোকরাই বোমাবাজি ও গোলাগুলি করছে। আমরা ওদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।' পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা প্রত্যেকেই তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী বলে জানা গিয়েছে।

ঘটনা প্রসঙ্গে কালিয়াচকের এসডিপিও ফায়সাল রাজার বক্তব্য, 'ওই গ্রামে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা রয়েছে। এলাকায় শান্তি ফেরাতে পুলিশ টহল দিচ্ছে।'

প্রচারে জোর মোদি জমানায়

রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট, ১৪ জুন : কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের ১১ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মোদি জমানাকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসা হচ্ছে। ওই লক্ষ্যে শনিবার রায়গঞ্জ এবং বালুরঘাটে সাংবাদিক বৈঠক করল বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন রায়গঞ্জে দলীয় কার্যালয়ে সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল, বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ রায়গঞ্জের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের কথা তুলে ধরেন। কার্তিক বলেন, 'আমি সাংসদ হওয়ার পরেই দিল্লিগামী ট্রেন চালু হয়েছে। ডালখোলা বাইপাসে আলো সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে আড়াই কোটি টাকার টেন্ডার হয়েছে। সিক ও পিট লাইনেরও ব্যবস্থা হচ্ছে।' রায়গঞ্জ থেকে বারসই পর্যন্ত জাতীয় সড়ক নির্মাণের চেষ্টা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। তবে রায়গঞ্জের জন্য কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপি কিছু করেনি বলে অভিযোগ তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র সন্দীপ বিশ্বাসের। দক্ষিণ ভারতগামী ট্রেন না থাকা, দিল্লিগামী ট্রেন সাপ্তাহিক হওয়ার মতো বিষয়গুলি তুলে ধরেন তিনি।

অন্যদিকে, বালুরঘাট শহরের একটি বেসরকারি অনুষ্ঠান ভবনে ১১ বছরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জন্য কেন্দ্র কী কী করেছে, তা তুলে ধরা হয়। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপি সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, তপনের বিজেপি বিধায়ক বুধরাই টুডু প্রমুখ।

রাস্তা সংস্কার

সামসী, ১৪ জুন : চাঁচল-২ ব্লকের চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের খানপুর গ্রামের বেহাল রাস্তা শনিবার গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলে ১০০ ট্রলি মাটি ফেলে সংস্কার করলেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, হবিবুর রহমানের বাড়ি থেকে প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত প্রায় ৫০০ মিটার রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। পঞ্চায়েতকে বারবার রাস্তা সংস্কারের কথা বলেও লাভ হয়নি। চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছবি সরকারের বক্তব্য, 'অর্থ বরাদ্দ হলেই খুব শীঘ্র পাকা রাস্তার কাজ শুরু হবে

ঝুলন্ত দেহ

কালিয়াগঞ্জ, ১৪ জুন : ভাণ্ডার অঞ্চলের রাতন এলাকায় শনিবার রিপা দেবশর্মা (৩১) নামে এক বধূর মরদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়। এদিন সকালে রিপাকে শোবারঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান স্বামী কল্যাণ দেবশর্মা। তড়িঘড়ি কল্যাণ স্থানীয় স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রিপাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ভরসা।। বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি। শনিবার।

তদন্ত দাবি পরিবারের

তরুণের মৃত্যু ঘিরে রহস্য

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৪ জুন : যৌবনে পা রাখার আগেই নেশায় আসক্ত হয়ে গিয়েছিল। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পরিবারের ওপর অত্যাচার চালাত। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে নেশামুক্তি কেন্দ্রে ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন পরিবারের লোকজন। কিন্তু হোমে থাকাকালীনই অসুস্থ হয়ে তরুণের মৃত্যু হয়। এভাবে মৃত্যুতে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন আত্মীয়রা। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পরিবারের লোকজন। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

মৃত তরুণের নাম রোহিত কর্মকার (১৮)। বাড়ি বামনগোলা থানার মুদিপুকুর এলাকায়। বাবা রাধানাথ কর্মকার ভিনরাজ্যে কাজ করেন। পরিবার সূত্রে খবর, বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছিল রোহিত। প্রায় ২ বছর আগে পড়াশোনা ছেড়ে দেয় সে। দিনের পর দিন নেশায় আসক্তি বাড়তে থাকে। বছরখানেক আগে পরিবারের লোকজন তাকে একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে পাঠায়। সেখানে তিন মাস থাকার পর বাবার সঙ্গে বাইরে কাজে চলে যায় রোহিত। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পর ফের নেশা করতে শুরু করে সে।

রোহিতের কাকা গুপিনাথ কর্মকারের কথায়, 'ভাইপো প্রচণ্ড নেশা করত। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়িতে সবার ওপর অত্যাচার চালাত। কিছুদিন আগে সে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ির লোকজনকে মারতে উদ্যত হলে আমরা থানার দ্বারস্থ হই। থানাতেই কালিয়াচকের একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রের লোকজন উপস্থিত ছিল। আমরা ভাইপোকে ওই নেশামুক্তি কেন্দ্রের হাতে তুলে দিই।' তাঁর আরও সংযোজন, ১২ দিন হোমে থাকার পর গত শুক্রবার সন্ধ্যায় হঠাৎ হোম কর্তৃপক্ষ ফোন করে জানায় রোহিত অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মালদা মেডিকেলে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বিষ খেলে মানুষের মুখ দিয়ে যেমন ফেনা বেরোতে থাকে, তার মুখেও সেরকম ফেনা দেখা গিয়েছে। গুপিনাথের দাবি, 'হোমেই কিছু একটা হয়েছে। আমরা এনিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করতে চলেছি। ভাইপোকে হোমে রেখে আসার দিন থেকে সমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখতে চাই।'

এদিকে প্রাথমিক তদন্তে হোম কর্তৃপক্ষ পুলিশকে জানিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় মুড়ি খেতে খেতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল রোহিত। তাকে প্রথমে সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে রোহিতকে মালদা মেডিকেলে স্থানান্তর করা হয়। মেডিকেলে আনার পথেই মৃত্যু হয় রোহিতের।

বধূ নির্যাতন

কুমারগঞ্জ, ১৪ জুন : কুমারগঞ্জের গোবর্তা এলাকার বাসিন্দা গোবিন্দ সোরেনের বিরুদ্ধে স্ত্রী দীপিকা টুডু অভিযোগ আনলেন। মাত্র দুই বছর আগে বিয়ে হয়েছে তাঁদের। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই স্বামী তাঁকে বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চাপ দিত। চলত নির্যাতন। শুক্রবার অশান্তির জেরে কন্যাসন্তান সহ স্ত্রীকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেন স্বামী। দীপিকা কুমারগঞ্জ থানায় স্বামী ও কাকাশ্বশুরের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

রায়গঞ্জ, ১৪ জুন : অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার সকাল দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার মহিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কান্তর সংলগ্ন গুরিঞ্চা গ্রামে। এদিন ক্ষিতীশ মাহাতো (২৪) নামে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ ঘরের দরজা ভেঙে উদ্ধার করেন পরিবারের সদস্যরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে মহারাজা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সেখান থেকে তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত ব্যক্তি পেশায় বিএসএফের ৭২ নম্বর ব্যাটালিয়নের চুক্তিভিত্তিক গাড়িচালক ছিলেন।

দুর্ঘটনা

বালুরঘাট, ১৪ জুন : একটি নাইট সার্ভিস বাস ও চারচাকা গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল বালুরঘাট শহরের আর্যসমিতি এলাকায়। শুক্রবার রাতের দিকে ঘটা পথ দুর্ঘটনায় কারও কিছু না হলেও দুর্ঘটনায় চারচাকা গাড়ির ও নাইট সার্ভিস বাসের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বালুরঘাট ট্রাফিক পুলিশ। এদিকে পথ দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণের জন্য শহরের রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি। শহরে রাফ ড্রাইভিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হবে বলে জানিয়েছে ট্রাফিক পুলিশ।

নতুন সভাপতি

রায়গঞ্জ, ১৪ জুন : সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির উত্তর দিনাজপুর জেলার নতুন সভাপতি হলেন অমিত শর্মা। তিনি বর্তমানে রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ে কর্মরত রয়েছেন। ইতিপূর্বে তপন নাগ এই দায়িত্বে ছিলেন। তবে তপনকে সংগঠনের রাজ্য কমিটিতে জায়গা দেওয়া হয়েছে। এদিন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি দেবব্রত সরকার বলেন, 'দলের সমস্ত জেলা সভাপতির সুপারিশক্রমেই শিক্ষাবন্ধু সমিতির নতুন জেলা সভাপতিকে মনোনীত করা হয়েছে।' অন্যদিকে, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সভাপতির নাম কিছুদিনের মধ্যেই ঘোষণা করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

ভাকরি গৌরীপুরে সরকারি খাসজমি দখল করে বাড়ি নির্মাণ।

খাসজমি দখল করে নির্মাণের অভিযোগ

মুরতুজ আলম

সামসী, ১৪ জুন : সরকারি খাসজমি দখল করে পাকা বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি চাঁচল-২ ব্লকের ভাকরি গ্রাম পঞ্চায়েতের গৌরীপুর গ্রামে। খাসজমিতে নির্মাণ বন্ধ করার দাবিতে গ্রামবাসী মহকুমা ভূমি সংস্কার আধিকারিক, চাঁচল-২ পঞ্চায়েত সমিতি ও চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। দ্রুত যাতে পুলিশ-প্রশাসন পদক্ষেপ করে সেই আবেদনও জানানো হয়েছে।

গৌরীপুর গ্রামের বাসিন্দা মজিবুর রহমান অভিযোগে জানিয়েছেন, এলাম মৌজায়, ২৯ দাগে, খতিয়ান-১'এ একটি সরকারি খাসজমি রয়েছে। ওই জমির ওপর গ্রামবাসীর চলাচলের একটি রাস্তাও রয়েছে। কিন্তু ওই সরকারি ফাঁকা জায়গা ও রাস্তাটি দখল করে পাকাবাড়ির নির্মাণকাজ করছেন ওই গ্রামের বাসিন্দা দুঃখা শেখ। এর ফলে গ্রামবাসীর একাংশের চলাফেরা প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে। যদিও অভিযুক্ত দুঃখা শেখের ছেলে লিটন আলির সাফ বক্তব্য, 'নিজের জায়গায় কাজ করেছি। বাসিন্দাদের অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

চাঁচল-২ ব্লক ভূমি সংস্কার আধিকারিক মহম্মদ আবু করিম মুনিরুজ্জামান বলেন, 'এই মর্মে একটা লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। বিষয়টি পুলিশকে দেখতে বলেছি। আমিও সরেজমিনে খতিয়ে দেখব।'

গ্রামের আরেক বাসিন্দা আতাউর রহমান বলেন, 'গৌরীপুর গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর পাশের রাস্তাটি ঘিরে ফেলে দুঃখা শেখ নির্মাণ করছেন। অবিলম্বে কাজ বন্ধ করার জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানকে বলেছিলাম। প্রধানকে বলার পরেও কাজ বন্ধ হয়নি।

“ চাঁচল-২ ব্লকে এই মর্মে একটা লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। বিষয়টি পুলিশকে দেখতে বলেছি। আমিও সরেজমিনে খতিয়ে দেখব

মহম্মদ আবু করিম নিরুজ্জামান
চাঁচল-২ ব্লক ভূমি সংস্কার আধিকারিক

তাই আমরা মহকুমা ভূমি সংস্কার আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতি ও থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি।' দুঃখা শেখ গায়ের জোরে নির্মাণ চালিয়ে যাচ্ছেন বলে বাসিন্দারা অভিযোগ করছেন। প্রশাসনিক উদ্যোগে ওই সরকারি খাসজমি ও রাস্তাটি দখলমুক্ত করা প্রয়োজন বলে গ্রামবাসী দাবি তুলেছেন।

সবই সবুজ।। বসন্তবৌরির ছবিটি তুলেছেন শিবমন্দির, শিলিগুড়ির মিহির মণ্ডল।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

গ্রেপ্তার ২

বালুরঘাট, ১৪ জুন : শখের বাগান নষ্টের প্রতিবাদ করায় এক মহিলাকে অর্ধনগ্ন করে মারধরের মামলার তদন্তে নেমে দুজনকে গ্রেপ্তার করল বালুরঘাট থানার পুলিশ। গত ৭ জুন বালুরঘাটের নুনইল গ্রামের এক মহিলাকে মারধরের অভিযোগ ওঠে প্রতিবেশী এক পরিবারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বাগান নষ্ট করার প্রতিবাদ করায়, প্রতিবেশীদের মারধরের জেরে গুরুতর আহত হওয়ায় ওই মহিলাকে বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

মৃত্যু

মালদা, ১৪ জুন : বাড়ির সিলিং ফ্যান হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। প্রবল গরম থেকে স্বস্তি পেতে নিজেই ফ্যান ঠিক করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু অসাবধানতায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক তরুণের মৃত্যু হল। রবি বাস্কে (২০) নামে ওই তরুণ গাজোলের হোমাদিঘি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। ইংরেজবাজার থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

চুরি

মোথাবাড়ি, ১৪ জুন : উত্তর ঢেলফোড়া কাঁঠালবাড়ি গ্রামে এক বাড়িতে রাত ৩টার সময় চুরির ঘটনা ঘটে। পরিবারের তরফে রাজ চৌধুরী বলেন, 'দুই ভরি গয়না একটি স্মার্টফোন এবং ২৫ হাজার টাকা চুরি গিয়েছে।'

আজ টিভিতে

মিঠুন চক্রবর্তীর জন্মদিনে বিশেষ পর্ব **ডান্স বাংলা ডান্স**
রাত ৯.৩০ **জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ বিধাতার খেলা, দুপুর ১.০০ বিন্দাস, বিকেল ৪.০০ খোকাবাবু, সন্ধে ৭.০০ আই লভ ইউ, রাত ১০.০০ ওয়ান্টেড, ১.০০ জামাই নম্বর ওয়ান

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ লভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৩.৫৫ কিশমিশ, সন্ধে ৬.৪৫ হামি, রাত ৯.৩০ হামি-টু

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ অভিমন্যু, দুপুর ২.০০ বাবা কেন চাকর, বিকেল ৪.৩০ বেদের মেয়ে জোসনা, রাত ৯.৩০ অভিমান, ১২.৩০ সাঁঝবাতি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চৌধুরী পরিবার, সন্ধে ৭.৩০ নিষ্পাপ আসামী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতিবাদ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সজনী গো সজনী

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.০০ দম লগাকে হইসা, ২.০০ বরফি, বিকেল ৪.৩০ বধাই হো, সন্ধে ৬.৪৫ কাবিল, রাত ৯.০০ ব্যাং ব্যাং, ১১.৩০ খিচড়ি-দ্য মুভি

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.০৭ তারে জমিন পর, রাত ৮.০০ দঙ্গল, ১১.২১ হিরো নম্বর ওয়ান

কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : ১২.৪৮ লাইগর-শালা ক্রসব্রিড, বিকেল ৩.১৩ ভেড়িয়া, ৫.৪৪ পিচাইকরণ, রাত ৮.০০ সেলফি, ১০.২৫ গোলিয়োঁ কি রাসলীলা-রাম লীলা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.৪৪ রাজি, বিকেল ৪.০৫ গল্লি বয়, সন্ধে ৬.৪৭ মিশন মজনু, রাত ৯.০০ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, ১১.৩৫ গুডবাই

গোলিয়োঁ কি রাসলীলা-রাম লীলা
রাত ১০.২৫
কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি

দম লগাকে হইসা দুপুর ১২.০০
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

কুমড়ো ফুলে কষা এবং **জল দিয়ে মাটন** তৈরি শেখাবেন মৈনাক বিশ্বাস, বুদ্ধদেব কুণ্ডু। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

তাঁতের ছন্দময় খটখট হারিয়েছে গঙ্গারামপুরে

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ১৪ জুন : গঙ্গারামপুরের তাঁতশিল্পের ইতিহাস বেশ পুরোনো। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আসা তাঁতিরা এখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। মহারাজপুর, ঠ্যাঙ্গাপাড়া, বোড়ডাঙ্গি, জালালপুর, সুকদেবপুর এবং গঙ্গারামপুর শহরে তাঁতের কাজ বিস্তার লাভ করে। একসময় এখানকার প্রতিটি পাড়াতেই তাঁতের কারখানা ছিল। এক-একটি কারখানাতে খুব কম করে হলেও ৫০ থেকে ১০০-রও বেশি শ্রমিক প্রতিদিন কাজ করতেন। একজন দক্ষ শ্রমিক সারাদিনে তিনটি পর্যন্ত শাড়ি তৈরি করতে পারতেন। আশি ও নব্বইয়ের দশকে গঙ্গারামপুরের তাঁতিপাড়াগুলি ছিল সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ পাড়া। সেই সময়কে গঙ্গারামপুরের তাঁতশিল্পের স্বর্ণযুগ বলে মনে করা হয়। সেইসময় প্রায় ২৬০টির বেশি সমিতি গঙ্গারামপুর ব্লকে গড়ে ওঠে। যার মধ্যে দু'হাজারের বেশি সদস্য যুক্ত হয়ে তাঁতশিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

সুরাটের শাড়ির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাংলার তাঁত পিছিয়ে পড়ে। যার আঁচ এসে পড়ে গঙ্গারামপুরের তাঁতশিল্পের ওপরেও। দুর্দিন নেমে আসতে থাকে তাঁতিদের সামনে, অনেকেই বাধ্য হয়ে পেশা পরিবর্তন করে নেন। গঙ্গারামপুর শহরের বোড়ডাঙ্গি এলাকার তাঁতশিল্পী আনন্দ সরকারের আগে ছয়টি হস্তচালিত তাঁত ছিল। সেখান থেকে সপ্তাহে ১৪০টি শাড়ি তৈরি হত। কিন্তু বর্তমানে সেই সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১-এ। এখন সপ্তাহে মাত্র ছয়-সাতটি শাড়ি তৈরি হয়। তাঁর কথায়, 'এই কাজের জন্য কোনও সরকারি সাহায্য পাই না। তাই বাধ্য হয়ে এখন অন্য কাজের কথা ভাবতে হচ্ছে।'

গঙ্গারামপুরের হস্তচালিত তাঁতশিল্পের এভাবে মুখ থুবড়ে পড়ার পেছনে মূলত দুটি কারণ রয়েছে বলে মনে করেন তাঁত গবেষক তথা বিশিষ্ট অধ্যাপক রাজীব সাহা। তাঁর মতে, 'প্রথমত বাংলাদেশ থেকে আসা সুতোর দাম বৃদ্ধি পাওয়া। আর দ্বিতীয়ত আধুনিকীকরণের অভাব। সরকার যদি তাঁত শিল্পের আধুনিকীকরণ করতে পারে তাহলে ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।' সেইসঙ্গে শুধু তাঁতের শাড়িতেই সীমাবদ্ধ না থেকে থান কাপড় তৈরিতেও জোর দিতে হবে। তাঁতশিল্পীদের তাঁতেরই অন্য কোনও বিকল্প পোশাক তৈরির যদি প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় তাহলে বাজারে চাহিদা বাড়বে বলে তিনি মনে করেন।

বোড়ডাঙ্গি এলাকায় হাতে বোনা তাঁতের শাড়ি তৈরি করছেন শিল্পী।

হস্তচালিত তাঁতের শাড়ির গুণগত মান নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে ক্রেতাদের মধ্যে। কারণ কয়েকবার কাঁচার পরই শাড়ির মান খারাপ হয়ে যায়। অনলাইন শাড়ির আধুনিক ডিজাইনের কাছে এই শাড়ি পুরোনো মনে হয়। শিক্ষিকা মধুশ্রী সরকারের কথায়, 'অনলাইনে ডিজাইন করা আকর্ষণীয় শাড়ির কাছে গঙ্গারামপুরের হস্তচালিত তাঁতের শাড়ি নিতান্তই ওল্ড ফ্যাশনের। তাই এই শাড়ির দিকে আধুনিক মেয়েরা কম ঝুঁকছে।'

গঙ্গারামপুরের হস্তচালিত তাঁতশিল্পকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তাজামুল হোসেন বলেন, 'শুধু গঙ্গারামপুর কেন, প্রত্যেকটা তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য আমাদের সরকার সব সময় লেগে রয়েছে। কীভাবে ওরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেই চেষ্টা সব সময় আছে।'

তবে গঙ্গারামপুরের তাঁত শিল্পকে বাঁচাতে রাজ্যের মন্ত্রীর কথাতেও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা দেখতে পাচ্ছেন না তাঁত গবেষক থেকে সচেতন নাগরিকরা। তাই বলে এই শিল্প বাঁচানোর কি কোনও পন্থাই নেই? এই উত্তরই সমানে খুঁজে চলেছেন গবেষক থেকে ব্যবসায়ীরা। **(চলবে)**

মহেশতলায় দুই পুলিশকর্তা বদলি

কলকাতা, ১৪ জুন : মহেশতলায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের আবহে রবীন্দ্রনগর থানার আইসি ও মহেশতলার এসডিপিওকে সরানো হল। রবীন্দ্রনগর থানার ইনস্পেকটর ইনচার্জ মুকুল মিয়াঁকে পাঠানো হল দার্জিলিংয়ে। তাঁর পরিবর্তে এলেন মালদার রতুয়ার সার্কেল ইনস্পেকটর সুজন কুমার রায়। মহেশতলার এসডিপিও কামরুজ্জামান মোল্লাকে সরানো হয়েছে স্টেট আর্মড পুলিশের তৃতীয় ব্যাটালিয়নের সহকারী কমান্ডান্ট পদে। রাজারহাট থানার আইসি সৈয়দ রেজায়ুল কবীরকে নিয়ে আসা হয়েছে মহেশতলার এসডিপিও হিসেবে। রাজ্য স্পেশাল টাস্কফোর্সের ইন্সপেক্টর জোনাকি বাগচিকে আনা হয়েছে রাজারহাট থানার আইসি হিসেবে। মালদা এমপিবির ইন্সপেক্টর গৌতম চৌধুরীকে মালদার রতুয়ার সার্কেল ইনস্পেকটর পদে আনা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের মতোই মহেশতলাতেও গোষ্ঠী সংঘর্ষের নেপথ্যে পুলিশি বা গোয়েন্দা ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে বিতর্ক এড়াতে রদবদল করল প্রশাসন। মহেশতলার ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত দোকান

অশান্তির জেরে পদক্ষেপ

ও বাড়ি মালিকদের সমস্ত রকমের সাহায্যেরও নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহেশতলায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ নবান্ন। মহেশতলার ঘটনা প্রথমেই সামাল দিতে না পারায় পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ খোদ মুখ্যমন্ত্রী। কয়েক মাসের ব্যবধানে বিধানসভা নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হবে রাজ্যের শাসক দলকে। তার আগে কোনও ধরনের সাম্প্রদায়িক অশান্তির ঘটনা যে বরদাস্ত করা হবে না তা ফের জেলা পুলিশ সুপারদের জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যসচিব। প্রয়োজনে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ অফিসারদের বিরুদ্ধে যে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে সেই সতর্কতাও দিয়েছেন মুখ্যসচিব। এই প্রেক্ষিতে রাজ্য পুলিশে ছোটখাটো রদবদল করা হয়েছে। মহেশতলার ৭ নম্বর ওয়ার্ড ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে। গোষ্ঠী সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে যাতে দাঁড়ানো হয় তা নিয়ে দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন সাংসদ অভিষেক। এদিন থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও দোকানগুলির তালিকাও তৈরি করা হয়েছে। কোনওরকম অশান্তি যাতে না তৈরি হয় তাও নজর রাখতে বলা হয়েছে।

অনশনে দুর্বল হচ্ছেন শিক্ষকরা

কলকাতা, ১৪ জুন : সেন্ট্রাল পার্কের অবস্থান মঞ্চে ৪৮ ঘণ্টা অতিক্রম করে কারও শরীরে কমেছে শর্করার পরিমাণ, কারও আবার তীব্র গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ছে শরীর। একুশে জুলাইয়ের আগেই মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছেন তাঁরা। আন্দোলনের অন্যতম আহ্বায়ক চিন্ময় মণ্ডলের বক্তব্য, 'একুশে জুলাইয়ের আগে মুখ্যমন্ত্রী যদি সাক্ষাৎ না করেন, তাহলে ওইদিনের মঞ্চে আমাদের প্রতিনিধি পাঠাব কিনা সেই নিয়ে আলোচনা করব।'

শিলিগুড়ির লালবাহাদুর শাস্ত্রী হিন্দি হাইস্কুলের শিক্ষক বিকাশ রায় বলেন, 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের তরফে চিকিৎসকরা এসে দুই দফায় আমাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন। গরমে দুর্বল হয়ে পড়ছি খুব।' শিলিগুড়ির অপর অনশনরত শিক্ষক বলরাম বিশ্বাসের বক্তব্য, 'শরীর গরমে খারাপ হচ্ছে। মাথাও ঘুরছে।'

দক্ষিণ দিনাজপুরের শিক্ষক সুকুমার সোরেন ও শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের শিক্ষক মানিক মজুমদারের গলাতেও এক সুর। তাঁরা বলেন, 'প্রেসার কিছুটা বেড়েছে। এরকম মানসিক পরিস্থিতিতে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। আইনের ওপর এখনও ভরসা আছে। স্কুল থেকে নির্ধারিত ছুটি নিয়েই আমরা অনশনে বসেছি। মুখ্যমন্ত্রী না দেখা করলে প্রত্যাহার করব না। আমরা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে আবার অন্য দল অনশনে বসবে।'

বৈঠক থেকে হাসিমুখে বেরোচ্ছেন কাজল শেখ, পাশে থমথমে কেষ্ট। শনিবার ভবানীপুরে। ছবি-রাজীব মণ্ডল।

কাজলকে বসিয়ে কেষ্টকে সতর্কবার্তা

বীরভূম নিয়ে পদক্ষেপ তৃণমূল নেতৃত্বের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ জুন : পুলিশকে বোমা মারা, কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারকে কদর্য ভাষায় গালিগালাজ করে বারবার বিতর্কে জড়িয়েছেন বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্ট। কিন্তু দল যে তাঁর এই জাতীয় কোনও মন্তব্য আর বরদাস্ত করবে না, তা শনিবার বুঝিয়ে দিলেন দলের রাজ্য নেতৃত্ব। প্রয়োজনে পুলিশ যে তাঁকে গ্রেপ্তারও করতে পারে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বার্তাও এদিন তাঁকে শুনিয়ে দিলেন বীরভূমের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা তথা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। জেলা রাজনীতিতে তাঁর তীব্র বিরোধী বলে পরিচিত বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ যে আগামীদিনে জেলা রাজনীতির ভরকেন্দ্র হতে চলেছেন, তা তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীও।

একুশে জুলাই সমাবেশ উপলক্ষ্যে এদিন ভবানীপুরে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর অফিসে সমস্ত জেলা সভাপতি ও চেয়ারম্যানকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। ডাকা হয়েছিল বীরভূম জেলা কোর কমিটিকেও। বৈঠক শুরুর আগেই বক্সীর অফিসে আলাদা করে ডেকে নেওয়া হয় অনুব্রত, কাজল শেখ, বীরভূম জেলার তৃণমূলের চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও কোর কমিটির সদস্য তথা লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ ওরফে রানাকে। ছিলেন বীরভূমের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ফিরহাদ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। কেষ্টকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, কোনওভাবেই তাঁর বক্তব্যকে দল সমর্থন করে না। মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত বিরক্ত তাঁর আচরণে। আগামীদিনে এই ধরনের মন্তব্য করলে তাঁর বিরুদ্ধে যে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে, তাও তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়। কেষ্টকে যখন এই সতর্কবার্তা দেওয়া হচ্ছিল, তখন কাজল শেখের মুখে ছিল তৃপ্তির হাসি।

বৈঠক থেকে বেরিয়ে কেষ্ট যাতে ফের বেফাঁস কোনও মন্তব্য না করেন, সেদিকে নজর ছিল ফিরহাদের। তাই বক্সীর অফিস থেকে বেরোনোর সময় কেষ্টর সামনে ছিলেন ফিরহাদ ও ডান পাশে ছিলেন কাজল। কেষ্টকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি মুখ ঘুরিয়ে চলে যান। কাজল বলেন, 'যা বলার দলের রাজ্য সভাপতি বলবেন। আমাদের লক্ষ্য ঐক্যবদ্ধভাবে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জেলার ১১টি আসনই দখল করা। তা আমরা করে দেখাব।' বোলপুর থানার আইসিকে নিয়ে মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দল কি কেষ্টর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করছে, ফিরহাদকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'অনুব্রত যা বলেছেন, তা সমর্থনযোগ্য নয়। আমরা কোনওদিনই তা সমর্থন করব না। ক্ষমার অযোগ্য। তাঁকে শেষবারের মতো সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।' এরপরই ফিরহাদের পালটা প্রশ্ন, 'অনিল বসু, বিনয় কোঙার, কৈলাস বিজয়বর্গীয় যখন এই জাতীয় মন্তব্য করেন, তখন তাঁদের জিজ্ঞাসা করার সাহস পান?'

'লিঙ্গ, বৈবাহিক কারণে সমান সুযোগ সরকারি কাজে'

কলকাতা, ১৪ জুন : বিবাহিত হলে কি আইনের অধিকার থেকে ছেঁটে ফেলা যায়? প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে একটি মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা মন্তব্য করেন, 'বাবা-মায়ের সম্পত্তিতে ছেলে ও মেয়ের সমান অধিকার থাকে। তেমনই সরকারি সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রেও লিঙ্গ বা বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে বিভাজন করা যায় না।' জানা গিয়েছে, ওই বিদ্যুৎ প্রকল্পে জমিদাতাদের জন্য পুনর্বাসন ও চাকরির পরিকল্পনা নেওয়া

মত হাইকোর্টের

হয়েছিল। রাজ্য প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, জমিদাতাদের পরিবারে বেকার সন্তান থাকলে এক্সেম্পটেড কোটায় চাকরির জন্য নাম নথিভুক্ত করা যাবে। সেই অনুযায়ী এক জমিদাতার বিবাহিতা কন্যা চাকরির আবেদন করেন। কিন্তু তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়, পুরুষ ও অবিবাহিত মহিলাদের জন্য নিয়ম প্রযোজ্য। এই নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মহিলা। একক ও ডিভিশন বেঞ্চে

"রাজ্য সরকার কি নারী-পুরুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে পারে? বিবাহিত মেয়েদের কেন বঞ্চিত করা হবে অধিকার থেকে?

অমৃতা সিনহা
বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্ট

তাঁর আবেদনেই মান্যতা দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও নির্দেশ কার্যকর না করায় আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়েছিল। এই মামলাতেই বিচারপতি সিনহা বলেন, 'রাজ্য সরকার কি নারী-পুরুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে পারে? বিবাহিত মেয়েদের কেন বঞ্চিত করা হবে অধিকার থেকে?' ১০ জুলাই কর্মসংস্থান দপ্তরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে সশরীরে হাজিরা দিয়ে আদালতে ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

নিটে বাংলায় দ্বিতীয় রূপায়ণ

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ১৪ জুন : উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম হওয়ার পর এবার মেডিকেলে ভর্তির পরীক্ষাতেও তাক লাগানো ফল করলেন বর্ধমানের রূপায়ণ পাল। নিট পরীক্ষায় দেশে কুড়িতম স্থান অধিকারের পাশাপাশি রূপায়ণ রাজ্যে সম্ভাব্য দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হয়েছেন বলে খবর।

এবছরই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে প্রথম হন বর্ধমান সিএমএস হাইস্কুলের ছাত্র রূপায়ণ। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৪৯৭। তারপরেই

এবার সর্বভারতীয় নিট পরীক্ষায় এই সাফল্য। রূপায়ণ তাঁর এই সাফল্যের কৃতিত্ব দিচ্ছেন বাবা, মা ও শিক্ষকদের। তিনি বরাবর চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়েই পড়তে চান বলে জানিয়েছেন। তাঁর লক্ষ্য দিল্লি এইমসে ভর্তি হওয়া।

রূপায়ণের বাবা-মা, দু'জনেই ইংরেজির শিক্ষক। তাঁরাও ছেলের পড়াশোনাতে সাহায্য করেছেন। ছেলের এই সাফল্যে তাঁরা অত্যন্ত খুশি।

আজ কি ডিএ ঘোষণা, নজর নবান্নের দিকে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৪ জুন : সোমবারই বহু প্রতীক্ষিত সুপ্রিম কোর্টের সেই 'ডেডলাইন'। কর্মচারীদের ২৫ শতাংশ ডিএ দেওয়া নিয়ে রাজ্য সরকারের কী সিদ্ধান্ত, সোমবারের মধ্যে তা জানাতে হবে দেশের শীর্ষ আদালতকে। তা নিয়েই কৌতূহলের পারদ চড়ছে নবান্নে সরকার ও কর্মচারী মহলে। ১৬ মে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, রাজ্য সরকারকে কর্মচারীদের বকেয়া ২৫ শতাংশ ডিএ ৬ সপ্তাহের মধ্যে মিটিয়ে দিতে হবে। শুধু তাই নয়, এই সংক্রান্ত রিপোর্ট রাজ্য সরকারকে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে জমা করতে হবে চার সপ্তাহের মধ্যে। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ অনুযায়ী সরকারের রিপোর্ট দেওয়ার দিন সোমবার। সে কারণেই সোমবার দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে কর্মচারীদের ডিএ দেওয়ায় নিয়ে রাজ্য সরকার কী করবে ওই রিপোর্ট পেশের পর তা পরিষ্কার হবে বলে আশা করছে সব মহলই। যদিও শনিবার নবান্ন সূত্রের খবর, এখন সুপ্রিম কোর্টে গরমের ছুটি চলছে। ওই অবস্থায় রাজ্য সরকারের ডিএ দেওয়া সংক্রান্ত রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টে সোমবার কীভাবে জমা পড়বে, তা নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন উঠেছে। ডিএ প্রশ্নে শনিবারও মুখ খোলেননি মুখ্যমন্ত্রী

আদালতে জানাতে হবে রাজ্যকে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও কর্মচারীদের ডিএ দেওয়ার প্রশ্নে 'নির্বাক' থাকায় সরকারি ও কর্মী মহলে একটা রহস্য তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী, অর্থপ্রতিমন্ত্রী ও অর্থ দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিক স্তরের এই নীরবতা সাম্প্রতিককালে নবান্নের ইতিহাসে প্রায় নজিরবিহীন।

রাজ্য সরকারি কর্মচারী মহলও এই ব্যাপারে প্রায় দিশাহারা অবস্থায়। তবু সোমবারের দিকে তাকিয়ে তাঁরা আশায় বুক বাঁধছেন। কারণ, সরকারকে সুপ্রিম কোর্টের কাছে সোমবার কিছু একটা বলতেই হবে। ইতিবাচক কিছু হওয়া মানে ২৭ জুনের মধ্যে ২৫ শতাংশ ডিএ পাওয়া নিয়ে তাদের দীর্ঘদিনের দাবি মিটছেই বলে আশা করছে তারা। না হলে তাঁরা আবার পাওনা ডিএ'র দাবিতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন।

নবান্নে সরকারের শীর্ষ মহলের একাংশের খবর, আপাতত কর্মচারীদের ডিএ দেওয়া এড়াতে রাজ্য সরকার নাকি সুপ্রিম কোর্টের এই সংক্রান্ত রায়ের ওপর মডিফিকেশন পিটিশন করেছে। যদিও নবান্নে তার কোনও সরকারি সমর্থন মেলেনি। মুখ্যমন্ত্রী বা সরকারের দায়িত্বশীল কোনও মন্ত্রীও এ ব্যাপারে মুখ খোলেননি। যদিও এই পিটিশনের ভবিষ্যৎ নিয়েও সংশয় আছে বলে সরকারি মহলের আর এক অংশ নিশ্চিত। কারণ, পিটিশন রাজ্য সরকার করে থাকলে তার শুনানি সুপ্রিম কোর্টে জুলাইয়ের আগে সম্ভব নয়। কারণ, গরমের ছুটি চলছে সুপ্রিম কোর্টে। কোর্ট খুলবে জুলাই মাসে।

ডিএ-র ব্যাপারে রাজ্য সরকারের বহু প্রতীক্ষিত সিদ্ধান্ত কী হতে পারে তা সোমবারই জানার সম্ভাবনা প্রবল।

মামলা গৃহীত

কলকাতা, ১৪ জুন : স্টেট সেনটেন্স রিভিউ বোর্ডের নির্দেশের পরও মুক্তি দেওয়া হচ্ছে না কয়েদিদের। এই অভিযোগে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এক কয়েদি। এই সংক্রান্ত মামলায় বিচারবিভাগীয় দপ্তরের প্রধান সচিবের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা গ্রহণ করলেন বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য। হুগলির সংশোধনাগারে ২০ বছর ধরে বন্দি থাকা এক কয়েদি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সম্প্রতি স্টেট সেনটেন্স রিভিউ বোর্ড তাঁকে মুক্তির নির্দেশ দেয়। তা সত্ত্বেও বিচারবিভাগীয় দপ্তর সেই নির্দেশ কার্যকর করেনি। এই মামলাতেই বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা গ্রহণ করলেন। আবেদনকারীর আইনজীবী সম্পূর্ণা ঘোষ বলেন, 'এরকম বহু কয়েদি রয়েছেন যাঁদের রিভিউ রিপোর্ট ভাল। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী এসএসআরবি বিচারবিভাগীয় দপ্তরকে রেমিশন রিপোর্ট দিতে বলে। এক বছর পেরোলেও তা হয়নি।' ২৭ জুন মামলার পরবর্তী শুনানি।

একুশে জুলাইয়ের পোস্টারে শুধু মমতা

জেলা কমিটিগুলিকে স্পষ্ট বার্তা

কলকাতা, ১৪ জুন : দলের ভরকেন্দ্র যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই, তা ফের প্রমাণ করে দেওয়া হচ্ছে ২১ জুলাই শহিদ সমাবেশের পোস্টারে। শনিবার ভবানীপুরে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর অফিসে সমস্ত জেলার সভাপতি, চেয়ারম্যান, বীরভূম ও উত্তর কলকাতার কোর কমিটির সদস্য ও কয়েকজন বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্যকে শহিদ সমাবেশের প্রস্তুতির জন্য বৈঠকে ডাকা হয়। ওই বৈঠকের আগেই দলের পক্ষ থেকে ২১ জুলাই সমাবেশের পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে। পোস্টারে দেখা গিয়েছে, দলনেত্রীর ভাষণরত অবস্থার একটি ছবি। দলের প্রতীক চিহ্ন দিয়ে লেখা রয়েছে, 'অমর একুশে জুলাই', পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল যুব কংগ্রেস কর্তৃক প্রচারিত ওই পোস্টারে শুধুমাত্র প্রধান বক্তা হিসেবে নাম রয়েছে তৃণমূলনেত্রীর। পোস্টারের কোথাও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ও ছবি ব্যবহার করা হয়নি।

দলে অভিষেককে কি ক্রমশই কোণঠাসা করে দেওয়া হচ্ছে? শনিবার থেকেই এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে

আলোচনায় এই পোস্টার।

দলের প্রবীণ নেতা তথা লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন। সুদীপ বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করেই এই পোস্টার তৈরি করা হয়েছে। অভিষেক নিজেই তাঁর ছবি রাখতে চান না।' ফিরহাদ হাকিমও বলেন, 'অভিষেক বলেছেন, সেই মর্মান্তিক ঘটনার দিন আমি ছিলাম না। আন্দোলন হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। তাই শুধু ওঁর ছবিই থাকা উচিত।'

এবার একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন। নিয়োগ দুর্নীতি, ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল সহ একাধিক ইস্যুতে চরম বিব্রত রাজ্য সরকার। এই অবস্থায় আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দলকে লড়াই করতে হবে। দলীয় নেতারা মনে করছেন, 'শুধুমাত্র মমতার ওপর ভরসা করেই নির্বাচনের বৈতরণি পার করা সম্ভব। তাই শহিদ সমাবেশের পোস্টারে শুধু মমতার ছবিই রাখা হয়েছে।'

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই- প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/০৮/২০২৫-২৬ তারিখঃ ১২-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেঃ

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ৪০/২৫/০৪৭০এ/ওটি/৭৩/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২০-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০১৮০-২০১৬ (আরইভি.০) অনুরূপে এসজি এসি এবং এসি না থাকা কোচসমূহের জন্যে ১২ ভি, ৭ এএইচ ক্ষমতাসম্পন্ন সীলড মেইন্টেন্যান্স ফ্রি ব্যাটারি সহিত এলইডি আধারিত ইমার্জেন্সি অটোম্যাটিক লাইট ইউনিট টাইপ-১, স্পেসিফিকেশনঃ আইসিএফ স্পেসিফিকেশন নং. আইসিএফ ইলেক্ট/৯১৭ আরইভি-১। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫০০ টি। ২) পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাওঁ ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫০০ টি. পি.এল. সংখ্যা. ৪৫১৫০৫১৫।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ৩৭/২৫/০৭৭৮বি/ওটি/৭৪/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৪-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ হুইল সি এণ্ড ডব্লিউ এনজি (পার্ট ফিনিশড) ডিআরজি. নং. এনএফআর, ডিএইচআর/সি/০১০, এএলটি-৫ এমএটি স্পেসিফিকেশনঃ আইআরএস, আইআরএস-১৯/৯৩ পিটি-II (আরইভি-৪) সংশোধনী নং. আগষ্ট ২০১৫ এর ১। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান)। ১) পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাওঁ ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২০০ টি, (২) পরিমাণঃ তিনধরিয়া স্টোরস ডিপো, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ২০০ টি। পিএল. সংখ্যা. ৩৯০৬০০৫৬।

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫২০৩/ওটি/৭৫/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৩-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৪২১৮ পর্যন্ত ৬০ কেজি পিএসসি স্লীপারের উপরে ১২ টার্ণ আউটে ১ এর জন্যে ৬ মিলিমিটার ঘনত্বের নাইলন রিইনফোর্সড গ্রুভড রাবার সোল প্লেটস, রেলের নিচে স্থাপন করার জন্যে রেইল প্যাডের হেতু আইআরএস স্পেসিফিকেশন অনুরূপে, যদি আছে অন্তিম পরিবর্তন অনুসারে ক্রমিক সংখ্যা. টি-৫৫-২০২৩ অনুসারে (টেন্ডার খোলার সঠিক তারিখের পূর্বে ৫ দিন পর্যন্ত অন্তিম পরিবর্তনের শর্ত যেখানে প্রযোজ্য হবে সেটা অর্থ বহন করবে)। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএএম লিংকিং:] আইটেমঃ ৩১০০৫৮৪, রেইল প্যাডস, সাব আইটেমঃ জিআরএসপি) আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাওঁ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৬১৯ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৬০১১০৯০৯।

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেন্ডার সংখ্যা. ৩৭/২৫/০২৯১এ/ওটি/৭৬/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৩-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ "বাফার প্লাঞ্জারের হেতু ফেস প্লেট" আরডিএসও ড্রয়িং নং.ঃ এসকে-৯৪২৫৪, এএলটি-৩ মেটেরিয়্যাল স্পেসিফিকেশনঃ অন্তিম সংশোধনী এবং পরিবর্তন সহিত ড্রয়িং অনুসারে [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএএম লিংকিং:] আইটেমঃ ২৩০০০১১, সাইড বাফার এআরআরজিটি, ফেস প্লেট সহিত), আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৫৩১ টি। (২) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাওঁ ওয়ার্কশপ ডিপো. এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২৬১০ টি। পিএল. সংখ্যা. ৩৭১৩০১৫৮।

ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫২০২/ওটি/৭৭/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৭-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ অনুসারে যদি আছে অন্তিম পরিবর্তন সহিত ৫২ কেজি এবং ৬০ কেজি (ইউআইসি) রেলের জন্যে উপযুক্ত হওয়া ওয়াইডার পিএসসি স্লীপার সহিত ব্যবহারের জন্যে আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৮৭৪৭ অনুরূপে ওয়াইডার বেস পিএসসি স্লীপারের জন্যে ১০ মিলিমিটার ঘনত্বের কম্পোজিট গ্রুভড রাবার সোল প্লেটস। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ অনুসারে যদি আছে অন্তিম সংশোধনী এবং সংশোধনী নং. ২০১৮ এর ১ সহিত স্পেসিফিকেশনঃ আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/এমএণ্ডসি/আরপি-২০০/২০০৭ (প্রভিজনাল)। এটি একটি সুরক্ষা আইটেম [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএএম লিংকিং:] আইটেমঃ ৩১০০৫৮৪, রেইল প্যাডস, সাব আইটেমঃ সিজিআরএসপি) আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাওঁ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৬৮৩৬৮৩ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬০১১০৮৩১।

ক্রমিক সংখ্যা. ৬। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫২০৫/ওটি/৭৮/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৭-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ১) আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৪১৪৯ অনুসারে সুইচ এক্সপানসন জয়েন্টের জন্যে বিজির (১৬৭৩ এমএম) হেতু প্রিস্ট্রেসড মোনো ব্লক কংক্রিট স্পেশাল স্লীপারের প্রস্তুতকরণ এবং যোগান (প্রিটেনশন টাইপ) আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং. টি-৩৯ অনুসারে, ঠিকার প্রচলন ব্যাপি সময়ে সময়ে সংশোধিত হওয়া অনুসারে ট্র্যাক স্ট্যাণ্ডার্ড কমিটি দ্বারা প্রস্তুত যদি আছে অন্তিম পরিবর্তন সহিত (ষষ্ঠ সংশোধনী মার্চ% ইউ ২০১৯ ২০২১) এবং ওয়ার্ক স্টেশন/ওয়ার্ক সাইডিংয়ের জন্যে এবং পথ বাহন/রেলওয়ে ওয়াগনে যথোচিতভাবে লোড করে ৫২/৬০ কেজি ইউআইসি রেলের উপযোগী হওয়া ইহার উপরে পার্ট ড্রয়িং। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- এসএসই/সিএস/এইচকিউ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৩৩১৭ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬০০৬০৪৬৩। ২) আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৪১৪৯ অনুসারে সুইচ এক্সপানসন জয়েন্টের জন্যে বিজির (১৬৭৩ এমএম) হেতু প্রিস্ট্রেসড মোনো ব্লক কংক্রিট স্পেশাল স্লীপারের প্রস্তুতকরণ এবং যোগান (প্রিটেনশন টাইপ) আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং. টি-৩৯ অনুসারে, ঠিকার প্রচলন ব্যাপি সময়ে সময়ে সংশোধিত হওয়া অনুসারে ট্র্যাক স্ট্যাণ্ডার্ড কমিটি দ্বারা প্রস্তুত যদি আছে অন্তিম পরিবর্তন সহিত (ষষ্ঠ সংশোধনী মার্চ% ইউ ২০১৯ ২০২১) এবং ওয়ার্ক স্টেশন/ওয়ার্ক সাইডিংয়ের জন্যে এবং পথ বাহন/রেলওয়ে ওয়াগনে যথোচিতভাবে লোড করে ৫২/৬০ কেজি ইউআইসি রেলের উপযোগী হওয়া ইহার উপরে পার্ট ড্রয়িং। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সীওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/ডালখোলা, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ২৪ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬০১৯০১৩৮০০৪৫।

ক্রমিক সংখ্যা. ৭ টেন্ডার সংখ্যা. ৩০/২৫/১০০১/ওটি/৭৯/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩০-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ০৪ টি আইটেম থাকা আইসিএফ ডিজাইন (বিএমবিসি) কোচের জন্যে ব্রেক গিয়ারের বুশের কিট, ড্রয়িং-আরডিএসও ডিআরজি. নং.-স্কেচ-৮১০৩৯, এএলটি-১৫ অথবা অন্তিম, আইটেম- ২-১২০ টি/কিট, আইটেম-৩-৫২টি/কিট, আইটেম-৭-৩২ টি/কিট, আইটেম-১১-০৮টি/কিট মোট = ২১২ টি/কিট এমএটি স্পেসিফিকেশন- সেলফ ল্যুব্রিকেটিং পলিয়েস্টার রেজিন আধারিত কম্পোজিত ব্রেক গিয়ার বুশেজ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. সি-কে৬০৫ (জুলাই ১৯ এর সংশোধনী ০২) পর্যন্ত মেইন লাইন কোচে (বিজি) ব্যবহৃত হবে অথবা ইনজেকশন মোল্ডেড হাই পারফরমেন্স পলিয়ামাইড% ইউ০১ সিএইচপিপিএ% ইউ ২০১৬ি পর্যন্ত (সেলফ ল্যুব্রিকেটেড সুপিরিয়র নাইলন গ্রেড), আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/২০০৯/সিজি-১৭ পর্যন্ত বিজি মেইন লাইন কোচের জন্যে ব্রেক গিয়ার বুশেজ (এপ্রিল ২০২৩ এর সংশোধনী ৩) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএএম লিংকিং:] আইটেমঃ ২৩০০১৯৯, ইনজেকশন মোল্ডেড হাই পারফরমেন্স পলিয়ামাইড (এইচপিপিএ) (সেলফ ল্যুব্রিকেটেড সুপিরিয়র নাইলন গ্রেড) বিজি মেইন লাইন কোচের জন্যে ব্রেক গিয়ার বুশেজ। আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫০০ সেট। (২) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাওঁ ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৬৯১ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৩০৩২৭১০৬।

ক্রমিক সংখ্যা. ৮। টেন্ডার সংখ্যা. ৩০/২৫/১৩১২/ওটি/৮০/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩০-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এলএইচবি কোচসমূহের জন্যে বেইল জয়েন্ট ট্র্যাকশন লিভার, ড্রয়িং নং.ঃ সিও৩৯৭৩আরইএফ বিআরইডি ৮৪০৩, আরইভি ০২ (এফএফ১৫২১৭২৮) অথবা অন্তিম এমএটি স্পেসিফিকেশন নং. টি-এস১৭.৫৩২.১০০.০০, টিএস ১৭.৬১৭.১০০.০২ এমডিটিএস১৪৮ আরইভি০১ অথবা অন্তিম এবং এমডিটিএস ১২২ আরইভি ০৩ অথবা অন্তিম [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএএম লিংকিং:] আইটেমঃ ৩১০০৫৯৬, ফ্ল্যাট বোগির জন্যে রাবার-মেটাল বণ্ডেড আইটেমের সেট, আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৮০২৪ টি। ২) পরিমাণ- পাণ্ডু ডিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১২৬ টি। (২) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাওঁ ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৭১৮৬ টি। ৪) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি, ডিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১২ টি। ৫) পরিমাণ- কাটিহার ডিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ৩২ টি। পিএল. সংখ্যা. ৩০০৩০০১০।

ক্রমিক সংখ্যা. ৯। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫২০৬/ওটি/৮১/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০২-০৭-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ডিআরডিএসএসপিইসি স্লীপার টি-৮৬৩৮ [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- এসএসই/সিএস/এইচকিউ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫৮৬৪ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬০০৩০০২১৩৩।

নোটঃ টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্রপত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) পরিদর্শন করুন। ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারেন। প্রত্যাশিত ভাবকর্তাদের যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চান, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে রেজিস্টার না হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং এরপর ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা ওয়েবসাইটিতে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে উনারা সরকারের আইটি আইন ২০০০ এর অধীন অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্য এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনারকে পরামর্শ দেওয়া হল।

পিসিএমএম, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবা"

মুছে যেতে পারে মাইকেলের বাড়ি

রিমি শীল

কলকাতা, ১৪ জুন : খিদিরপুর ব্রিজ থেকে নেমে ফ্যান্সি মার্কেট বাসস্টপ। তার সামনেই রাস্তার ওপর জরাজীর্ণ একটি বাড়ি। এক সময় এখানেই জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবক্তা কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এখান থেকেই এক সময় তাঁর লেখা প্রকাশিত হত। একসময় এখানে ছাপাখানাও ছিল। তবে কাগজপত্র ও তথ্যপ্রমাণের গেরোয় কলকাতা পুরসভার ঐতিহ্যের তালিকা থেকে মুছে যেতে পারে কবির খিদিরপুরের ৮০বি কার্ল-মার্কস সরণির পৈতৃক বাড়িটি। এমনকি বর্তমান মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী ভাঙাও পড়তে পারে। সম্প্রতি এই নিয়ে মামলা মোকদ্দমাও চলছে আদালতে। তবে প্রামাণ্য নথি গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না আদালতের কাছে। পুরোনো দিনের তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করে বাড়িটি যাতে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়, তার চেষ্টা চালাচ্ছে পুরসভা।

কলকাতা পুরসভার হেরিটেজ তালিকায় এই ভবনটি গ্রেড ১বি হিসেবে নথিভুক্ত। ১৯০ বছরেরও বেশি পুরোনো এই বাড়িটি। বহুবার মালিকানায় পরিবর্তন হয়েছে। তাই প্রামাণ্য নথি দেখানো যায়নি আদালতে। জানা গিয়েছে, কবির বাবা রাজনারায়ণ দত্ত এই বাড়িটি কিনেছিলেন। তখন কবির বয়স মাত্র ৭ বছর। তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুর পর কলকাতায় চলে এসেছিলেন তাঁরা। এই বাড়ি থেকে তিনি হিন্দু কলেজে

মাইকেল মধুসূদন দত্তর সেই বাড়ি।

পড়াশোনা করতেন। এখান থেকেই তাঁর বন্ধুকে বেশ কয়েকটি চিঠিও লিখেছিলেন। পরবর্তীতে অবশ্য পারিবারিক কিছু কারণে খিদিরপুরের বাড়ি ছেড়েছিলেন কবি। এই বাড়িটির উত্তরাধিকার নিয়ে অনেক মামলার ঝক্কিও পোয়াতে হয়েছে। কবির জীবনীকার গোলাম মুর্শিদ বা যোগিন্দ্রনাথ বসুর লেখাতেও এই সংক্রান্ত তথ্য উঠে এসেছে। তবে তাঁর এই বাড়ির দলিল বা নথিপত্র কার কাছে থাকার কথা তা স্পষ্ট নয়। পুরসভা সূত্রের খবর, তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাককে লেখা বহু চিঠির ঠিকানা ছিল খিদিরপুরের এই বাড়িটি। এমনকি মামলা, মোকদ্দমা জেতার তথ্যও পুরসভার হাতিয়ার হতে পারে। কিন্তু তা জোগাড় করার চেষ্টা করছে তারা। বর্তমান মালিক বাড়িটি ভাঙতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু পুরসভার হেরিটেজ বিভাগ এই নিয়ে আপত্তি জানায়। মামলা এখনও আদালতে বিচারাধীন। পুরসভা নথি দেখাতে পারলে তবেই জরাজীর্ণ এই বাড়িটি ঐতিহ্যশালী ভবনের তালিকা থেকে বাদ পড়বে না। পুরসভার মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, 'আমরা চেষ্টা করছি নথি জোগাড় করার। এরপর আদালত সিদ্ধান্ত নেবে।' পুরসভার নাম প্রকাশের অনিচ্ছুক হেরিটেজ কমিশনের এক আধিকারিক বলেন, 'আদালত আমাদের সময় দিয়েছে নথি জোগাড় করার। বাড়ির মালিক মামলা করেছিলেন। আমরা ওই সময় কবির সম্পর্কে যাঁরা যা কিছু লিখেছিলেন তা আদালতে দিয়েছি। তবে আদালত হার্ড এভিডেন্স চাইছে। আমরা অনেকটা এগিয়েছি তা জোগাড় করতে।'

স্মৃতি মুছতে তৎপরতা

মুম্বই, ১৪ জুন : আহমেদাবাদে ভয়াবহ দুর্ঘটনার স্মৃতি মুছতে তৎপর এয়ার ইন্ডিয়া। সেই কারণে আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনের গ্যাটউইক যাওয়ার উড়ানের ‘অভিশপ্ত’ নম্বরটিই বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে টাটাদের মালিকানাধীন বিমান সংস্থা। এয়ার ইন্ডিয়ার একটি সূত্র জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পর এবার থেকে ওই উড়ানের নম্বর আর এআই১৭১ থাকবে না। তার বদলে নতুন নম্বর হবে এআই ১৫৯। লন্ডন থেকে ফিরতি উড়ানের নম্বর হবে এআই ১৬০। মঙ্গলবার থেকে নতুন নম্বর কার্যকর হতে চলেছে। ২০১৪ সাল থেকে অভিশপ্ত ড্রিমলাইনারটি এয়ার ইন্ডিয়া ব্যবহার করছিল। এয়ার ইন্ডিয়া সূত্রের খবর, ভবিষ্যতে আর কোনও বিমানেই ‘১৭১’ সংখ্যাটি ব্যবহার করবে না সংস্থা। দুর্ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাত ও যাত্রীদের ভাবাবেগের প্রতি সম্মান জানিয়ে এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস-এর ক্ষেত্রেও ‘১৭১’ নম্বর বাতিল করা হচ্ছে। আইএক্স ১৭১ নম্বরের বিমানও নতুন নম্বর পাবে বলে দাবি।

উড়ানের নম্বর মোছার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল সংস্থার আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবারের দুর্ঘটনার ভয়াবহ স্মৃতি ভুলতে এই সিদ্ধান্ত। আন্তর্জাতিক উড়ান রীতি অনুযায়ী, যে কোনও বিমানের নির্দিষ্ট নম্বর বড়সড় দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে, সেটিকে আর পুনরায় ব্যবহার না করাই দস্তুর। সেই রীতিই এবার মেনে চলল এয়ার ইন্ডিয়া। ২০১৪ সালে কুয়ালালামপুর-বেজিং রুটে মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ার পর উড়ানটির নম্বর বদলে এমএইচ ৩৭০ থেকে এমএইচ ২১৮ করা হয়েছিল।

ফিরল ৪৭ বছর আগের স্মৃতি

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন : আহমেদাবাদে বৃহস্পতিবারের ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পর এখন শুধুই মৃত্যুমিছিল এবং কাছের মানুষদের হারানোর হাহাকার। দুর্ঘটনাস্থল জুড়ে শুধু পোড়া কটু গন্ধ আর কালো ছাই। জোরকদমে চলছে মৃতদেহ এবং দেহাংশ উদ্ধারের কাজ। অভিশপ্ত এআই ১৭১ ড্রিমলাইনার দুর্ঘটনা মনে করিয়ে দিয়েছে ৪৭ বছর আগের একটি বিমান দুর্ঘটনাকে। সেই বার অভিশপ্ত বিমানটি ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ৮৫৫ ‘এম্পেরর অশোকা’। সেটিই ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার প্রথম বোয়িং ৭৪৭ বিমান। মুম্বই (তখন বম্বে) থেকে দুবাই যাচ্ছিল বিমানটি। সান্তাক্রুজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (বর্তমানে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর) থেকে রাত ৮টা ১২ নাগাদ দুবাইয়ের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল এয়ার ইন্ডিয়ার ওই উড়ানটি। বিমানে যাত্রী ছিলেন ১৯০ জন। পাইলট, কো-পাইলট সহ ক্রু সদস্য ছিলেন মোট ২৩ জন। ড্রিমলাইনারের মতো এম্পেরর অশোকাও আকাশে ওড়ার মাত্র ৩ মিনিটের মধ্যে আরব সাগরে ভেঙে পড়ে। জানা যায়, রানওয়ে ২৭ থেকে ওড়ার এক মিনিট পরই বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে। রাতের অন্ধকারে ঠিক মতো দেখাও যাচ্ছিল না। পাইলট এবং কো-পাইলট চেষ্টা সত্ত্বেও শেষরক্ষা করতে পারেননি। আরব সাগরে ভেঙে পড়ে ২১৩ জন যাত্রী সহ এআই ৮৫৫। সকলেই মারা গিয়েছিলেন। আহমেদাবাদের দুর্ঘটনা ফিরিয়ে আনল সেই রাতের ভয়াবহ স্মৃতি।

অভিশপ্ত বিমানের খণ্ডাংশ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চলেছেন উদ্ধারকারীরা। শনিবার আহমেদাবাদে।

কৃষকের ছেলেকে হারিয়ে শোকে পাথর গ্রাম

‘তুমি যাও, আমি আসছি’

আহমেদাবাদ, ১৪ জুন : বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে তখন ঘড়ির কাঁটা দু’টো ছুঁইছুঁই অবস্থায়।

আহমেদাবাদের বিজে মেডিকেল কলেজের হস্টেলের মেসে এক বন্ধুর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারছিলেন দ্বিতীয় বর্ষের এমবিবিএস পড়ুয়া আরিয়ান রাজপুত। খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে আরিয়ান তাঁর বন্ধুকে মোবাইল দিয়ে বলেছিলেন, ‘তুমি যাও, আমি হাত ধুয়ে আসছি।’

তারপর দু’মিনিটেই বদলে গেল পৃথিবী, দু’জনেরই।

বন্ধু বেরিয়ে যান। আরিয়ান তখন মেসের ভিতরেই। ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশ থেকে ধেয়ে আসা এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে হস্টেল ভবনের পেটের ভিতর। মুহূর্তে গোটা ভবনটি ধ্বংসস্তূপ।

ভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে সেই

আরিয়ান রাজপুত।

বন্ধুর ঘোর কাটতে সময় লাগে মিনিট দশেক। তখনও তাঁর হাতে ধরা আরিয়ানের মোবাইল ফোন। তিনি সেই ফোন থেকে ফোন করেন আরিয়ানের মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের বাড়িতে। উত্তেজিত গলায় বলেন, ‘দয়া করে তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আরিয়ান আহত, তাকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে।’

ততক্ষণে মধ্যপ্রদেশের জিকসৌলি গ্রামের কৃষক পরিবার থেকে বেরিয়ে পড়েছেন স্বজনেরা, একগাড়ি আতঙ্ক আর প্রার্থনা নিয়ে। তবে আহমেদাবাদ পৌঁছে যা জানলেন, তা কোনও বাবা-মা, কোনও ভাইয়ের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়—‘আরিয়ান নেই’।

জুনিয়ার ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ধবল ঘামেটি বলেন, ‘আরিয়ান তখন মেসে ছিল। বিমানটি সেখানেই আছড়ে পড়ে। গুরুতর আহত অবস্থায় সে মারা যায়। তার দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।’

আরিয়ানের দাদা ভীকম সিং ফোনটা পেয়েছিলেন প্রথমে। গলায় তখনও সেই মুহূর্তের ভার। বললেন, ‘খাবার খেতে গিয়েছিল ভাইটা। ঠিক তখনই দুর্ঘটনা ঘটল। আর তারপর কিছুই থাকল না।’ তিনি বলছিলেন, তাঁর ভাই বরাবর প্রতিভাবান ছিলেন। তিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে ডাক্তারিতে জায়গা করে নিয়েছিলেন। ৭২০-র মধ্যে ৭০০ পেয়েছিলেন ডাক্তারির (এমবিবিএস) প্রবেশিকা পরীক্ষায়। গাইড, টিউশন কিছুই ছিল না। বাবা রামহেত রাজপুত চেয়েছিলেন ছেলে ডাক্তার হবে। বাবার স্বপ্নপূরণ হয়েও হল না।

আরিয়ানের মা এখনও জানেন না, ছেলে আর নেই। গ্রামের সরপঞ্চ পঙ্কজ সিং কাঁড়ার বলেন, ‘ওর মা এখনও কিছু জানে না। আমরা সময় নিচ্ছি। কেউ ওদের বাড়ির দিকে যাচ্ছে না। আরিয়ান ছিল গ্রামের ছেলেমেয়েদের কাছে মডেল। সকলে ওর মতো হতে চাইত। আর কি চাইবে!’

যাওয়ার কথা ছিল না মানালি-সানির

আহমেদাবাদ, ১৪ জুন : মানালির শেষবার্তা ছিল, ‘সব ঠিক আছে।’ এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার সেই বিমান এআই-১৭১।

গুজরাটের ‘এনআরআই সিটি’ নামে পরিচিত আনন্দ শহরের বাতাস এখন ভারী কান্না, শোক আর আক্ষেপে। বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদ থেকে ওড়ার পরই ভেঙে পড়ে লন্ডনগামী বিমানটি। ওই বিমানে ছিলেন আনন্দ জেলার ৩৩ জন, যাঁদের অনেকেই ছিলেন প্রবাসী ভারতীয়। তাঁদেরই দু’জন মানালি প্যাটেল ও তাঁর স্বামী সানি।

মানালি আর সানির আদৌ ১২ জুনের ফ্লাইটে ওঠার কথা ছিল না। তাঁরা আসলে ৬ জুন লন্ডনে ফেরার টিকিট কেটেছিলেন। কিন্তু কিছু পারিবারিক কারণে ফেরা পিছিয়ে যায়—অজান্তেই মৃত্যুর দিকে আরও কিছু কদম এগিয়ে যান তাঁরা।

মানালির তুতোভাই জিগনেশ প্যাটেল জানালেন, ‘মানালি গত দু’মাস ধরে এখানে ছিল। ওর চিকিৎসা চলছিল। সানি নিজের ব্যবসার কাজ ছেড়ে মানালির পাশে থাকার জন্য লন্ডন থেকে এসেছিল।’

১২ জুন সকালে জিগনেশ তাঁর স্ত্রী ও ছোট ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলেন মানালি ও সানিকে বিদায় জানাতে। ‘মানালি আমার বাচ্চাটাকে খুব ভালোবাসত। ওদের নিজের সন্তান ছিল না। আমাদের ছেলেমেয়ের মধ্যেই ওরা ভালোবাসা খুঁজে নিত’, বলছিলেন জিগনেশ। বিদায়ের সময় মানালি তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, ‘আমি আবার ফিরব।’ জিগনেশের অসহায় ক্রোধ, ‘ও মিথ্যা বলেছিল! বলল না যে আর ফিরবে না...।’

সিভিল হাসপাতালে মানালির বাবা মুকেশ ডিএনএ নমুনা দিয়েছেন, যাতে মেয়ের দেহাবশেষটুকু অন্তত শনাক্ত করা যায়। মানালির মা জয়শ্রী তখনও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, মেয়ে আর নেই। ‘ও তো বিমানে ওঠার সময়েই বলেছিল সব ঠিক আছে, তাহলে... কেন এমন হল!’ ওই কেন-র উত্তরই তো এখন খুঁজছে গোটা দেশ।

আহত অবলাদের পাশে অনেকে

আহমেদাবাদ, ১৪ জুন : আহমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পর শুধু মানুষ নয়, বিপর্যস্ত সংশ্লিষ্ট এলাকার বহু পথকুকুর ও পাখিরাও। এই পরিস্থিতিতে এগিয়ে এসেছে স্থানীয় পশু সেবা সংগঠন ‘দর্শন অ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ার’। সংস্থার কর্ণধার আকাশ চাভদা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৬-৭টি কুকুর ও ৫০টিরও বেশি পাখির। তবে তাঁর দল ৩-৪টি কুকুর ও ৬-৭টি পাখিকে উদ্ধার করে অবলা প্রাণীগুলির চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে।

দুর্ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে চাভদা বলেন, ‘আমাদের সংস্থা আহত বা দুর্ঘটনাগ্রস্ত প্রাণীদের উদ্ধার করে কাছাকাছি হাসপাতালে ভর্তি করায়। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরই আমরা অ্যাম্বুল্যান্স ও টিম নিয়ে এখানে চলে আসি। আগুনে পুড়ে গিয়েছিল পশুপাখির শরীর। কুকুরগুলি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ও আনুষঙ্গিক হল্লায় খুব ভয় পেয়ে খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। মানুষের মতো পশুপাখিদেরও কিন্তু ট্রমা হয় ভয়ংকর বিপদের অভিঘাতে। এদেরও সেটাই হয়েছে। তাদের এখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে।’

চাভদা জানান, ‘ওদের জন্য আমরা দুধ, বিস্কুট ও মাল্টিভিটামিনের ব্যবস্থা করেছি। আমাদের অ্যাম্বুল্যান্স আরও খাবার ও ওষুধ আনতে গিয়েছে।’

দুর্ঘটনার কারণ খুঁজবে নয়া কমিটি

নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২৭৯

নয়াদিল্লি ও আহমেদাবাদ, ১৪ জুন : ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পর থেকে কেটে গিয়েছে তিনদিন। নিহতের সংখ্যা একটু একটু করে বেড়েই চলেছে। দুর্ঘটনাস্থল থেকে এখনও উদ্ধার হচ্ছে দগ্ধ, পোড়া মৃতদেহ এবং দেহাংশ। চলছে বিমানের ভগ্নস্তূপ সরানোর কাজও। এয়ার ইন্ডিয়ার অভিশপ্ত এআই-১৭১ ড্রিমলাইনার দুর্ঘটনায় যাঁরা নিজেদের স্বজন হারিয়েছেন, তাঁদের বেশিরভাগই এখনও মৃতদেহ পাননি। ডিএনএ পরীক্ষার নমুনা দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়ালেও রিপোর্ট আসতে দেরি হওয়ায় অসন্তোষ বাড়ছে। এখনও পর্যন্ত এই দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২৭৯ বলে জানা গিয়েছে।

এই অবস্থায় শনিবার অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডু কিঞ্জারাপু প্রথমবার সাংবাদিক বৈঠক করেন। তিনি বলেন, ‘আমাদের মন্ত্রক অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দুর্ঘটনাটিকে দেখছে। এয়ারক্র্যাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)-র ডিজি ঘটনাস্থল সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে গিয়েছেন। এএআইবি ইতিমধ্যে ব্ল্যাকবক্স উদ্ধার করেছে। দুর্ঘটনার মুহূর্তে বা তার আগে ঠিক কী হয়েছিল সেটা জানা যাবে ব্ল্যাকবক্স থেকে।’ অতীতে বোয়িং সংস্থার তৈরি ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও প্রথমবার এই বিমান ভেঙে পড়ার ঘটনায় চর্চা শুরু হয়েছে।

দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খুঁজতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গড়া হয়েছে। তিন মাসের মধ্যে কমিটিকে রিপোর্ট দিতে হবে। সোমবার কমিটির বৈঠকে বসবে। ভবিষ্যতে যাতে এয়ার ইন্ডিয়ার মতো বিমানে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে সেইজন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর বা এসওপি তৈরি করবে ওই কমিটি। পাশাপাশি দুর্ঘটনার কারণও বিশ্লেষণ করবে তারা। কী কী বিধি এখন মানা হয়ে থাকে, সেগুলিও পর্যালোচনা করবে তারা।

ইতিমধ্যে দুর্ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া অভিশপ্ত বিমানের ব্ল্যাকবক্স ডিকোডিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে। বিমান দুর্ঘটনার নেপথ্যে যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল নাকি পাইলটদের ভুল ছিল, তা খতিয়ে দেখা হবে। এর পাশাপাশি ওই বিমানে দূষিত জ্বালানি ব্যবহার হয়েছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখবে কমিটি। ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে একগুচ্ছ সুপারিশ করতে পারে তারা। বিমান সংস্থা, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, পাইলট প্রশিক্ষণ, এবং পরিকাঠামো বিষয়েও এই কমিটি খতিয়ে দেখবে।

এদিকে দুর্ঘটনার পর ভারতে থাকা বোয়িং ড্রিমলাইনারগুলির সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছে ডিজিসিএ। নাইডু বলেন, ‘বোয়িং ৭৮৭ সিরিজের বিমানগুলির ওপর জোরদার নজরদারি চালানো হবে। ডিজিসিএ এই ব্যাপারে ইতিমধ্যে নির্দেশ দিয়েছে। বর্তমানে ভারতে ৩৪টি ৭৮৭ বিমান আছে। সেগুলির মধ্যে ৮টি বিমানে নজরদারি করা হয়েছে।’ এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, ডিজিসিএ-র নির্দেশ অনুসারে বাধ্যতামূলকভাবে বোয়িং ৭৮৭ উড়ানগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে। সেই কারণে উড়ানে বিলম্ব হবে।

একনজরে

- আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় যাত্রীদের বাইরেও নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩৮
- দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবের নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন
- ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা আটকাতে এসওপি নির্ধারণ করবে কমিটি
- উদ্ধার হওয়া ব্ল্যাকবক্স ডিকোডিংয়ের কাজ শুরু
- ডিজিসিএ-র নির্দেশ মেনে এয়ার ইন্ডিয়ার ড্রিমলাইনারগুলির নিরাপত্তা পরীক্ষা শুরু

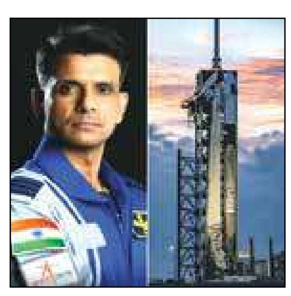

১৯ জুন যাত্রা শুরু শুভাংশুর

ফ্লোরিডা ও নয়াদিল্লি, ১৪ জুন : সব ঠিকঠাক চললে ১৯ জুন মহাকাশ অভিযান শুরু হচ্ছে শুভাংশু শুক্লার। শুভাংশু এবং তাঁর তিন সঙ্গীর মহাকাশ অভিযানের দিন পিছিয়ে গিয়েছে বারবার। শনিবার তাঁদের অ্যাক্সিয়ম-৪ অভিযানের নতুন দিন ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় ভূবিজ্ঞানমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। ইসরোকে উদ্ধৃত করে তিনি জানান, আগামী বৃহস্পতিবার মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র (আইএসএস)-এর উদ্দেশে পাড়ি দিতে চলেছেন শুভাংশুরা। আইএসএস-এর রুশ অংশে একটি লিক ধরা পড়ার কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য মিশন বন্ধ করা হয়েছিল। তবে সেই সমস্যা কাটিয়ে এখন মিশন প্রস্তুত।

‘নাসা’ বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘ক্রু সদস্যরা কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে যাবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ডক করার সময় ধরা হয়েছে বুধবার, ১১ জুন, ভারতীয় সময় রাত ১০টা (স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট)।’

নিহত জওয়ান

ভুবনেশ্বর, ১৪ জুন : ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ডে লাগাতার মাওবাদী দমন অভিযান চালাচ্ছে যৌথবাহিনী। এরই মধ্যে শনিবার ওড়িশা-ঝাড়খণ্ড সীমানার সারান্ডার জঙ্গলে অভিযান চলাকালীন মাওবাদীদের পাতা আইইডি বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন সিআরপিএফ জওয়ান সত্যবান কুমার সিং (৩৪)। উত্তরপ্রদেশের কুশিনগরের বাসিন্দা সত্যবান।

অস্ত্র উদ্ধার

ইম্ফল, ১৪ জুন : মণিপুরের ৫ জেলা- ইম্ফল পূর্ব ও পশ্চিম, বিষ্ণুপুর, কাকচিং এবং থৌবালার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করল যৌথবাহিনী। শনিবার ভোররাত থেকে অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ৩২৮টি রাইফেল। ৫৯১টি ম্যাগাজিন, ৩,৫৩৪টি এসএলআর রাইফেল, ২,১৮৬টি ইনসাস রাইফেল, ২,২৫২টি ৩০৩ রাইফেল, ২৩৪টি একে ৪৭ রাইফেল, ২০টি পিস্তল, ১০টি গ্রেনেড, ৭টি ডিটোনেটর সহ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এবার ক্ষতিপূরণ দেবে এয়ার ইন্ডিয়া

মুম্বই, ১৪ জুন : বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারপিছু এবং একমাত্র জীবিত যাত্রীকে অন্তর্বর্তী ক্ষতিপূরণ বাবদ ২৫ লক্ষ টাকা দেবে শনিবার জানাল এয়ার ইন্ডিয়া। অন্যদিকে অভিশপ্ত ড্রিমলাইনারের ধাক্কায় যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদেরও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে টাটা গোষ্ঠী। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি আকাশে ওড়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বিমানবন্দর লাগোয়া মেঘানিনগর এলাকায় বিজে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের হস্টেলের ওপর ভেঙে পড়েছিল। কলেজের পড়ুয়া, ডাক্তার, কর্মচারী সহ ৩৩ জন মারা যান ড্রিমলাইনারের আঘাতে। টাটারা জানিয়েছে, ওই ৩৩ জনের পরিবারপিছু ১ কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। পাশাপাশি যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁদের চিকিৎসার সমস্ত খরচ বহন করবে টাটা গোষ্ঠী।

এর আগে এআই১৭১-এর যাত্রী, পাইলট,ক্রু সদস্য সহ ২৪১ জনের পরিবারপিছু ১ কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরণ। দুর্ঘটনায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হস্টেলটি পুনর্নির্মাণও করে দেবে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত আহমেদাবাদের দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৭৪ দাঁড়িয়েছে। শুধু টাটারাই নয়, ড্রিমলাইনারের নিহত যাত্রীদের প্রায় দেড় কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে বিমা সংস্থাগুলিও।

এদিকে ১২ জুন তারিখকে টাটা গোষ্ঠীর ইতিহাসের অন্ধকারতম দিনগুলির একটি বলে আখ্যা দিয়েছেন গ্রুপের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরণ। কর্মীদের উদ্দেশ্যে লেখা এক চিঠিতে শুক্রবার তিনি বলেছেন, ‘বৃহস্পতিবার যা ঘটেছে তার বর্ণনা করা যায় না। আমরা এখন শোকাহত, মর্মাহত। একজনকে হারালে আমরা তাকে ট্র্যাজেডি বলে জানি। কিন্তু এতগুলি মৃত্যু একসঙ্গে ঘটা ধারণারও বাইরে।’ আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে টাটা গোষ্ঠী সর্বপ্রকার সহযোগিতা করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। চন্দ্রশেখরণ বলেন, ‘আমরা যখন এয়ার ইন্ডিয়াকে হাতে নিই তখন যাত্রীদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য বলে জানিয়েছিলাম।’

ভারতের মানচিত্রে ভুল

ক্ষমাপ্রার্থী ইজরায়েল

জেরুজালেম, ১৪ জুন : ইরানের সঙ্গে সংঘাতের মধ্যেই সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে অস্বস্তিতে পড়তে হল ইজরায়েলের বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সরকারকে।

ইরানে হামলার কারণ বোঝাতে গিয়ে সমাজমাধ্যমে একটি মানচিত্র পোস্ট করেছিল ইজরায়েলি সেনাবাহিনী (আইডিএফ)। কিন্তু সেখানে ভারতের ভুল মানচিত্র দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ। পাক অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরকে সেই মানচিত্রে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে দেখানো হয়।

আইডিএফ এই পোস্ট করার পর থেকেই বিতর্ক দানা বাঁধে। ভারতের বহু নেটাগরিক সমাজমাধ্যমে তাঁদের ক্ষোভ উগরে দেন। বিতর্ক জোরালো হতেই ভুল স্বীকার করে নেয় ইজরায়েলি সেনা। আইডিএফ বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, মানচিত্রটি ‘শুধু একটি আঞ্চলিক চিত্রায়ণ’ ছিল। তারা স্বীকার করেছে যে, ‘এই মানচিত্র সীমানাগুলি যথাযথভাবে উপস্থাপন করেনি।’ এক ভারতপন্থী এক্স হ্যান্ডলকে জবাব দিতে গিয়ে তারা সরাসরি ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং জানায়, ‘আমরা দুঃখিত, যদি কেউ এতে আঘাত পেয়ে থাকেন। এই ভুল অনিচ্ছাকৃত ও অনভিপ্রেত।’

অফবিট

জঞ্জাল কিনছে সুইডেন

স্টকহোম, ১৪ জুন : পথেঘাটে জঞ্জালের পাহাড় দেখলে আমরা নাক সিঁটকোই। মনে মনে বলি, ‘ছিছি এত্তা

জঞ্জাল’। কিন্তু আপনার পাশে কোনও সুইডেনের নাগরিক থাকলে তিনি বলে উঠতেন, ‘আহা এত্ত জঞ্জাল’!

যেখানে ভারতের মতো বহু দেশ ময়লা ফেলার জায়গা খুঁজে পায় না, সেখানে সুইডেন ঠিক উলটো সমস্যায় পড়েছে। সেদেশে ময়লাই নেই! ভাবছেন, এটাও আবার সমস্যা? হ্যাঁ, সুইডেনের রিসাইক্লিং প্ল্যান্টগুলি এতটাই আধুনিক আর খিদে এতটাই বেশি যে দেশের ভিতরকার আবর্জনা দিয়ে পেট ভরে না। তাই দেশের পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎপাদনকেন্দ্রগুলিকে সচল রাখতে বাধ্য হয়ে বিদেশ থেকে জঞ্জাল আমদানি করতে হচ্ছে দেশটিকে।

পরিবেশ দূষণের কথা মাথায় রেখে ১৯৯১ সালেই সুইডেন জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর ভারী কর বসায়। বর্তমানে সেদেশের প্রায় অর্ধেক বিদ্যুৎ আসে বিকল্প শক্তির উৎস থেকে। ৯৯ শতাংশ আবর্জনা চলে যাচ্ছে রিসাইক্লিংয়ে। ঘরোয়া ময়লার মাত্র ১ শতাংশ পড়ছে মাটিতে (ল্যান্ডফিলে)।

দাম বাড়িয়ে দুঃখপ্রকাশ

টোকিও, ১৪ জুন : ফেলো কড়ি মাখো তেলের জমানায় মুনাফাই শেষকথা যে কোনও কোম্পানির। মুনাফা বাড়াতে তারা দুধ, বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত জিনিসের দাম যথেচ্ছ বাড়ায় একতরফাভাবে। কিন্তু এহেন লোভী বাজারে থেকেও নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে এক জাপানি আইসক্রিম উৎপাদক সংস্থা। তারা আইসক্রিমের দাম মাত্র ৯ সেন্ট বাড়িয়ে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছে। হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন। ৯ ডলার বা ৯ শতাংশ নয়, মাত্র ৯ সেন্ট। সেটাও আবার ২৫ বছর পর। কোম্পানির নাম গ্যারি-গ্যারি-কুন। বহু বছর ধরে একটানা ৬০ ইয়েনে (ভারতীয় মুদ্রায় মোটামুটি ৩৫ টাকারও কমে) তারা আইসক্রিম বিক্রি করে আসছিল। কিন্তু গত কয়েক দশকে কাঁচামাল ও উৎপাদন খরচ বাড়ায় সংস্থা বাধ্য হয়েছে দাম ৬০ থেকে ৭০ ইয়েন (মানে বাড়তি ৯ সেন্ট মাত্র) করতে। এরপরই সংস্থার কর্তারা

সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ক্ষমা চেয়ে বলেন, ‘আমরা দুঃখিত ও লজ্জিত যে আপনাদের ওপর এই বোঝা চাপাতে হচ্ছে।’

সব সংস্থাই যদি গ্যারি-গ্যারি-কুনের মতো বিবেকবান হত!

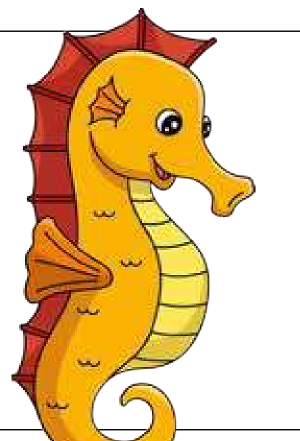

মায়েরা নয়,
সি-হর্স বা
সমুদ্র ঘোড়ার
জন্ম দেয়
তাদের বাবারা।

শিশু কিশোর আসর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৫ জুন ২০২৫

লেখালেখি

বৃষ্টিতে ভেজার সেই দিনটি এখনও আমার জীবন মনে পড়ে...

এবারও বৃষ্টি নিয়ে ১০ লাইনে তোমার কথা লিখতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে তোমার ছবি, স্কুলের নাম, ক্লাস আর তোমার ফোন নম্বর। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার লেখা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়। লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 9800788836 নম্বরে অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

আমাদের লেখালেখি

দুপুরে আঁধার

তখনও বাড়ি ফিরতে পারিনি। আকাশে বিদ্যুতের চমকে চোখ ঝলসে যাচ্ছে। কানে তালা লেগে যাচ্ছে মেঘের গুড়গুড়, কড়কড় আওয়াজে। এরপর দমকা হাওয়ার সঙ্গে ঝেঁপে বৃষ্টি এল। দুপুরবেলাতেই যেন রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এল আর তার সঙ্গে লোডশেডিংও হয়ে গেল। উপায় না দেখে আমরা একটা দোকানে আশ্রয় নিলাম। সেখানে আরও অনেকেই ছিলেন। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেও বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ভিজেই বাড়িমুখো হলাম। বৃষ্টিতে ভেজার এই অনুভূতিটা আমি এখনও ভুলতে পারিনি।

- অদ্বিতা ধর
মাথাভাঙ্গা গার্লস হাইস্কুল

বৃষ্টিভেজা দিন

বছর তিনেক আগের কথা। তখন ঘোর বর্ষাকাল। তিনদিন ধরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ কালো মেঘে আচ্ছন্ন। শিলিগুড়ি শহরের গলির রাস্তায় হাঁটু পর্যন্ত জল জমে গিয়েছে। বৃষ্টি হচ্ছে তো হচ্ছেই। বিশেষ কাজে মায়ের সঙ্গে গ্রামের বাড়ি যেতে হবে। বর্ষাতি পরে বেরিয়ে পড়লাম বাস ধরতে। রাস্তায় কোনও যানবাহনের দেখা নেই। হেঁটেই বাসস্ট্যান্ডে যেতে হল। বাসে উঠে জানলা দিয়ে দেখলাম, বাইরের প্রকৃতি যেন স্নান সেরে হাসছে। মনটা ভালো হয়ে গেল। সেই অনুভূতি আজও মনে আছে।

- কৌস্তুভ রায়
পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির

দারুণ অনুভূতি

একদিন বিকেলে পড়তে বসে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এল। মাকে বললাম, মা, আমি কবে বৃষ্টিতে ভিজব? আমার খুব ইচ্ছে করে সবার মতো বৃষ্টিতে ভিজতে। বৃষ্টিতে ভিজতে গেলেই তুমি হাতে ছাতা ধরিয়ে দাও।

ধমক দিয়ে মা বলল, পড়ার সময় এসব কথা শুধু তোমার মাথায় কেন ঘোরে? চুপচাপ পড়ো।

একদিন আমি ও মা আমার বান্ধবী ও তার মায়ের সঙ্গে মেলায় গেলাম। মেলায় সবে ঢুকেছি অমনি বৃষ্টি এল মুষলধারে। সবাই ভিজে গেলাম। বাড়ি ফিরে সর্দিকাশি ও কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল। তবু যত কষ্টই হোক না কেন, প্রথমবার বৃষ্টিতে ভেজার সেই অনুভূতিটা আমার কিন্তু দারুণ ছিল।

- রূপকথা নন্দী
ইসলামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

ডাকাত ধরা

পিয়াল ভট্টাচার্য

দুপুর বেলা। চারদিকটা নিঝুম হয়ে আছে। এদিকে এখনও ঘন বসতি গড়ে ওঠেনি। দরজায় কলিং বেলটা বেজে উঠল। বাড়িতে তখন আশুবাবুর স্ত্রী বিছানায় গা এলিয়ে টিভি দেখছেন। ছেলে সোনাই ভেতরের ঘরে বসে গল্পের বই পড়ছিল। ওর স্কুল ছুটি আজ। আশুবাবু অফিসে। আশুবাবুর স্ত্রী উঠে এসে দরজা খুলতেই আচমকা হুড়মুড় করে দুজন দরজা ঠেলে ধাক্কা দিয়ে আশুবাবুর স্ত্রীকে মেঝেতে ফেলে দিয়েই দরজা বন্ধ করে দিল। একজন হাতে পিস্তল ধরে বলল, 'কোনও শব্দ করবি না।' আর একজন বলল, 'কোথায় কী আছে দেখিয়ে দে।'

অন্যজন বলল, মোবাইলগুলো আগে দে। বলে আশুবাবুর স্ত্রীর বিছানার ওপর রাখা মোবাইলটা দেখে ওটা নিয়ে ভেতরের ঘরে গেল। সব ঘর খুঁজে কোথাও মোবাইল আর দেখতে পেল না। কোনও লোকজনও দেখতে পেল না। আশুবাবুর স্ত্রী মনে মনে ভাবলেন, ছেলেটা ভয় পেয়ে কান্নাকাটি না করে কোথাও চুপটি করে লুকিয়ে পড়েছে ঘরের ভেতর। যাক বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। নইলে ডাকাতগুলো ওকে পেলে হয়তো ধরে মারধর করত।

এবার একজন বলল, 'আলমারির চাবি দে।' আশুবাবুর স্ত্রী বললেন, 'আলমারিতে জামা-কাপড় ছাড়া কিছু নেই।'

-'মিথ্যে কথা। সোনার গয়নাগুলো কোথায় তবে? ব্যাংকের লকার থেকে তুলে এনেছিস।'

আশুবাবুর স্ত্রী চমকে উঠলেন! কীভাবে জানল? কারও মাধ্যমে জেনেছে। কে সে? তবে কি মঙ্গলার কাজ! হতে পারে। ও-ই একমাত্র দেখেছে। মঙ্গলা আশুবাবুর বাড়িতে ঠিকে কাজ করে। তবে নিশ্চয়ই ও ডাকাতদলের ইনফরমার।

দু'দিন আগে ছোট বোনের বিয়েতে গিয়েছিলেন। সেজন্য ব্যাংকের লকার থেকে গয়না বের করে এনেছিলেন। নিরুপায় হয়ে ভয়ে ভয়ে ওদের হাতে আলমারির চাবি তুলে দিলেন। ওরা আলমারি খুলল। সব গয়না নিল। কিছু টাকা ছিল, সেগুলো নিল। তারপর ঘরগুলো ঘুরে দেখল কিছু নেওয়ার আছে কি না। আর কিছু পেল না।

এবার দরজা খুলে ডাকাত দুজন বাইরে এসে গেটের সামনে দাঁড় করানো বাইকে চাপতে যাবে দেখে বাইকের চাকায় হাওয়া নেই। কে করল? গতিক ভালো মনে হচ্ছে না। দুজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করে এদিক-ওদিক সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। চোরের মন পুলিশ-পুলিশ। চাপা স্বরে একজন অপরজনকে বলল, 'চল ভালো মানুষের মতো এভাবেই হাঁটা দিই। বাইক নিয়ে চিন্তা পরে করা যাবে। মালগুলো আগে সরিয়ে রেখে আসি। গতিক ভালো ঠেকছে না। দৌড়ানো যাবে না। তাহলেও বিপদ। লোকে সন্দেহ করবে।'

এমন সময় দেখে গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পুলিশ বন্দুক তাক করে তাদের ঘিরে ধরছে। পুলিশ অফিসার গর্জে উঠলেন, 'একদম পালানোর চেষ্টা করবি না। মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। নয়তো পায়ে গুলি করে ল্যাংড়া করে দেব। এত দুঃসাহস, দিনদুপুরে ডাকাতি!' ডাকাত দুজন অবাক। কী করে হল! বিস্ফারিত চোখে বড় হাঁ করে দুজন থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

এমন সময় সোনাই মা-বাবার হাত ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে খিলখিল করে হেসে বলে উঠল, 'কেমন বোকা ডাকু তোরা। কী করে ধরা পড়লি বুঝতে পারলি না? আমি রে তোদের ধরিয়ে দিয়েছি। বন্দুক পিস্তল নিয়েও পারলি না। আর তোদের দলের স্পাই যদি কেউ থাকে ওকেও ধরে ফেলবে পুলিশ দেখিস।' পুলিশ ডাকাত দুটোকে থানায় নিয়ে গিয়ে গয়না, টাকা সব উদ্ধার করে আশুবাবুর হাতে তুলে দিল।

ঘটনাটা ছড়িয়ে পড়তেই অনেক লোক এসে আশুবাবুর বাড়িতে ভিড় জমাল। সকলের কৌতূহল, কী করে ডাকাত ধরলেন? সোনাই তখন বুক ফুলিয়ে বলতে লাগল, 'আমি ধরেছি। আমাদের ঘরে যখন ডাকু দুটো ঢুকে পড়ল, তখন আমি ভেতর ঘরে গল্পের বই পড়ছিলাম। আমি দেখে প্রথমে ভয় পেয়ে গেলাম। তারপর ভাবলাম ভয় পেলে তো হবে না। আবার ওদের সঙ্গে লড়াই করব কী করে? হাতে অস্ত্র। চিৎকার করে কাউকে ডাকাও যাবে না। ওরা ধরতে পারলে আছাড় মেরে আমার কান্না বন্ধ করে দেবে। তাহলে উপায়? তখন দেখলাম আমার ঘরে বাবার আর একটা পুরোনো মোবাইল রয়েছে। ওটা বাবা বাড়িতে রেখে যায়। ওই মোবাইলটা নিয়ে শুট করে খাটের তলায় লুকিয়ে পড়ে চুপিচুপি ফোন করে সব জানিয়ে দিলাম বাবাকে। চুপ করে ওখানে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রইলাম।'

সোনাই বলে চলল, 'ডাকাতগুলো ঘরে খোঁজাখুঁজি করে আমার সন্ধান পায়নি। বাবা তখনই পুলিশকে ফোন করে দেয়। আমাদের কাছেই থানা বলে পুলিশের আসতে সময় লাগেনি। ব্যাস, তারপর তো দেখলে কাণ্ড।'

আশুবাবু বললেন, 'পুলিশ এসেই ওদের মোটরবাইকের চাকার হাওয়া আগে খুলে দিয়ে চারদিকে পজিশন নিয়ে লুকিয়ে ছিল। যেই না ওরা বেরিয়েছে আর অমনি আক্রমণ।'

সকলে কিন্তু ছোট্ট সোনাইকে ধন্যবাদ দিল বেশি করে।

থেমে গেলে ক্ষতি নেই

গৌতমেন্দু রায়

পিঠে রুকস্যাক, ঘাড়ে নেকব্যান্ড
হেঁটে চলে যাও রকি আইল্যান্ড।
পথটা নিরালা, শান্ত, গভীর
আশপাশে চোখে পড়বে না ভিড়।
কত পাখি ডাকে ময়না, তিতির
অদূরে দোকান কাঞ্চি দিদির।
দিদির দোকানে পাহাড়ি খাবার
একটু খেলেই চাইবে আবার।
প্যাঁচালো কী এক শেলরোটি নাম
অপূর্ব স্বাদ, সামান্য দাম।

হেঁটে হেঁটে তুমি যখনই শ্রান্ত
চোখে পড়ে যাবে নদীর প্রান্ত।
নদীর জলেতে সচকিত মাছ
তুমি যে এসেছ, করেছে সে আঁচ।
নুড়ির শরীরে কালের চিহ্ন
জলস্রোত করে ছিন্নভিন্ন।
হঠাৎ কুয়াশা কাছে আসে ধেয়ে
অন্য ভুবন দেখো চেয়ে চেয়ে।
আরও যেতে হবে অনেকটা বাকি
সময় তোমাকে দেবেই যে ফাঁকি।

দ্রুত হেঁটে যাও ঝরনার কাছে
মনের শান্তি ওখানেই আছে।
শান্তি কুড়িয়ে ঝোলা নাও ভরে
প্রকৃতি দিয়েছে উজাড় করে।
আনন্দ আর উচ্ছ্বাস যত
বারিধারা হয়ে নামে অবিরত।
এখানেই তুমি থেমে যাবে নাকি?
রকি আইল্যান্ড অনেকটা বাকি!
থেমে যাও যদি ক্ষতি নেই তাতে
দেখা হবে ফের নতুন প্রভাতে!

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে

তুহিনকুমার চন্দ

তুরুক পাখি ধরুক আরও মেঘের ডানা
ছিঁড়ুক আরও পড়ুক ঝরে বৃষ্টি কণা,
মেঘমল্লার আনুক টেনে বৃষ্টি বাদল
লাজুক হাওয়ায় চতুর্দিকে বাজুক মাদল।

উড়ুক পাখি মেঘের ভেলায় বিকেলবেলা
ধানের খেতে বাতাস দোলায় নাগরদোলা,
বাঁশের ঝাড়ে কল্কে ফুলের রং বাহারী
ছিটেফোঁটা বৃষ্টি তোদের সঙ্গে আড়ি।

নদীর জলে ভাসছে পাতার নৌকোগুলো
উড়ছে হাওয়ায় আকাশ জুড়ে শিমুলতুলো
বইছে বাতাস উলটপালট উলটো দিকে
বৃষ্টি উধাও আকাশখানাও হচ্ছে ফিকে।

ঈশান কোণে জাল বুনেছে মেঘগুলো সব
শন শন শন চারদিকেতে সেই কলরব,
ঘরের চালে বৃষ্টি নামে টাপুরটুপুর
রাত্রি নামে নিকষ কালোয় মধ্য দুপুর।

মেঘমল্লার লুকিয়ে আছে মেঘের কোলে
উথালপাতাল পথের ধুলো হাওয়ায় দোলে
নামবে নাকি কালবোশেখি আমার গ্রামে
মধ্যরাতে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে।

চাতক ও বৃষ্টির জল

চাতক কাতরে ডাকে, চরে বক নদী-বাঁকে/ ডাকে কুবো কুব কুব লুকায়ে কোথায়। এটা অক্ষয়কুমার বড়ালের লেখা 'মধ্যাহ্নে' কবিতার লাইন। কবি এই কবিতায় গ্রীষ্মের দুপুরবেলার অসাধারণ ছবি তুলে ধরেছেন। চাতক, বক আর কুবো হচ্ছে তিনটি পাখির নাম। তার মধ্যে চাতক পাখিকে নিয়ে নানা গান আর গল্প প্রচলিত রয়েছে। একটা গল্পে আছে, বৃষ্টির জন্য চাতক পাখি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আকাশের দিকে হাঁ করে থাকে। বৃষ্টি এলে মুখের মধ্যে ফোঁটা পড়ে। চাতক সেই জল খায়। যত দিন বৃষ্টি না হয় চাতক জল খায় না। গলা শুকিয়ে গেলে বৃষ্টির জন্য ওরা চিৎকার করে। কারও কারও ধারণা এই পাখি বৃষ্টির জন্য আকাশের দিকে মুখ করে ফটিক জল ফটিক জল বলে আওয়াজ করে। এইসব গল্প কিন্তু একেবারেই সত্যি নয়। শুধু চাতক নয়, অনেক পাখিকে নিয়েই নানারকম গল্প প্রচলিত আছে। বাস্তবে এই পাখি তেষ্টা পেলে মোটেও বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করে না। তার বদলে পুকুর নদী নালা খাল বিল যেখানে জল পায় সেখান থেকেই ঠোঁট ডুবিয়ে তেষ্টা মিটিয়ে নেয়।

বুদ্ধি-শুদ্ধি

একটিমাত্র অক্ষর যোগ করে কীভাবে একজনকে ১২ জন করা যাবে?

চোখের সামনেই থাকে। সিঁড়ি ছাড়াই সব সময় ওঠানামা করে, কিন্তু আমরা তাকে দেখতে পাই না। কী সেটা?

দেখতে সুন্দর হলেও কোন ফুল গাছে ফোটে না?

কোন জিনিস জন্মের পর থেকেই বুড়ো, তার ছোট বা শিশু হবার কোনও সম্ভাবনা নেই?

গত সংখ্যার উত্তর
স্পঞ্জ, নদী, মেঘ, নিঃশ্বাস ও ঘড়ি

অক্ষর সাজাও

- চিতাকারখত
  মেতিজমেক্ষিরি
  হীজিবিরনন
  তালবলতীজ্জা
- নশাকেনিতন্তি
- প্রতিকৃসলর
- হেমবাসাবেগ

শব্দের অক্ষরগুলি উলটে-পালটে আছে। যেমন রমানন্দববি - এরকম কোনও কথা হয় না। আসল কথাটা হল বিমানবন্দর। তোমাদের কাজ হল এরকমভাবে সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করে আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি পাঠানো। এর মধ্যে প্রথম তিনজন সঠিক উত্তরদাতার নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গত সংখ্যার উত্তর : ফোপরদালাল, সমাধি মন্দির, স্বর্ণালংকার, হিসাবনিকাশ, ভয়ালদর্শন ব্যক্তিস্বাধীনতা, ভুবনমোহিনী

আঁকিবুকি

আয়ান ইসলাম, তৃতীয় শ্রেণি, এপিক পাবলিক স্কুল।

দময়ন্তী মণ্ডল, তৃতীয় শ্রেণি, সেন্ট মেরিজ স্কুল।

সমৃদ্ধি সাহা, সপ্তম শ্রেণি, নারায়ণা স্কুল।

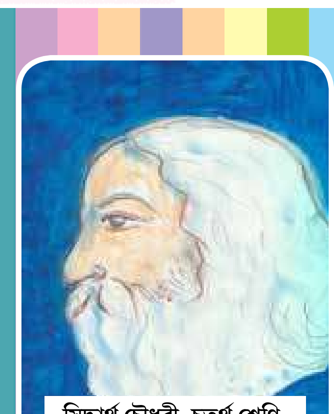

সিদ্ধার্থ চৌধুরী, চতুর্থ শ্রেণি, দিল্লি পাবলিক স্কুল।

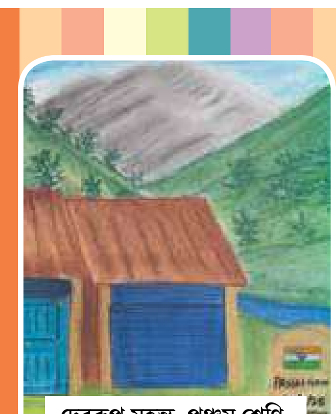

দেবরূপ মহন্ত, পঞ্চম শ্রেণি, জার্মালস অ্যাকাডেমি।

দিনকয়েক আগে মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে খুন হলেন ইন্দোরের এক তরুণ। তাঁর স্ত্রী তখন ‘অপহৃত’। সর্বভারতীয় প্রচারমাধ্যমে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছিল সেখানকার স্থানীয় মানুষকে। ড্রাগসচক্র, নারী পাচার, বাংলাদেশ বা মায়ানমার যোগ-- কতরকম তত্ত্ব নিয়ে চর্চা হল। পরে দেখা গেল, নবপরিণীতা স্ত্রীর হাতেই খুন হয়েছেন স্বামী। উত্তর ভারতের মাফিয়াদের সাহায্য নিয়ে। মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে এখন অনেকেই সরব। তাঁদের প্রশ্ন, সারা ভারত উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে সবসময় ছোট করতে চায়, নিজেদের লোক ভাবে না। এখনও ওই রাজ্যগুলোর ছেলেমেয়েদের নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বই, বেঙ্গালুরুতে বিশেষ নামে কটাক্ষ শুনতে হয়। এমন কেন হয়? উত্তর সম্পাদকীয়তে এ নিয়েই চর্চা।

উপেক্ষিত সেভেন সিস্টার্স

ধূসর ধরে নেওয়া হয় উত্তর-পূর্বকে

অরূপরতন আচার্য

এক ভারত আর তার ভেতরেই অনেক ভারত। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম কিংবা উত্তর-পশ্চিম আর উত্তর-পূর্ব। সব মিলিয়ে যেন এক রঙিন ক্যানভাস।

কিন্তু এই রঙিন ক্যানভাসের উত্তর-পূর্বের ভাগটা কি প্রকৃতির রং ছাড়া সত্যিই উজ্জ্বল? নাকি অবহেলার ধুলো জমতে থাকা দেখতে দেখতে গোটা উত্তর-পূর্বটাকেই ধূসর বলে ধরেই নিয়েছেন বাকি ভারতবাসী? যদিও চির অবহেলিত উত্তর-পূর্ব ভারতের কাহিনী যে আসলে অনেক বর্ণময় ঘটনার প্রতিচ্ছবি তা যে কোনও চিত্রশিল্পীর রংতুলি আর চলচ্চিত্র শিল্পীর ক্যামেরাকেও হার মানাতে পারে।

ছোট ছোট চোখ, নাকের আকর্ষণীয় চেহারার মানুষগুলোর উন্নয়নের জন্য কারই বা কী যায় আসে? কিন্তু ঘটনাচক্রে এই উত্তর-পূর্ব ভারতেই বেড়াতে এসে বাকি ভারতীয়দের যদি কোনও অসুবিধা হয় তখন ওই ছোট ছোট চোখের মানুষগুলোকে দোষারোপ করতে কেউ কিন্তু এক রত্তিও পিছপা হন না। ইন্দোরের সেই তরুণের মৃত্যুর পর পরিবারের তরফে অভিযোগ ছিল, মেঘালয় পুলিশ মিথ্যে গল্প ফাঁদছে আর স্থানীয় মানুষ এই খুনের সঙ্গে জড়িত। জাতীয় মিডিয়া বা সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা তত্ত্ব দেওয়া হতে থাকে। কিন্তু ঘটনা পরম্পরা যদি তাই-ই হত, তাহলে সরকারি তথ্য অনুসারে ২০২৪ সালে ১৬ লাখ পর্যটক মেঘালয় ভ্রমণ করেছেন কীভাবে? যার মধ্যে ১৩.৭১ লাখ ছিলেন দেশি পর্যটক। কাজেই মেঘালয় যদি নিরাপদই নয়, তাহলে সরকারি তথ্য মতে এত দেশি-বিদেশি পর্যটক মেঘালয়ে আসেন কেন? আর নারীতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বসবাসকারী মিউজিক লাভার ওই মানুষগুলোর কাছে পর্যটন অর্থনীতি কার্যত বেঁচে থাকার রসদ।

রাজা রঘুবংশীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সাতপাঁচ বিচার না করে নেটিজেনদের মন্তব্যে শব্দচয়ন থেকে ভাষা আর উদ্দেশ্য সব মিলিয়ে যে ছবিটা ধরা পড়েছে, তা সত্যিই খুব দুঃখজনক ও উদ্বেগের। কারণ নিজের দেশের এক প্রান্তিকায়িত প্রদেশের মানুষ সম্পর্কেই এই বিরূপ মন্তব্য করছেন অন্যান্য প্রদেশের মানুষ। গত দু’সপ্তাহের বেশি সময় ধরে যে মন্তব্যগুলো সমাজমাধ্যমে ঘোরাফেরা করছে তার কয়েকটি নমুনা যদি স্থানকালপাত্র বাদ দিয়ে একটু লক্ষ করা যায় তাহলে দেখা যাবে, যে যা খুশি, বলে গিয়েছে। তদন্তের পর যখন জানা গেল, এই হানিমুন মার্ডারের সঙ্গে একজন মেঘালয়বাসীরও কোনও সংশ্রব নেই, তখনও মন্তব্যকারীদের মধ্যে কারও একবারের জন্যও সমাজমাধ্যমে তাদের বিরূপ মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাওয়ার কোনও উদাহরণ লক্ষ করা গেল না। কিন্তু এই ঘটনার ঘনঘটাকে ঠিক কীভাবে দেখছেন উত্তর-পূর্বের বা পূর্ব ভারতের কেউ কেউ? চলুন একটু দেখে নেওয়া যাক।

মেঘালয়ের বিশিষ্ট সাংবাদিক শিলং টাইমস-এর সম্পাদক পেটিরিসিয়া মুখিম জোরগলায় বলেন, ‘এটা খুব দুঃখের যে, এই বিষয়ে মূল ধারার কিছু সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন সঠিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে উপস্থাপিত হয়নি।’ মুখিমের স্পষ্ট দাবি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের সোশ্যাল মিডিয়া ইউজাররা প্রায় সকলেই উত্তর-পূর্ব ভারত সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তাই তাঁরা মেঘালয়ের মানুষ সম্পর্কে কিছু না জেনেই বিরূপ মন্তব্য করেছেন।

শিলচরের কাছাড় কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক জয়দীপ বিশ্বাস যেমন বলছিলেন, ‘এই ন্যারেটিভটা কিন্তু একদম এমনি এমনি একদিনে তৈরি হয়নি। তবে এর পেছনে কিছু সত্যতা যে নেই তাও না।’ উদাহরণ দিয়ে তাঁর দাবি, ‘মেঘালয়ে ইনার লাইন পারমিট নেই, কিন্তু ইনার লাইন পারমিটের জন্য জোরালো দাবি আছে, বিভিন্ন খাসি ছাত্র সংস্থার তরফে। আবার মেঘালয়ে আজ পর্যন্ত ট্রেন যোগাযোগ চালু হয়নি। যদিও চালু হওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনা দুটোই ছিল কিন্তু খাসি ছাত্র সংস্থা চায় না ট্রেন চালু হোক। কারণ ট্রেন চালু হলে অনুপ্রবেশের সংখ্যা বাড়বে আর খাসি সংস্কৃতি বিপন্ন হতে পারে। উত্তর-পূর্বের অন্য রাজ্য যেমন নাগাল্যান্ডে ইনার লাইন পারমিট ছাড়া মূল ভূখণ্ডের ভারতবাসী প্রবেশ করতে পারে না। অরুণাচলপ্রদেশের ক্ষেত্রেও সমস্যা রয়েছে।’

পাশাপাশি তিনি বলেন, এটা দিনের আলোর মতো সত্যি যে, মেঘালয়ে বাঙালিকে ভালো চোখে দেখা হয় না। এ প্রসঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দেন, সাম্প্রতিক অতীতে কর্মসংস্থানের দাবিতে শিলংয়ে যে মিছিল হয়েছিল, সেই মিছিলের আয়োজকরা যে বেছে বেছে বাঙালিদের মারধর করেছিলেন তা কিন্তু কিছু সংবাদমাধ্যমের চোখ এড়ায়নি। আর বাঙালি বিদ্বেষভিত্তিক ঘটনা যে কিছু কিছু ঘটেনি তাও কিন্তু কেউ হলফ করে বলতে পারবেন না বলে দাবি অধ্যাপকের। পাশাপাশি মন্তব্য, ‘উত্তর-পূর্বের এইসব ছোট নৃগোষ্ঠীর মানুষ যখন নিজেদের যোগ্যতায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন মেগা সিটিতে বেশ ভালো সংখ্যায় কাজ করতে গিয়ে পালটা রেসিয়াল আক্রমণের শিকার হচ্ছেন, একটা পারস্পরিক অবিশ্বাসেরও যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে, তা একেবারে অমূলক নয়। সুতরাং কোনও একটা গোষ্ঠীকে একতরফাভাবে দোষী করা যায় না।’

কলকাতায় সাংবাদিকতার স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষের ছাত্রী রুদ্রাণী চট্টোপাধ্যায় যখন তাঁর এমএ পরীক্ষার জন্য ফিল্ম রিভিউ প্রোজেক্ট তৈরি করছিলেন, সেই সময় তাঁর গ্রুপের সহপাঠীদের সামনে গ্রুপ লিডার হিসেবে রিভিউয়ের জন্য অনুভব সিনহা পরিচালিত “অনেক” ছবির নাম উত্থাপন করেন। তখন তাঁর সহপাঠী বন্ধুরা অবলীলায় বলে ওঠেন, ‘ও আচ্ছা ওই নর্থ-ইস্টের চাউমিন মোমো রিলেটেড ছবিটা তো?’ এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে রুদ্রাণীর দাবি, এটা আসলে একটা নিখাদ স্টিরিওটাইপ ভাবনা।

অসম সরকারের পুরস্কারে সম্মানিত বিশিষ্ট অসমিয়া সাহিত্যিক দিগন্ত ওজার সঙ্গে কথা হচ্ছিল এ নিয়ে। তাঁর মতে, ‘উত্তর-পূর্ব ভারতের ছোট নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষার সঙ্গে বাকি ভারতের প্রধান ভাষা হিন্দির দাপট এক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যার কারণ হতে পারে। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদকে পুঁজিপতিরা তাঁদের বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসেবে বিক্রি করার সহজ সুযোগ পাচ্ছেন না বলেই এ ধরনের মন্তব্যের পরিমাণ বাড়ছে।’ কলকাতায় পড়তে আসা মেঘালয়ের ছাত্র সিতাং কুরের আবার হতাশা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষ সম্পর্কে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাইরের অনেকেই নাকি চিঙ্কি শব্দটি ব্যবহার করেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমিত ও লাবণ্যের দেশের এই মানুষগুলোর কেউ কেউ গিটার হাতে বসে পড়েন, পর্যটকদের সঙ্গে গানের আসরে। হোমস্টের খাসি পরিবারের কোনও এক সদস্য যখন নিজের হাতে রান্না করা খাবার বুকিংয়ের টাকার বাইরে ভাগ করে নেন পর্যটক বন্ধুদের সঙ্গে, তখন ওই একের ভিতর অনেক ভারতের রঙিন ক্যানভাসে যে নতুন রং সংযোজিত হয়, তার খবর পান না সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরূপ মন্তব্যকারী সেই নেটিজেনরা।

(লেখক অসমের করিমগঞ্জের বাসিন্দা। কলকাতা জয়পুরিয়া কলেজের অধ্যাপক)

অন্ধের হস্তীদর্শনে বাস্তবজ্ঞান নেই

প্রসূন আচার্য

উত্তর-পূর্ব ভারত যেন এখনও এক বিচ্ছিন্ন উপমহাদেশের মধ্যে পড়ে। হ্যাঁ, সেভেন সিস্টার্স-এর কথাই বলছি। আমরা ভারতের বাকি অংশের মানুষ, বিশেষ করে উত্তর ও পূর্ব ভারতের মানুষ শুধু প্রকৃতির টানে উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭ রাজ্যে বেড়াতে যেতে চাই। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কোনওদিন একাত্ম হতে চাই না। পেশার কারণে বহুদিন অসমের শিবসাগরে ছিলাম। ওখানে থাকার পর এই উপলব্ধি আরও জমাট হয়েছে। এই সাত রাজ্যের বাসিন্দাদের ব্যাপারে জানতে চাওয়া বা বুঝতে চাওয়ার ঘোর অনীহা এবং কথায় কথায় তাঁদের জংলি মনে করে তাঁদের সঙ্গে অপরাধপ্রবণতা জুড়ে দেয় বাকি ভারতের মানুষ। এর পাশাপাশি অপহরণ, ড্রাগস, কিছু ক্ষেত্রে নারী পাচার, এইসব মিথ্যে ধারণা নিয়েই ভারতের বাকি অংশের মানুষ জীবন কাটায়। আর তাঁদের সেই মিথ্যে ধারণাকে অক্সিজেন, সার, জল দিয়ে পুষ্ট করে আমাদের দেশের মিডিয়ার একাংশ। বিশেষ করে মোদিময় ইডিয়ট বাক্স। যেখানে ফেক নিউজ এবং মিথ্যে প্রচারটা আসল। আর সত্যিটা চাপা দেওয়া হয়, একেবারে ওপরের নির্দেশে। যাঁরা চ্যানেলের মালিক।

মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের বাসিন্দা রাজা রঘুবংশী এবং তাঁর স্ত্রী সোনম হানিমুনে মেঘালয়তে বেড়াতে গিয়েছিলেন। এতদিনে সবাই জেনে গিয়েছেন, মেঘালয়ের পূর্ব খাসি পাহাড়ের একটি হোমস্টেতে থাকার সময় রাজা নিখোঁজ হন।

তামাম মিডিয়া প্রচার করতে থাকে, তাঁকে অপহরণ করে খুন করা হয়েছে। কেউ বলেন, বাংলাদেশে পাচার করা হয়েছে সোনমকে। মিডিয়া কোনও প্রমাণ ছাড়াই সন্ধ্যায় আলোচনার আসর বসায়, কীভাবে এই ৭ রাজ্যে অপহরণ একটা বড় শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। কীভাবে ড্রাগসের কারবার চলে এসব জায়গায়। অর্থাৎ যতটা সম্ভব কালি লেপন করা যায় ওই রাজ্যের মানুষগুলোর ওপর। কিন্তু ক’দিন পরেই জানা যায়, সোনম নিজের প্রেমিকের সাহায্য নিয়ে রাজাকে খুন করিয়েছে। মিডিয়া প্রসঙ্গ বদলায়। কিন্তু এই যে নির্দোষ মানুষগুলো, নির্দোষ রাজ্যগুলোর ওপর অযথা কালি লাগানো হল, তার জন্য বিন্দুমাত্র অনুতাপ প্রকাশ করে না।

আসলে আমরা এইভাবেই দেখতে ভালোবাসি। সিংহভাগ হিন্দু। মোদি-শা’র জমানায় যাঁরা অন্ধভক্ত। সাংবাদিক হিসেবে কর্মসূত্রে অসমে থাকতে হয়েছে কিছু বছর। তখন সেভেন সিস্টার্সের কিছু রাজ্যেও ঘুরেছি। এই এসব রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি একেবারে নেই, এটাও বলব না। কিন্তু যত বড় করে দেখানো হয় বা আমরা ভাবি, আদৌ সেটা নয়।

আসলে আমরা যাঁরা ভারতের অন্য অংশে বাস করি তাঁরা, কোনওদিন এঁদের সমস্যা কথা ভাবিনি। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরে এই রাজ্যগুলি কীভাবে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, কীভাবে অসম খণ্ডিত হয়েছে বারবার, কীভাবে নাগাল্যান্ড তৈরি হয়েছে, ডিমাপুর কীভাবে নাগাল্যান্ডের মধ্যে গেল, কীভাবে মেঘালয় আলাদা রাজ্য হল, মণিপুর, মিজোরাম বা অরুণাচলের মানুষ ভারতের মধ্যে থাকার জন্য কী কী বিশেষ সুবিধা পান, আমরা কোনওদিন সেটা জানতে চাইনি। মিডিয়া আমাদের বলেনি। আমরা কোনওকিছু বোঝার চেষ্টা করিনি। ফলে অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো আমাদের একটা ভাসা ভাসা ধারণা তৈরি হয়েছে। যেটা বাস্তব থেকে অনেকটাই আলাদা।

অসমের শিবসাগরে যখন আমি বদলি হলাম, (ইতিমধ্যে কংগ্রেসকে সরিয়ে বিজেপি-অগপ সরকার গঠিত হয়েছে) আমারও খুব বেশি ধারণা ছিল না আর পাঁচজনের মতো। কিন্তু দেখলাম, এত বাঙালি, বাংলার বাইরে দেখিনি। বিহারি, অহমিয়ারা তো আছেনই। শিবসাগর রাজনৈতিক সূতিকাগার। এখান থেকেই অসম গণ পরিষদ, উলফার উত্থান। রাজনীতির জন্য বহু খুন হয়েছে। মিলিটারি অপারেশন হয়েছে। অপারেশন রাইনো। অনেকেই স্বজন হারিয়েছেন। কিন্তু ভারতের বাকি অংশের মানুষ সম্পর্কে তাঁরা অনেক বেশি জানেন। খোঁজ নেন। শ্রদ্ধাশীল। তিনসুকিয়া থেকে জোরহাট, সর্বত্র।

শুধু তাই নয়, লোয়ার অসমের বিস্তীর্ণ এলাকায়, যেখানে বাঙালি মুসলিমদের বাস, সেখানকার অহমিয়া তাঁরাও অনেক বেশি সংবেদনশীল। বরপেটা, নগাঁও, ধুবড়ি এমনকি গুয়াহাটি অবধি। এখানকার মানুষ বাকি ভারতকে চেনেন। জানেন। কিন্তু আমরা তাঁদের জানি না। জানতে চাই না। বস্তুত ইংরেজ আমলে তেল, খনিজ পদার্থ, কয়লা, চা বাগান, কাঠ এই সবই শুধু এই এলাকা জুগিয়ে গিয়েছে ভারতের অন্য অংশের জন্য। প্রতিদানে তাঁরা পেয়েছেন খুবই কম। অবস্থার পরিবর্তন খুব বেশি স্বাধীন ভারতেও হয়নি।

এই ধরুন না অসমের শিবসাগর, সরাইদেও, ডিব্রুগড়ের কথা। সেখানে মাটির নীচে তেল। মাটির ওপরে চা, কাঠ, কয়লা। কাজ করেন যেসব শ্রমিক, অধিকাংশ বিহারের বা আদিবাসী, যাঁরা একসময় ঝাড়খণ্ড এলাকা থেকে এসেছিলেন। আর বেশিরভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার উচ্চপদে, ওএনজিসি বলুন বা ইন্ডিয়ান অয়েল, তাঁরা সবাই সর্বভারতীয় পরীক্ষা দিয়ে এসেছেন। কেউ গুজরাট, কেউ তামিলনাড়ু বা কেউ বাংলা থেকে। এঁরা সবাই নিজের রাজ্যে যাতায়াতের জন্য বিশেষ ভাতা পান। স্থানীয় গ্রামের মানুষ কিন্তু আজ থেকে ৫০ বছর পিছিয়ে দারিদ্র্যের মধ্যেই আছেন।

একই অবস্থা অন্য রাজ্যেও। অরুণাচল, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুরে ভিনরাজ্যের মানুষ জমি কিনতে পারেন না। কিন্তু ঘুরপথে ব্যবসা-বাণিজ্য সব মাড়োয়ারি, গুজরাটি বা অন্যদের কবজায়। খাসি বা জয়ন্তিয়া পাহাড়ে যাঁরা বাস করেন, সেই তরুণ-তরুণীদের শিক্ষা থাকলেও চাকরি নেই। কাজের জন্য তাঁদের যেতে হয় ভিনরাজ্যে।

নাগাল্যান্ডের কোহিমায় বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ওখানকার মানুষের মনে এখনও ৯০-এর দশকে ভারতীয় সেনার কামান দাগার স্মৃতি ঘুরেফিরে আসে। রাস্তায় রাস্তায় সেনা। আসাম রাইফেলস। আফস্পা। এসব মিলিয়ে যেন এই মানুষগুলি পুরোটাই অন্য দেশের বাসিন্দা। মণিপুরের ইম্ফল বা চূড়াচাঁদপুরেও এক দশা। না হলে দেখুন, গত দুই বছর ধরে খ্রিস্টান কুকি আর হিন্দু মেইতেইদের দাঙ্গায় (এটা পুরোটাই বিজেপি এবং সংঘ-এর পরিকল্পিত) মণিপুর জ্বলে পুড়ে গেলেও মোদি একবারের জন্যও যাওয়ার সময় পান না। নাকি ইচ্ছে করেই যান না। কারণ ওখানকার পাহাড়ের নীচের খনিজ ভাণ্ডারে যে আদানির নজর। ঠিক যেভাবে ছত্তিশগড়ের হাসদেও জঙ্গল (আয়তন হুগলি জেলার মতো) তুলে দেওয়া হয়েছে আদানির হাতে। মাওবাদী বা নকশাল নিধন ছিল তার মধ্যে একটা পরিকল্পনার অংশ।

আর এসব নেতার অন্যায্য কাজের বৈধতা দিতেই এবং সহজেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মানুষকে ‘অপরাধী’ বলে দাগিয়ে দিতে পিছপা হয় না সর্বভারতীয় মিডিয়া। তখন মেরি কম, মীরা বাই চানু, রেনেডি সিং বা তাঁদের মতো আরও কয়েকশো ক্রীড়াবিদের সাফল্যের কথা ভুলিয়ে দিয়ে বারবার তুলে ধরা হয় হেরোইনের জন্য পপি চাষের কথা। ড্রাগস এবং অপহরণের কথা।

দায়ী সেই জাতীয় স্তরের গোদি মিডিয়া, যাঁরা ভারতের মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে এবং রাখছে। স্রেফ হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তানি গড়ার লক্ষ্যে।

(লেখক সাংবাদিক। দীর্ঘদিন উত্তর-পূর্ব ভারতে কাজ করেছেন)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar, Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

রোদচশমার আড়ালে

গরমে চোখের সুরক্ষায় নিত্যদিনের সঙ্গী হিসেবে রোদচশমার কোনও বিকল্প নেই। রোদচশমা এখন শুধু চোখের সুরক্ষায় নয়, ফ্যাশন অনুষঙ্গ হিসেবেও বেশ জনপ্রিয়। লিখেছেন জসিমুদ্দিন আহম্মদ

শুধু যে প্রখর রোদ থেকে বাঁচার জন্য মানুষ রোদচশমা কেনেন তা নয়, পোশাকের সঙ্গে ম্যাচ করে চশমা কেনা হাল আমলের ছেলেমেয়েদের কাছে একটা ফ্যাশন। গরমের শুরু থেকে সানগ্লাসের বিক্রি কয়েকগুণ বেড়েছে।

অনিল সাহা *চশমা বিক্রেতা*

মালদা, ১৪ জুন : কবি বলেছেন, 'ঐ কালোকাচ চশমার আড়ালে আসলে কী লুকোতে চাও মেয়ে; জল, কাজল নাকি তৃষ্ণা?'

তীব্র গরমে চারদিকে অস্থিরতা। প্রখর রোদে বাইরে বের হওয়াই যেন দায়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের নানা কাজে বাইরে তো বের হতেই হয়। আর এই গরমে কড়া রোদের পাশাপাশি ধুলোবালি তো আছেই। তাই চোখের সুরক্ষায় সঙ্গী হিসেবে রোদচশমার কোনও বিকল্প নেই।

ব্র্যান্ডেড জিনিসের প্রতি প্রায় সবারই একটা বাড়তি আকর্ষণ থাকে। ফুটপাথ থেকে শুরু করে বহুতল বিপণি, সব জায়গাতেই রোদচশমার দোকান খুঁজে পাওয়া যায়। আলো ও ধুলোবালি থেকে চোখকে রক্ষা করার পাশাপাশি রোদচশমা এখন ফ্যাশন অনুষঙ্গও বটে। চেহারা আর পোশাকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রুচিসম্মত একটি রোদচশমা যে কোনও বয়সিরই প্রায় চেহারা পালটে দেয়। তবে এখন এই ফ্যাশনেবল রোদচশমা আট থেকে আশি সকলেরই 'চোখের মণি'।

অ্যাভিয়েটর, বাটারফ্লাই, ক্যাট আই, ক্লাব মাস্টার স্টাইল, ওয়েফেরার স্টাইল, ওভারসাইজড-বিভিন্ন স্টাইলের রোদচশমার কত কি নাম। মেয়েদের যেমন পছন্দের তালিকায় থাকে ওভাল, ওভারসাইজড, ক্যাট আই। আবার ছেলেদের ঝোঁক অ্যাভিয়েটর, ক্লাব মাস্টার, স্পোর্টসের দিকে। মালদা শহরের সানগ্লাসের শোরুমগুলি হাল আমলের ভ্যারাইটি রোদচশমায় ঠাসা। চড়া রোদে বিক্রিও হচ্ছে দেদার। ফিরোজ আলম নামে এক চশমা বিক্রেতা বলেন, 'আমার দোকানে দেশি-বিদেশি সব ব্র্যান্ডেরই সানগ্লাস রাখি। তবে এই রোদে বিদেশি ব্র্যান্ডের চাহিদা বেশি। চাহিদা দেখে নতুন করে অর্ডার দিয়েছি।' অনিল সাহা নামে আরেক চশমা বিক্রেতা বলেন, 'শুধু যে প্রখর রোদ থেকে বাঁচার জন্য মানুষ রোদচশমা কেনেন তা নয়, পোশাকের সঙ্গে ম্যাচ করে চশমা কেনা হাল আমলের ছেলেমেয়েদের কাছে একটা ফ্যাশন। গ্রীষ্মের শুরু থেকে সানগ্লাসের বিক্রি কয়েকগুণ বেড়েছে।

বিশাল সাহা নামে এক কলেজ পড়ুয়ার কথায়, 'বাইরে যা রোদ। তাকানো যায় না। বাড়ি থেকে বের হলে মোবাইল, মানিব্যাগের সঙ্গে চশমা নিতে ভুলি না।' হক সামরিন বানু নামে এক আইনের ছাত্রী বলেন, 'শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, দিনের বেলায় বাড়ির বাইরে বের হলেই আমার রোদচশমা ছাড়া চলে না। অন্তত এক ডজনের বেশি বিদেশি ব্র্যান্ডেড কোম্পানির রোদচশমা আমার সংগ্রহে রয়েছে।'

মালদা কলেজের ছাত্রী শ্যামলী তালুকদারের দেশি-বিদেশি ব্র্যান্ডেড কোম্পানির রোদচশমা সংগ্রহের নেশা। এখনও পর্যন্ত ১১৭টি রোদচশমা তাঁর সংগ্রহে রয়েছে। শ্যামলীর কথায়, 'মাধ্যমিকের পর প্রথম রোদচশমা কিনে দেন বাবা। তারপর চশমার ওপর একটা ফ্যাসিনেশন তৈরি হয়ে যায়। জামাকাপড়ের সঙ্গে ম্যাচ করা ক্যাট আই, ওভাল, রেকট্যাঙ্গল, বাটারফ্লাই, ওভারসাইজড রয়েছে ভিন্ন কালারের। চশমা স্টাইলে একটা আলাদা মাত্রা এনে দেয়।'

প্রবীণ গুরুদেব প্রামাণিকের কাছেও রোদচশমার একটা আকর্ষণ আছে। তাঁর কথায়, 'তরুণ বয়স থেকেই বিভিন্ন ধরনের রোদচশমা পরছি। চশমারও বিবর্তন এসেছে। উত্তম কুমারের সিনেমা দেখে চশমা পরা শুরু করি। আজ শাহরুখ, হৃত্বিক, রণবীর কাপুর স্টাইল চলছে।'

> মাধ্যমিকের পর প্রথম রোদচশমা কিনে দেন বাবা। তারপর চশমার ওপর একটা ফ্যাসিনেশন তৈরি হয়ে যায়। জামাকাপড়ের সঙ্গে ম্যাচ করা ক্যাট আই, ওভাল, রেকট্যাঙ্গল, বাটারফ্লাই, ওভারসাইজড রয়েছে ভিন্ন কালারের। চশমা স্টাইলে একটা আলাদা মাত্রা এনে দেয়।
>
> **শ্যামলী তালুকদার** *মালদা কলেজের ছাত্রী*

নানা স্টাইলের চশমা

অ্যাভিয়েটর, বাটারফ্লাই, ক্যাট আই, ক্লাব মাস্টার স্টাইল, ওয়েফেরার স্টাইল, ওভারসাইজড প্রভৃতি

খুচরো নেই অজুহাত, হাপিস টিকিটের টাকা

প্রশ্নের মুখে বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৪ জুন : আউটডোরে টিকিটের দাম দুই টাকা। তবে অনেক সময়ই খুচরো থাকে না রোগীদের কাছে। সেক্ষেত্রে তাঁরা বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ডাক্তার দেখানোর জন্য পাঁচ টাকা দিচ্ছেন। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাকি তিন টাকা আর ফেরত দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। 'খুচরো নেই' ওই যুক্তিতেই দিনের পর দিন রোগী ও তাঁদের পরিজনদের বাকি টাকা ফেরত দেওয়া হচ্ছে না। তাহলে কি বাকি টাকা বেমালুম 'হজম' হচ্ছে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের আউটডোর কাউন্টারে? প্রশ্ন উঠছে। তবে যদি খুচরোর অভাবের জন্যই টাকা ফেরত দিতে সমস্যা হয়, তাহলে কাউন্টারে খুচরো নিতে টালবাহানা করা হচ্ছে কেন? এই যেমন বালুরঘাটের উত্তমাশা পাড়ার বাসিন্দা অপূর্ব চক্রবর্তী কিছুদিন আগেই এক আত্মীয়কে ডাক্তার দেখাতে ওই হাসপাতালে আউটডোরে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আমিও সেদিন টাকা ফেরত পাইনি। কেউ এক টাকার ছোট কয়েন দিলেও তা নিতে চাইছেন না কর্মীরা। এই কয়েন তো সরকার বন্ধ করেনি। তাহলে সরকারি হাসপাতালে সেটিকে বাতিল করা হল কোন যুক্তিতে?' দিনের পর দিন এধরনের ঘটনায় ক্ষুব্ধ সকলে।

যদিও এই নিয়ে এখনও লিখিত অভিযোগ হয়নি। তবে প্রশ্ন উঠছে, অভিযোগ না পড়লেও কর্তৃপক্ষ নিজেরাই কেন নজর দিচ্ছে না এই নিয়ে?

এ ব্যাপারে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে সুপার ডাঃ কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ বলেন, 'এর আগে বিষয়টি জানা ছিল না। টাকা কেন ফেরত পাবে না? বিষয়টি দেখছি। খুচরোর সমস্যা হয়তো আছে। কিন্তু টাকা ফেরত তো পাবেই।'

আউটডোরে টিকিট কাটতে লাইন রোগী ও পরিজনের।

> এর আগে বিষয়টি জানা ছিল না। টাকা কেন ফেরত পাবে না? বিষয়টি দেখছি। খুচরোর সমস্যা হয়তো আছে। কিন্তু টাকা ফেরত তো পাবেই।
>
> **ডাঃ কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ,** *সুপার, বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল*

বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের আউটডোরে 'খুচরো দুর্নীতি' নিয়ে অভিযোগ সামনে আসছে। রোগীর আত্মীয়দের দাবি, বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের আউটডোরে চিকিৎসা করাতে এসে টিকিট কাটার সময় প্রায় নিয়ম করেই এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাঁদের। রোগীর আত্মীয়রা টাকা ফেরত চাইলে উত্তর মিলছে 'খুচরো নেই'।

সমস্যা মেটাতে টিকিট কাউন্টারের সামনে কিউআর কোড লাগানো হয়েছে ঠিকই। তবে সেটা ব্যবহার আর হচ্ছে না। এখনও গ্রামাঞ্চলের প্রচুর মানুষ ডিজিটাল মাধ্যমে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেননি। ফলে সমস্যায় পড়ছেন তাঁরা।

রঘুনাথপুরের টোটোচালক রাজু সরকারের কথায়, 'আমার কাছে বড় মোবাইল নেই। তাই কিউআর কোড স্ক্যান করতে পারিনি। সব সময় তো আর দুই টাকা খুচরো থাকে না। পাঁচ টাকার কয়েন দিয়ে বাকি টাকা ফেরত পাইনা। প্রতিদিন প্রচুর রোগী আসে এখানে। তিন টাকা করে ফেরত না দিলে হাজার টাকা তো হবেই! এটা দুর্নীতি। লিখিত অভিযোগ করার কথা ভাবছি আমরা।'

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সরকারি হাসপাতালে যদি এইভাবে খুচরোর অভাবের অজুহাতে সাধারণ মানুষের পকেট কাটা হয়, তাহলে বিষয়টি রীতিমতো চিন্তার।

এখন সমস্যা সমাধানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ করে সেটাই দেখার।

ডিএম-কে চিঠি

বালুরঘাট, ১৪ জুন : স্কুল মাঠের সামনে দোকান নয়, এমনই আবেদন জেলা শাসকের (ডিএম) কাছে রাখল বালুরঘাট হাইস্কুল। ঐতিহ্যবাহী স্কুলটিতে মাঠ ঘেরার কাজ চলছে। তার উত্তর প্রান্তে দোকান বসানো হবে, এমন কথা চাউর হয়েছে। আর তা জানতে পেরেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীজিত সাহা দ্বারস্থ হয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক বীজিন কৃষ্ণার। দোকান ভাড়ার ক্ষেত্রে বিপুল অঙ্কের প্রস্তাব যে স্কুল কর্তৃপক্ষ নাকচ করেছে, তা তিনি নিজের চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। প্রশাসনিক ভবন বা স্কুল মাঠে কোনও অনুষ্ঠান হলে ওই জায়গায় যে গাড়ি পার্ক করার প্রয়োজন হয়, তাও জানান। প্রধান শিক্ষকের আবেদন সংক্রান্ত চিঠি পাওয়ার কথা জানিয়ে জেলা শাসক বলেন, 'এখনও সেখানে দোকান তৈরির কোনও প্রস্তাব আসেনি। যদি আসে পরিস্থিতি বুঝে পদক্ষেপ করা হবে।'

সার্জন সপ্তাহ

গঙ্গারামপুর, ১৪ জুন : ভারতীয় সার্জন সমিতির পশ্চিমবঙ্গ শাখার আহ্বানে গঙ্গারামপুর স্টুডেন্টস হেলথ হোমের আঞ্চলিক কেন্দ্রে পালিত হল 'সার্জন সপ্তাহ'। অনুষ্ঠানে ছিলেন মালদা মেডিকেল কলেজের বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক ডাঃ চন্দ্রনাথ সাহা। চিকিৎসাক্ষেত্রে তাঁর অবদানকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সহ শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীরা সহ উপস্থিত ছিলেন স্টুডেন্ট হেলথ হোমের গঙ্গারামপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের সম্পাদক প্রসেনজিৎ কুণ্ডু, সভাপতি আনিসুল আলম চৌধুরী প্রমুখ।

সাধারণ সভা

মালদা, ১৪ জুন : শনিবার মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্সের বার্ষিক সাধারণ সভা হয়। সাঁকোপাড়া বাণিজ্য ভবনে সকাল ১০টা থেকে সভা শুরু হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক উত্তম বসাক, সভাপতি জয়ন্ত কুণ্ডু সহ কমিটির নবনির্বাচিত সদস্যরা। সংগঠনের সম্পাদক জানান, ব্যবসায়ীদের স্বার্থে শহরে ট্রাক টার্মিনাস তৈরি করা, রাস্তা সাফাইয়ের সময় রাত ১০টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত নির্ধারণ করা সহ একাধিক দাবি উঠে এসেছে।

যোগাসন

মালদা, ১৪ জুন : আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে সামনে রেখে শনিবার রেলের মালদা বিভাগের উদ্যোগে মালদা রেল ইনস্টিটিউটে একটি যোগাসন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। রেলের কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা এই কর্মসূচিতে অংশ নেন।

প্রখর তপন তাপে ...

মালদা ও বালুরঘাটের দুই মুহূর্ত অরিন্দম বাগ এবং মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়। শনিবার।

ছোট নোটও জাল, উদ্বেগ

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৪ জুন : সাহাপুর সেতু মোড়ে আমের ঝুঁড়ি নিয়ে বসেছিলেন কানাই মণ্ডল। শনিবার এক ক্রেতা হিমসাগর আম কিনে কানাইয়ের হাতে ২০০ টাকার কড়কড়ে নোট ধরিয়ে দিলেন। হাতে নোট নিয়ে উলটে-পালটে দেখছিলেন আম বিক্রেতা কানাই। বিস্মিত ক্রেতা বিজন সাহা বললেন, 'আমটা ভালো না খারাপ দেখার কথা তো আমার। কিন্তু দেখছি নোট দেখছ তুমি।' জবাবে শুনতে পেলেন, 'আর বলবেন না। গতকাল কেউ একজন আম কিনে একটা ২০০ টাকার নোট দিয়েছিল। পরে বুঝতে পারি নোটটি জাল। ফের বিজনের প্রশ্ন, 'এখন দুশো টাকাও জাল হচ্ছে?' বাজারের রিপোর্ট, ৫০০ টাকার পাশাপাশি ২০০. ১০০ টাকা, এমনকি ৫০ টাকারও জাল নোট ঢুকে গিয়েছে মালদা শহরে।

বিষয়টি উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে। তাই পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার আগে জেলা পুলিশ সুপারকে চিঠি লিখে হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছে বণিক মহল। শুধু কানাই মণ্ডলই নন, মালদা শহরের বাজারগুলির বহু বিক্রেতাই এমন অভিযোগ তুলেছেন। তবে সেই অভিযোগ যে শুধু কথার কথা নয় তা মেনে নিয়েছেন বণিক সংগঠনগুলির নেতারাও। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের জেলা সভাপতি উজ্জ্বল সাহা জাল নোটের সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে বলছেন, 'আমাদের কাছে প্রতিনিয়ত ছোট-বড় ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করছেন। অনেকে ৫০, ১০০ টাকার জাল নোট এনে আমাদের দেখিয়েছেন। ব্যাংক থেকে নিয়ে আসা টাকার বান্ডিল থেকেও আসলের সঙ্গে জাল টাকা পাওয়া যাচ্ছে বলে আবার অনেক বড় ব্যবসায়ী অভিযোগ করেছেন। পুলিশ প্রায়শই জাল টাকার বিরুদ্ধে হানা দিয়ে সফল হচ্ছে। কিন্তু আমরা চাই ব্যাংকগুলির উদ্যোগে সাধারণ মানুষের মধ্যে জাল টাকা নিয়ে সচেতনতা শিবির করা হোক।' জাল নোটের কারবার বন্ধে তাঁদের তরফেও পুলিশ সুপারকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানান মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের জেলা সভাপতি জয়ন্ত কুণ্ডু।

> প্রতিনিয়ত ছোট-বড় ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করছেন। অনেকে ৫০, ১০০ টাকার জাল নোট এনে আমাদের দেখিয়েছেন। ব্যাংক থেকে নিয়ে আসা টাকার বান্ডিল থেকেও আসলের সঙ্গে জাল টাকা পাওয়া যাচ্ছে বলে আবার অনেক বড় ব্যবসায়ী অভিযোগ করেছেন।
>
> **উজ্জ্বল সাহা,** *জেলা সভাপতি, মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, মালদা*

আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি সুডা'র

বাড়ি বানাননি ১২০০ উপভোক্তা

রাহুল দেব ও বরুণকুমার মজুমদার

রায়গঞ্জ ও ডালখোলা, ১৪ জুন : সরকারি টাকা পেয়েও যে উপভোক্তারা এখনও বাড়ি তৈরি করেননি, তাঁদের বিরুদ্ধে এবার কড়া আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিল স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সুডা)। শনিবার দুই দিনাজপুর ও মালদা জেলার ৯টি পুরসভার প্রতিনিধিদের নিয়ে রায়গঞ্জের মোহরকুঞ্জে একটি বিশেষ বৈঠক ও প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিতে এসেছিলেন সুডার ডিরেক্টর জলি চৌধুরী ও অন্য আধিকারিকরা। সেখানেই সুডার পক্ষ থেকে জানানো হয়, এখনও প্রায় ১২০০ উপভোক্তা রয়েছেন যাঁরা 'হাউজিং ফর অল' প্রকল্পে টাকা পেয়েছেন, কিন্তু এখনও বাড়ি তৈরি করেননি। সরকারের তরফে তাঁদের সঙ্গে কথা বলা হবে। যদি তাঁরা বাড়ির কাজ সম্পূর্ণ না করেন, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিন দুপুরে রায়গঞ্জের মোহরকুঞ্জে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই মন্তব্য করেন সুডার ডিরেক্টর জলি চৌধুরী। এদিনের বৈঠকে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুডার পক্ষ থেকে বরুণ হালদার, করবী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

মূলত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও হাউজিং ফর অল বিষয়ে প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সুডা সূত্রেই জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে গৌড়বঙ্গের ৯টি পুরসভার অধীনে প্রায় আট হাজার বাড়ির কাজ চলছে। তাদের মধ্যে প্রায় ১২০০ বাড়ির উপভোক্তা টাকা তুলে নিলেও বাড়ির কাজ কিছুই করেননি।

সুডা ডিরেক্টর জলি চৌধুরী বলেন, 'এরকম বেশ কিছু ঘটনা আমাদের নজরে এসেছে। ব্যবস্থা নিতে হলে কিছু প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।' কী সেই প্রক্রিয়া? ডিরেক্টর বলেন, 'এক্ষেত্রে প্রথমে ১৫ দিনের মধ্যে বাড়ির কাজ সম্পন্ন করার জন্য উপভোক্তাকে একটি নোটিশ পাঠানো হয়। তাতে কাজ না হলে ৭ দিনের মধ্যে সেই কাজ সম্পন্ন করার আরও একটি নির্দেশিকা যাবে। তারপরেও কাজ না হলে উপভোক্তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হয়।' বাড়ি না বানানো ১২০০ উপভোক্তার বিরুদ্ধে সুডার হুঁশিয়ারি, আগামী দুই মাসের মধ্যে হয় আইনি পদক্ষেপ করা হবে, নয়তো টাকা ফেরত দিতে হবে।

সুডা জানিয়েছে, আগামীদিনে কোনও পুর এলাকাতেই ভাগাড় দেখা যাবে না। পরিবর্তে সেই জায়গায় তৈরি হবে কারখানা। আগামী এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত পুরসভা এলাকায় এই প্ল্যান্ট চালু করে দেওয়া হবে।

এদিন রায়গঞ্জের কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আগে ডালখোলা পুরসভাতেও বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেন সুডার প্রতিনিধিরা। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঢিলছোড়া দূরত্বে ডালখোলা পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ডেই ৪ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু হওয়ার কথা। ইতিমধ্যেই টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেও কাজ শুরু হয়নি। এদিন সুডার ডিরেক্টর জলি চৌধুরী ওই ডাম্পিং গ্রাউন্ড পরিদর্শন করে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। পরে পুর চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলারদের নিয়ে বৈঠক করেন সংস্থার কর্তা।

বিদ্যুৎ বিভ্রাট, দ্রুত পদক্ষেপে স্বস্তি

পুরাতন মালদা, ১৪ জুন : পুরাতন মালদা শহরের সদরঘাট এলাকায় ঘনঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরে চরম দুর্ভোগে পড়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শুক্রবার ১৫ এবং ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশে একটি ট্রান্সফর্মার বিকল হয়ে যায়। এই তীব্র গরমে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় থাকার ফলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। তবে বিদ্যুৎ বিভাগের তৎপরতায় সমস্যার দ্রুত সমাধান হওয়ায় স্বস্তি পেয়েছেন সদরঘাটের বাসিন্দারা।

শুক্রবার সন্ধ্যা থেকেই সদরঘাট এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একটিমাত্র ট্রান্সফর্মার দিয়ে এত বড় এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে বারবার লোডশেডিং হচ্ছিল। এই তীব্র গরমে ফ্যান, এসি বন্ধ থাকায় ছোট থেকে বয়স্ক সকলকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। এমন অবস্থায় এলাকার ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা একজোট হয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের আধিকারিকদের বিষয়টি জানান।

খবর পেয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ দ্রুত পদক্ষেপ করে। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির মঙ্গলবাড়ি শাখার স্টেশন ম্যানেজার গণেশ চৌধুরী এবিষয়ে জানান, প্রচণ্ড গরমে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ট্রান্সফর্মারটি ঠিকমতো কাজ করছিল না। ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বারবার ব্যাহত হচ্ছিল। পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে তড়িঘড়ি বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা ওই রাতেই এলাকায় একটি অতিরিক্ত ট্রান্সফর্মার বসানোর কাজ শুরু করেন। রাত প্রায় ৯টা নাগাদ নতুন ট্রান্সফর্মারটি বসানো হয়। তারপর থেকে এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা সৌমেন ঘোষ বলেন, 'সন্ধ্যা থেকে এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় এই গরমে আমরা খুব সমস্যায় পড়েছিলাম। তবে বিদ্যুৎ বিভাগকে জানানোর পর তারা দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে।' প্রথমে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও, দ্রুত সমস্যার সমাধান হওয়ায় স্বস্তি পেয়েছেন স্থানীয়রা। বাড়তি ট্রান্সফর্মার বসানোয় সদরঘাট এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ আরও মসৃণ হবে বলে আশা করছেন এলাকাবাসী।

জমি বিবাদে জখম ১০

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৪ জুন : জমির দখল নিয়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে সংঘর্ষে ১০ জন জখম হলেন। শনিবার হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের বড়ই গ্রাম পঞ্চায়েতের টেংরিয়াপাড়া এলাকার ঘটনা। টেংরিয়াপাড়ায় ১৩ শতক জমির দখল নিয়ে মহবুব আলম ও সাদেক আলির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ চলছে। জমিটি সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে সাদেক আলির দখলে রয়েছে। অভিযোগ, সাদেকের দখলে থাকলেও ওই জমি আসলে মহবুবের। এ নিয়ে এলাকায় একাধিকবার সালিশিও হয়। জমির এক-চতুর্থাংশ সাদেককে দিতে হবে বলে সেখানে স্থির হয়। তবে সাদেক পুরো জমির দখল নিতে চান বলে অভিযোগ। মহবুব এদিন সেই জমিতে চালাঘর তুলছিলেন। একে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। আহতদের সকলকেই প্রথমে হরিশ্চন্দ্রপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে সেখান থেকে চারজনকে চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা বলেন, 'লিখিত অভিযোগ হলে সব খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সাদেকের স্ত্রী বাবলি বিবি এখন বড়ই গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম সদস্য। তাঁর দাবি, 'জমি আমাদের নামে রয়েছে। এর নথিও রয়েছে। মহবুব ঘর তুলছিল বলে আমার স্বামী বাধা দিতে গেলে তখন হামলা করে।' সংঘর্ষের ঘটনায় মহবুবের মাথা ফেটেছে। তিনি বলেন, 'হুমকি দিয়ে ক্ষমতার জোরে সাদেক আমার জায়গা দখল করতে চাইছে। ওরাই এসে আমাদের ওপর হামলা চালায়।'

পুলিশ হেপাজত

বহরমপুর, ১৪ জুন : স্বামীকে খুনের অভিযোগে ধৃত স্ত্রী ও তার সঙ্গীকে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিল লালবাগ মহকুমা আদালত। ভগবানগোলার এসডিপিও বিমান হালদার বলেন, 'খুনের পর দুজন গা-ঢাকা দিয়েছিল। অবশেষে তাদের দমদম বিমানবন্দর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।' তারা দমদম থেকে ভিনরাজ্যে পালানোর ছক কষেছিল বলে জেরায় স্বীকার করে নিয়েছে। প্রসঙ্গত, সুবর্ণমৃগী ডাকবাংলো এলাকা থেকে আবর্জনার স্তূপে আলতাব শেখ নামে এক পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ উদ্ধার হয় দিন কয়েক আগে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী ও পড়শি গ্রামের বাসিন্দা পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। স্ত্রীর পরকীয়ায় বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় খুন হতে হয় আলতাবকে।

বাংলাদেশি ধৃত

ডোমকল, ১৪ জুন : সুযোগ পেলেই ভারত-বাংলাদেশ সীমারেখা টপকে ভারতের মুর্শিদাবাদে ঢুকে পড়ছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা। আর সেইমতো জেলার রামনগর এলাকা দিয়ে গোপনে ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করার মুহূর্তেই পাকড়াও হল বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। ঘটনায় শনিবার শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। ধৃতের নাম মহম্মদ উজ্জ্বল। জানা যায়, সন্দেহজনক অবস্থায় ঘোরাঘুরির সময় প্রথমে আটক করা হয় মহম্মদ উজ্জ্বল নামের ওই ব্যক্তিকে।

দোকানে আগুন

বালুরঘাট, ১৪ জুন : দোকানে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার দুপুরে ২০ নম্বর ওয়ার্ডের যুব সংঘ ক্লাব লাগোয়া এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রের খবর, ওই এলাকায় ট্রান্সফর্মারের গা ঘেঁষে রয়েছে একটি দোকান। দোকানের টিনের চালার উপর জমে থাকা জঞ্জালে আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরাও সেখানে আসেন। প্রায় আধঘণ্টার চেষ্টায় আগুন পুরোপুরি নেভে। কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে দমকলের তরফে জানানো হয়েছে।

বিকল ইঞ্জিন

বালুরঘাট, ১৪ জুন : স্টেশন থেকে রওনা হওয়ার ঠিক আগে বালুরঘাট-হাওড়া এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেলে ভোগান্তি হল। শুক্রবার রাত ৮টা বেজে ৪৫ মিনিটের বদলে ট্রেনটি রাত সাড়ে ১০টায় প্ল্যাটফর্ম ছাড়ে। যার জেরে যাত্রী অসন্তোষ চরমে ওঠে। রেল কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে পরিস্থিতি পরে স্বাভাবিক হয়। বিকল্প ইঞ্জিন আসার পর ট্রেনটি হাওড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

শ্লীলতাহানি

কালিয়াগঞ্জ, ১৪ জুন : কালিগঞ্জের একটি দোকানে এক মহিলার শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় দোকানদারের বিরুদ্ধে কালিয়াগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে দোকানদারকে আটক করা হয়েছে।

পড়তে হবে

১৪ জুন পত্রিকার ৫-এর পাতায় প্রকাশিত 'চর্চায় চোর' শীর্ষক খবরে বংশীহারী বিডিও অফিসের পরিবর্তে বংশীহারী বিএল অ্যান্ড এলআরও অফিস পড়তে হবে।

শনিবার ইংরেজবাজারের রামকেলিতে মেলার সূচনায় ভিড়। -সংবাদচিত্র

আমন্ত্রণ না পেয়ে ক্ষুব্ধ বিজেপি

মেলা শুরু চৈতন্যের রামকেলিতে

হরষিত সিংহ

মালদা, ১৪ জুন : ৫১১ বছর পূর্ণ! জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব মালদায় পদার্পণ করেছিলেন। নিলাচল থেকে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে মধ্যরাতে মালদায় পৌঁছান শ্রীচৈতন্যদেব। কেলি কদম্ব, তমাল গাছের নীচে রূপ সনাতনকে কৃপা করেছিলেন। তারপর থেকেই প্রতিবছর রীতি মেনে মালদার গৌড় প্রাঙ্গণে রামকেলিতে মহাপ্রভুর আগমন দিবস উপলক্ষ্যে মেলা হয়ে আসছে। দূরদূরান্তের সাধু, সন্ন্যাসীরা এসেছেন। কীর্তন ও বাউলের সুরে মেলা চলবে তিনদিন। এবছরও মালদা জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে মেলার আয়োজন করা হয়েছে। রীতি মেনে শনিবার কেলি কদম্বের তলায় মৃদঙ্গের সুরে মেলার সূচনা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া, জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব প্রমুখ। মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্তিতে পুজো হয় প্রথমে। তারপর উপস্থিত বিশিষ্টরা মহাপ্রভুর গলায় মাল্যদান করেন। জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, 'তিনদিনের মেলায় রাজ্য সরকারের তরফে সমস্ত রকম সুব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সমস্ত দিক নজর রাখা হচ্ছে। নিরাপত্তার ব্যবস্থা মজবুত করা হয়েছে।' জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এক কোটি টাকা ব্যয়ে রামকেলি মন্দির যাওয়ার পথে তৈরি করা হয়েছে একটি কংক্রিটের তোরণ। যার উদ্বোধন হয়েছে এদিন।

> মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব আজকের এই দিনে পদার্পণ করেছিলেন রামকেলি প্রাঙ্গণে। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রূপ সনাতন। মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রায় ছয় বছর পর রূপ সনাতন এখানে এসেছিলেন। এখানেই মহাপ্রভু কৃপা করেছিলেন রূপ সনাতনকে।
>
> **মদন পাণিগ্রাহী**
> মন্দিরের সেবায়েত

এদিকে, ইংরেজবাজারের বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরিকে মেলার উদবোধনে আমন্ত্রণ না জানানোয় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। দক্ষিণ মালদার বিজেপি সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'বিধায়ক দলের হয় না। তিনি জনপ্রতিনিধি। তাই সরকারি অনুষ্ঠানে থাকার অধিকার আছে তাঁর।'

জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে মূল মেলা হলেও একদিন আগে থেকেই ভক্তদের ভিড় উপচে পড়েছে। প্রচণ্ড গরমে আমবাগানে আশ্রয় নিয়েছেন দূরদূরান্ত থেকে আসা ধর্মপ্রাণ মানুষ। পিয়াসবাড়ি মোড় থেকে রামকেলি হয়ে গৌড় পর্যন্ত রাস্তার দুই ধারে বিস্তৃত মেলা। নানান আশ্রমের পক্ষ থেকে ক্যাম্প করা হয়েছে মেলা প্রাঙ্গণে। সেগুলিতে এদিন থেকেই শুরু হয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। সুন্দর আনন্দ গিরি মহারাজ বলেন, 'চারদিন ধরে থাকব। এই আমবাগানে এখন আমাদের সব। সমস্ত সাধুর মিলন হবে এখানে।' শনিবার অধিবেশন হলেও মূলত মেলা শুরু হবে রবিবার থেকে। মন্দিরের সেবায়েত মদন পাণিগ্রাহী বলেন, 'মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেব আজকের এই দিনে পদার্পণ করেছিলেন রামকেলি প্রাঙ্গণে। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রূপ সনাতন। মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রায় ছয় বছর পর রূপ সনাতন এখানে এসেছিলেন। এখানেই মহাপ্রভু কৃপা করেছিলেন রূপ সনাতনকে। তারপর থেকেই প্রতিবছর প্রভুর পদার্পণ দিবস উপলক্ষ্যে রামকেলিমেলা হয়ে আসছে।'

মাছ কমছে গঙ্গায়

অর্ণব চক্রবর্তী

ফরাক্কা, ১৪ জুন : কল্লোলিনী গঙ্গা ...বিস্তীর্ণ জলরাশির সম্ভার নিয়ে বয়ে চলেছে নিরবধি। একসময় নানা জলজ প্রাণীর পাশাপাশি বিভিন্ন মাছেদের একটা বড় অংশের অবাধ বিচরণক্ষেত্র ছিল নদীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিকে হয়ে যেতে বসেছে গঙ্গায় মাছেদের সেই নিজস্ব খেয়ালে বয়ে চলা। ফলে মৎস্যচাষিদের মাথায় যেমন হাত পড়েছে, তেমনই ছোট মাছের স্বাদ খুঁজতে থাকা ভোজনরসিক বাঙালিদেরও রীতিমতো হতাশ হতে হচ্ছে।

ফরাক্কা বাজারে দীর্ঘদিনে ধরে মাছ বিক্রি করেন গৌর চৌধুরী। তাঁর কথায়, 'গঙ্গাতে জল অনেকটাই কমে যাওয়ায় গঙ্গা শুকিয়ে যাচ্ছে। তার পাশাপাশি পর্যাপ্ত বৃষ্টির অভাবও রয়েছে। চড়া গরম এবং শীতে মাছ একদমই পাওয়া যাচ্ছে না। যেটুকু আসছে সেগুলোও আবার জঙ্গিপুর, রায়গঞ্জ, মালদা সহ বিভিন্ন দিকে চলে যাচ্ছে।' বিগত কয়েকদিন থেকে বড় মাছের দেখাই মিলছে না। ইলিশ তো একটাও নেই গঙ্গায়, যেটুকু দু'দিন আগে পাওয়া গিয়েছিল তা-ও আবার চালানি বলে তিনি জানান।

আরেক ব্যবসায়ী রঞ্জিত হালদার বলেন, 'বছর আট-দশ আগেও এই সময় ৫ কুইন্টাল মতো মাছ বাজারে আসত। সেখানে এখন আসে বড়জোর তিন থেকে সাড়ে তিন। এই অবস্থায় মাঝে মাঝে দোকান বন্ধ রাখছি। বিক্রিবাটার অভাবে সংসার চালানোই দায় হয়ে পড়েছে।' পাশাপাশি মাছের প্রতি আগ্রহ কমেছে ক্রেতাদের। এখানে মাছ বাজারে আর তেমন ভিড় নেই। মানুষের স্বাদ বদল হয়ে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে চটজলদি পাওয়া যায় বলে মাংস ও ডিমের প্রতি ঝোঁক বাড়ছে বলে তিনি জানান।

কেন কমছে মাছ

- গঙ্গায় মাছ কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ দূষণ
- পলি জমে গঙ্গার নদীখাত ভরাট হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাগুলোও রয়েছে
- ছোট অবস্থায় মাছ ধরে ফেলার প্রবণতাও সমস্যার কারণ

গঙ্গায় মাছ কমার কারণ প্রসঙ্গে ফরাক্কা ব্লক ফিশারি এক্সটেনশন অফিসার সুনীত পাল বলেন, 'গঙ্গায় মাছ কমে যাওয়ার পেছনে বিভিন্ন দিক রয়েছে। তার মধ্যে দূষণ অন্যতম কারণ। পলি জমে গঙ্গার নদীখাত ভরাট হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাগুলোও রয়েছে।' মাছের অবাধ বিচরণভূমি যে জল তার পরিমাণ যদি কমে যায় তাহলে সেখানে মাছেদের অনায়াসে বিচরণ করা সমস্যার হয়ে পড়ে। তার পরেও অনেক সময় মাছ গঙ্গায় ছাড়া হচ্ছে কিন্তু দূষণ মাত্রা বাড়লে মাছ ছাড়লেও বৃদ্ধি হবে না বলে তিনি জানান। এরপরেই তাঁর সংযোজন, 'নানা কারণে প্রজননের স্বাভাবিক হ্যাবিট পরিবর্তন হয়েছে মাছেদের। পাশাপাশি রয়েছে ছোট অবস্থায় মাছ ধরে ফেলার প্রবণতাও। মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাবও একটা বড় কারণ।' মশারি জাল এবং ফাঁস জালে মাছ না ধরার জন্য তাঁরা সবসময় প্রচার করেন। তারপরেও কোনও পরিবর্তন হয় না। এই অবস্থায় ধারাবাহিকভাবে আবারও বাজারে প্রচার শুরু করতে চলেছেন তাঁরা।

১১এ আসন

প্রথম পাতার পর

বিমানে উঠতে বুক দুরুদুরু করা এখন স্বাভাবিক। দুর্ঘটনার স্মৃতি ভেসে ওঠে। কিন্তু ১১এ আসনের 'জাদুতে' বিশ্বাসের পাল্লা বাড়ছে। কলকাতার এক ভ্রমণ সংস্থার কর্মী বললেন, 'বিমানে জরুরি নির্গমন দরজার পাশের আসনটি খালি কি না, আগে জেনে নিতে চাইছেন যাত্রীরা। একজন তো বলেই ফেললেন, দেখবেন দাদা, যেন বিশ্বাসদার ওই সিটটা পাই!'

অথচ এতদিন যাঁরা নিয়মিত বিমানে যাতায়াত করেন, তাঁরা এড়িয়ে চলতেন ওই আসনটি। কারণ, আসনটি ঠিকমতো নড়ানো যায় না। আরামদায়কও নয়। কিন্তু এখন বিশ্বাসের ঠেলায় সেই অসুবিধা পিছনে ঠেলে দিচ্ছেন অনেকে। ১১এ চাই-ই চাই। অথচ আসনটিতে সমস্যা কম নয়। এক বেসরকারি বিমান সংস্থার আধিকারিক জানালেন, 'এই আসনটিতে যাত্রী শারীরিকভাবে সক্ষম হলে ভালো। কেননা, জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত দরজা খুলে অন্যদের সাহায্য করতে হয় ওই আসনের যাত্রীকে।'

যদিও বিমান বিশেষজ্ঞ অঙ্গদ সিংয়ের মতে, 'বিষয়টি একেবারেই কাকতালীয়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিমানের পিছন বা একেবারে সামনের দিক কিছুটা বেশি নিরাপদ মনে করা হয়। মাঝখানটা তুলনামূলকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। আহমেদাবাদের দুর্ঘটনায় ১১এ আসন মাঝামাঝি ছিল, ডানার ঠিক আগে।'

আবার সব বিমানে আসন বিন্যাস একরকম থাকে না। ১১এ সবসময়েই জরুরি দরজার পাশে নাও থাকতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস এফেক্টে কে শোনে কার কথা। তার মধ্যে ২৭ বছর আগের দুর্ঘটনায় জীবিত যাত্রী রুয়াংসাক বলছেন, 'ভারতে দুর্ঘটনায় একমাত্র জীবিত যাত্রী আমার মতোই ১১এ নম্বরের আসনে বসেছিলেন।' ওই দুর্ঘটনায় বেঁচে এখন তিনি দ্বিতীয় জীবনে আছেন বলছেন। ফলে বিশ্বাস এফেক্টের পোয়াবারো।

আগামী সপ্তাহে আমেরিকা যাওয়া নির্ধারিত আছে কলকাতার এক অবাঙালির। তিনি বুকিং সংস্থাকে বলে দিয়েছেন, '১১এ না পেলে যাবই না। ওই নম্বরের আসন পেতে যত দাম লাগে দেব।' নিয়মিত বিমানযাত্রা করেন, এমন একজনের বক্তব্য, 'জানি, জীবন-মৃত্যু ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু যেখানে একটু হলেও বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা, সেই আসন বুক করার চেষ্টা করব না কেন!'

ন্যাশনাল এজেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া মানছে, বিমানের ইমার্জেন্সি এগজিটের কাছে আসন পাওয়ার চাহিদা কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। সব বিমানে দরজার পাশে না থাকলেও নজর ১১এ আসনেই। তা যেখানেই থাকুক আসনটি। ট্রাভেল এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার এক কর্মকর্তা অঞ্জলি ধানুকা বলছেন, 'সবটাই বিশ্বাসের ব্যাপার। ওই আসন পেলে যেন যাত্রীরা শান্তি পাচ্ছেন।'

আয়রন ডোম

প্রথম পাতার পর

ওই গোষ্ঠীর রাজনৈতিক শাখার নেতা ইজ্জত আল-রিশেক বলেন, 'সব অহংকারের জবাব দেওয়া যায়। আগ্রাসন হলে শাস্তি পেতেই হবে।' তাঁর কথায়, 'ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে প্রচুর প্রচার হয়েছে। বাস্তবে দেখা গেল, ইরানের কয়েক ডজন ক্ষেপণাস্ত্র ইজরায়েলি লক্ষ্যবস্তুতে সফলভাবে আঘাত করেছে।'

আমেরিকার সঙ্গে ওমানে নির্ধারিত রবিবারের পরমাণু বৈঠক বাতিল করে ইরানের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই শনিবার বলেন, 'অন্য পক্ষ যে আচরণ করছে তাতে আলোচনা সম্ভব নয়। আলোচনায় বসবেন, নাকি ইজরায়েলকে ইরানে হামলার সুযোগ করে দেবেন, সেটা আপনাকেই ঠিক করতে হবে।' ট্রাম্প শনিবার বলেন, 'আমেরিকার অবস্থান স্পষ্ট। ওদের (ইরান) পরমাণু বোমা তৈরি করতে দেওয়া যাবে না।' ট্রাম্পের কথায়, 'আলোচনার জন্য ইরানকে অনেক সময় দেওয়া হয়েছে।'

ইরান সরকারের মুখপাত্র ফাতেমেহ মোহাজেরানি বলেন, 'কোনও দেশ যদি ইজরায়েলকে সাহায্য করে আমরা তাদের ঘাঁটিগুলিকে নিশানা করব।'

কাদিপুরের রাস্তা যেন চষা জমি

গৌতম দাস

গাজোল, ১৪ জুন : এক নজরে দেখে বোঝার উপায় নেই রাস্তা, নাকি ট্র্যাক্টর দিয়ে চষা জমি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পেরিয়ে গিয়েছে ৭৭ বছর। কিন্তু এখনও আদিবাসী অধ্যুষিত বহু গ্রাম রয়ে গিয়েছে সভ্যতার আলোকবর্ষ দূরে। সুস্থভাবে বসবাস করার জন্য ন্যূনতম যে সমস্ত জিনিস দরকার, তেমন সমস্ত অধিকার থেকেই বঞ্চিত তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। এমনই এক গ্রাম দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধাওয়েল সংলগ্ন কাদিপুর। তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই গ্রামে বসবাস করেন প্রায় দুই হাজার মানুষ। কিন্তু গ্রামটি থেকে পাকা রাস্তায় পৌঁছাতে বা পাকা সড়ক থেকে গ্রামে প্রবেশ করতে প্রায় ৪০০ মিটার কাঁচা রাস্তায় পথ চলতে হয়। সেই কাঁচা রাস্তাও বর্তমানে চলাচলের অযোগ্য। গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েও অবস্থার বদল না ঘটায়

এবার সদর মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হলেন গ্রামবাসীরা।

রাজ্যে আগামী বছর বিধানসভা ভোট। ফের নেতাদের পা পড়বে, আশ্বাস মিলবে বিস্তর উন্নয়নের। যেমন মিলেছে অতীতের নানা ভোটে। কিন্তু গ্রামবাসীদের উপলব্ধি, কাজের কাজ কিছুই হয় না। যেমন কিরণ মুর্মু ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের এই রাস্তাটি পাকা করে দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়ে আসছি। কিন্তু কিছুই করা হচ্ছে না। ভোটের আগে সব দলের নেতারা আমাদের আশ্বস্ত করেন, ভোটের পর রাস্তাটি পাকা করে দেওয়া হবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতিই সার। আজ পর্যন্ত আমাদের আবেদনে কেউই সাড়া দেননি।' গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, রাস্তাটি দিয়ে প্রতিদিন ছাত্রছাত্রীরা ধাওয়েল হাইস্কুল এবং প্রাইমারি স্কুলে যাতায়াত করে।

অভিযোগ

- বেহাল কাঁচা রাস্তাই ভরসা স্কুল পড়ুয়া থেকে কৃষকদের
- চারশো মিটার কাঁচা রাস্তার হাল ফেরাতে ব্যর্থ গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক প্রশাসন
- গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক প্রশাসনে আস্থা হারিয়ে মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ কাদিপুর

স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আইসিডিএস কেন্দ্রে যেতে হলে এই রাস্তা ধরেই যেতে হয়। কৃষকরা যে ফসল উৎপন্ন করেন, তা বাজারে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা এটি। কিন্তু প্রশাসনিক উদাসীনতায় দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য। মাস ছয়েক আগে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং বিডিও অফিসে আবেদন করেছিলেন গ্রামবাসীরা, কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

গৃহবধূ ভারতী মুর্মুর অভিযোগ, 'গ্রামে পানীয় জলের তেমন কোনও ব্যবস্থা নেই। নলকূপ থেকে খাবার জল সংগ্রহ করতে হয়। গরমের সময় নলকূপ থেকে জল ওঠে না। তখন প্রায় দেড় কিলোমিটার দূর থেকে জল আনতে হয়। এই রাস্তা দিয়ে জল আনতে যাওয়ার সময় প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। সরকারের কাছে আবেদন করছি, যাতে আমাদের রাস্তাটি মেরামত করে দেওয়া হয়।' মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দেওয়ার পর প্রশাসনিক পদক্ষেপের অপেক্ষায় গ্রামটির প্রায় দু'হাজার মানুষ।

বর্ষায় বিপর্যয়ের আশঙ্কা বাসিন্দাদের

মাফিয়াদের দাপটে দুর্বল কুলিক বাঁধ

দীপঙ্কর মিত্র

কুলিক বাঁধে মাটি ফেলে দায়সারা কাজ হচ্ছে। -সংবাদচিত্র

রায়গঞ্জ, ১৪ জুন : মাটি মাফিয়াদের ট্র্যাক্টরের দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত কুলিক নদীর বাঁধ। একাধিক জায়গায় ফাটল। সব দেখেও চুপ সেচ দপ্তর। মাফিয়াদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ না করে স্রেফ নজর রাখার কথা বলে ও বাঁধের রাস্তায় মাটি ফেলে দায় সারতে চাইছেন সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের আধিকারিকরা। এদিকে বাঁধের মাটি আলগা হয়ে যাওয়ায় ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়েছে বাঁধ। বর্ষায় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এলেঙ্গা থেকে কুলিক নদীর বাঁধ ধরে রায়গঞ্জ শহরের ইসকন মন্দির ও ঠাকুরবাড়ির বাঘরোল ঘাট বাঁধ বরাবর ভাসিডাঙ্গা গেলে দেখা যাবে, নদীবাঁধের একাধিক জায়গায় তৈরি হয়েছে গর্ত। বাঁধের দু'পাশে লাগানো গাছও অনেক জায়গায় কেটে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে। ভারী বর্ষা হলে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। শুক্রবার অবশ্য দেখা গেল, কিছু কর্মী মাটি দিয়ে গর্তগুলি ভরাট করছেন। কিন্তু সেচ দপ্তরের এই দায়সারা কাজ নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, এতে অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। যাঁরা দিনের পর দিন বেআইনিভাবে বাঁধের মাটি ও গাছ কেটে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকার মানুষ। মাড়াইকুড়ার বাসিন্দা সুকান্ত ঘোষ বলেন, 'মাটি কারবারিদের থামাতে না পারলে বাঁধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। বাঁধ সংলগ্ন এলাকার মাটি কেটে শেষ করে দিচ্ছে। প্রতি বছর বর্ষার আগে সেচ দপ্তর বস্তায় মাটি ভরে গর্তগুলি পূরণ করে। কিন্তু এতে লাভ কিছুই হয় না।' একই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দা আলতাব হোসেনেরও। তিনি বলেন, 'বাঁধের দু'পাশে পাথর দিয়ে গার্ডওয়াল দেওয়া উচিত। মাটি দিয়ে গর্তগুলি সংস্কার করে লাভ হবে না।'

বাঁধের অবস্থা

- বাঁধ সংলগ্ন মাটি ও গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে
- প্রতিনিয়ত মাটিবোঝাই ট্র্যাক্টর যাতায়াতে তৈরি হয়েছে গর্ত, বাঁধ হয়েছে দুর্বল
- ছোট-বড় মিলিয়ে অন্তত ৫০টি স্থানে গর্ত ও ফাটল
- শুধু মাটি দিয়ে তাপ্পি সেচ দপ্তরের
- বাস্তুকার বলছেন, সাধারণ মানুষ সচেতন হলেই বাঁধ রক্ষা সম্ভব

বাঁধ সংলগ্ন বাসিন্দাদের অভিযোগ, অধিকাংশ জায়গায় বাঁধ কেটে জমিতে ট্র্যাক্টর নামানোর রাস্তা, কোথাও আবার বাড়িতে যাওয়ার রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। নরম বাঁধের ওপর দিয়ে ট্র্যাক্টর চলাচল করায় বড় বড় খাদ তৈরি হয়েছে। অন্তত ৫০টি জায়গায় এরকম গর্ত, খাদ ও ফাটল সৃষ্টি হয়েছে।

এলেঙ্গার বাসিন্দা পানাউল্লা সরকারের কথায়, 'বাঁধের অবস্থা বিপজ্জনক। প্রতিবছর বন্যায় এই এলাকায় বাঁধ ভেঙে নদীর জল ঢুকে পড়ে। কয়েক বছর আগে বন্যায় ডুবেছিলাম। এবারও বন্যা হলে ডুবতে হবে।'

উত্তর দিনাজপুর জেলা সেচ দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকার নীরজকুমার সিং বলেন, 'নদীবাঁধের কিছু জায়গায় মাটিভর্তি ট্র্যাক্টর যাতায়াত করায় বাঁধ নষ্ট হয়েছে। অনেকে নিজেদের মতো বাঁধ কেটে রাস্তা তৈরি করেছেন। আমরা সবটাই নজরে রেখেছি। যেসব জায়গায় বাঁধ ঘেঁষে নদী গিয়েছে সেগুলো সংস্কার করা হচ্ছে। তবে বাঁধ ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা নেই।'

কিন্তু যাঁরা এভাবে বাঁধের ক্ষতি করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক স্তরে আইনি ব্যবস্থা কী নেওয়া হয়েছে, সেই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি বাস্তুকারের কাছে। উলটে তিনি বাঁধ রক্ষার দায় চাপিয়েছেন সাধারণ মানুষের ঘাড়েই। তাঁর বক্তব্য, 'এলাকার সাধারণ মানুষ সচেতন না হলে বাঁধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। নাগরিক জ্ঞান থাকা দরকার। আমাদের পক্ষে দিন-রাত বাঁধ পাহারা দেওয়া সম্ভব নয়।'

বধূকে খুনের অভিযোগ

বহরমপুর, ১৪ জুন : দাবিমতো পণ না মেলায় বধূকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সুবর্ণমৃগী লাগোয়া এলাকায়। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম লিজা বিবি (২৭)। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।' পেশায় রাজমিস্ত্রি রজব শেখের সঙ্গে বিয়ে হয় লিজা বিবির। বিয়ের পর থেকে রজব গৃহবধূকে পণ হিসেবে টাকা নিয়ে আসতে বলে। কিন্তু গৃহবধূ টাকা আনতে অস্বীকার করায় তাঁর ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হত বলে অভিযোগ। এদিন গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে প্রাণে মেরে তারপর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

সুগারের হাব

প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি ভিনরাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

এলাকায় এই বেআইনি কারবার চলার বিষয়টি শাহবাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাবণ মণ্ডল স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'এই কারবার করে অনেকেই বাড়ি, গাড়ি কিনে ফেলেছে। তাদের দেখে আরও অনেকে এই কারবারে জড়িয়ে পড়ছে।' পুলিশ অভিযান চালিয়ে এই কাববারিদের গ্রেপ্তার করলেও এখানে কিছুতেই এই কারবারের দাপট রোখা যাচ্ছে না বলে প্রধান স্বীকার করেন। মোজমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আফরোজা খাতুনেরও একই কথা। তিনি বললেন, 'মোজমপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় ব্রাউন সুগারের কারবার চলছে। এনিয়ে কারবারিদের নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোলে এলাকা উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।' সমস্যা মেটাতে কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থার দাবিতে জনপ্রতিনিধিরা সরব হয়েছেন।

মুখে কালি

প্রথম পাতার পর

কিন্তু তারা তা করেনি। যে কারণে গ্রামের মহিলারা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তাদের গ্রামে থাকতে দিতে চাইছেন না এলাকাবাসী।'

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মেয়েটি। তাঁর বক্তব্য, 'গ্রামের লোক আমাদের থাকতে দিতে চাইছে না। তাহলে আমরা কোথায় যাব। আর গ্রামবাসী যেভাবে বলছে আমরা বাড়িতে দেহব্যবসা চালাই। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। ওরা আমাদের বাড়ি ও দোকান ভাঙচুর করেছে। আমার মায়ের মাথায় আঘাত করেছে। আমাদের প্রতি ওদের কী কারণে আক্রোশ তা আমরা বুঝতে পারছি না।' স্থানীয় ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কৌশিক চৌধুরী বলেন, 'বিষয়টি আমি শুনেছি। ঠিক কী ঘটেছে তা খোঁজ নিয়ে দেখব।'

৪৮ প্রজাতির আম প্রদর্শন

বহরমপুর, ১৪ জুন : সাধারণ মানুষের কাছে মোগল এবং নবাবি আমলের আম পৌঁছে দিতে মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা এলাকায় বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল আম উৎসব। জেলার উদ্যান পালন দপ্তর ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে এই আয়োজন করা হয়েছে। এই উৎসবের উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) চিরন্তন প্রামাণিক। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক রিয়াত হোসেন সরকার, জেলা উদ্যান পালন দপ্তরের সহ অধিকর্তা প্রিয়রঞ্জন সন্নিগ্রাহী, জেলা পরিষদের সদস্য আবু সায়েম রিপন প্রমুখ। এই উৎসবকে ঘিরে আমপ্রেমী মানুষের ভিড় উপচে পড়বে বলে আশা করছেন আয়োজকরা।

ভগবানগোলার আম উৎসবে এবছর ৪৮ প্রজাতির আম প্রদর্শন করা হচ্ছে। এই তালিকায় রয়েছে লক্ষ্মণভোগ, কোহিতুর, হিমসাগর, গোলাপখাস, চন্দনখোসা, দ্বারভাঙ্গার পাশাপাশি বিদেশি প্রজাতির রেড হংকং, মিয়াজাকি, কিং অফ চাকাপাত, রেডপালমার। উদ্যোক্তাদের দাবি, আগামী বছর ১৫০ প্রজাতির আম প্রদর্শনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

অতিরিক্ত জেলা শাসক জানান, এই জেলায় কয়েকশো প্রজাতির উৎকৃষ্ট মানের আম প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। আমের সঠিক বিপণন ও আন্তর্জাতিক বাজারে আম রপ্তানির সুযোগ তৈরি করতে এই উৎসবের আয়োজন। তবে শুধু পাকা আম নয়, কাঁচা আমের সংরক্ষণ কীভাবে করা যায় সেবিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করা হয়েছে।

আম বিশেষজ্ঞ মহলের দাবি, পৃথিবীজুড়ে আমের উৎকর্ষতা এবং চাহিদা বৃদ্ধি করেছিল পর্তুগিজ, মোগল এবং বাংলার নবাবরা। নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই জেলায় ৪০০ অধিক প্রজাতির আম চাষ করা হত। সেক্ষেত্রে আমের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচর্যার জন্য কিল্লা নিজামত এলাকায় 'আম্বাখানা' তৈরি করা হয়েছিল। অথচ আজ পর্যন্ত এই জেলায় আম নিয়ে কোনও শিল্পকেন্দ্রিক বাণিজ্য গড়ে তোলা হয়নি। যদিও এই আম উৎসব সেদিক থেকে একটি পদক্ষেপ বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসনিক কর্তারা।

মেয়ে ঘরের লক্ষ্মী, বোঝালেন বাবা

চাঁচল, ১৪ জুন : শনিবার ফুল দিয়ে গাড়ি সাজিয়ে ধুমধাম করে সদ্যোজাত মেয়েকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে আসলেন বাবা। আনন্দে নিজের এলাকায় মিষ্টি বিতরণ করেন তিনি। লিঙ্গবৈষম্যকারীদের বার্তা দিতে এই আয়োজন বলে জানালেন চাঁচলের মতিহারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্তোষপুরের বাসিন্দা সাজিরুদ্দিন। পেশায় তিনি জেসিবি চালক। তাঁর এক পুত্র এবং এক কন্যাসন্তান রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে সাজিরুউদ্দিনের স্ত্রী মাসুদা খাতুন দ্বিতীয় কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। কন্যাসন্তান হওয়ার খবর পেয়ে খুশি হয়েছেন সাজিরুদ্দিন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা। এদিন মা এবং সদ্যোজাতকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়।

সাজিরুদ্দিনের কথায়, 'এখনও তাঁদের এলাকায় অনেকে কন্যাসন্তানের জন্ম হলে খুশি না হয়ে মন খারাপ করেন। পুত্রসন্তান হলে বেশি খুশি হন তাঁরা। এমন চিন্তাভাবনার মানুষদের যোগ্য জবাব দিতেই তাঁর এই আয়োজন।' তাঁর মতে, 'ছেলে বা মেয়ে সবাই সমান। মেয়ে তো ঘরের লক্ষ্মী।' মাসুদা বলেন, 'যুগ এগিয়ে গেলেও মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়নি। এখনও কন্যাসন্তানের জন্ম হলে অনেক মায়েদের আত্মীয়দের কাছে কটু কথা শুনতে হয়। আমি এবং আমার মেয়ে ভাগ্যবতী যে, আমরা এমন পরিবার পেয়েছি।'

রংদার রোববার

13 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৫ জুন ২০২৫ তেরো

১৪ ছোটগল্প অনিন্দ্য রায় আমেদ

১৫ ছোটগল্প নবকুমার বসু
আয় মন বেড়াতে যাবি অরবিন্দ ভট্টাচার্য

১৬ কবিতাগুচ্ছ সমর রায়চৌধুরী
কবিতা নন্দা হাংখিম, অজয় মজুমদার, কৌশিক সেন, মাধবী দাস, দীপশিখা পোদ্দার ও ইন্দ্রাণী বিশ্বাস মণ্ডল
ধারাবাহিক শেষ পর্ব পূর্বা সেনগুপ্ত

বাবা

আজ পিতৃদিবস। মাতৃদিবস নিয়ে যেমন হইচই হয়, সেরকম আলোচনা হয় না পিতৃদিবস নিয়ে। বাবাদের কথা তুলে আনা হল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। পুরাণেও 'সিঙ্গল ফাদার'রা ছিলেন। অন্য ভাষার সাহিত্যেও দাপট দেখিয়েছেন বাবারা। বাবাদের নিয়েই এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী।

শেষ পারানির কড়ি

বিজয় দে

স্কুলের ঘণ্টা বেজেছে কি বাজেনি, সে, ছোট্ট ছেলেটি, সে যেন একটা খুব পরিচিত শব্দ শুনতে পেয়েছে। তাই ছুট ছুট, এক দৌড়ে নদীর ঘাট। সেখানে আরও কেউ কেউ আছে। তবে সবাই যে স্কুলে যাবে এমনটা নয়। যাই হোক, সেখানে ইজের-প্যান্ট খুলে, ঘাড়ে গামছা আর মাথায় বইপত্তর নিয়ে সোজা নদীতে। একবুক জল। জল ঠেলতে ঠেলতে ওপারে যাওয়া। পারাপারের নৌকা থাকলেও, পারানির কড়ি দেওয়ার ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ পয়সা নেই। স্কুলের বারান্দায় পা রাখতেই হেডমাস্টার মশাইয়ের চিৎকার শোনা গেল ''ওরে গণেশ, গামছা দিয়া ভালো কইরা শরীর মুইছ্যা ক্লাসে ঢুকবি, নাইলে কিন্তু ঠান্ডা লাগব"। এই ছোট্ট ছেলেটির প্রতি হেডস্যরের বড়ই নজর।

স্কুল শেষ হলে সেই একই চিত্র। সেখানে যদিও ফেরার পথে হেডমাস্টার মশাইয়ের দেখা নেই। ফলে কোনওক্রমে প্যান্ট জামা পরে এক দৌড়ে বাড়ি। সেখানে ছেলেটির মা অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে এক পেট ভাত যা তখন ছেলেটির খুবই দরকার।

তারপর দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নেমে আসে। ছেলেটি কুপি জ্বালিয়ে বারান্দায় পড়াশোনায় বসে যায়। এবং বারান্দায় যথারীতি ভেজা গামছাটি প্রতিদিনের মতো হাওয়ায় হাওয়াও শুকোতে থাকে। কেননা আগামীদিনেও তো নদী পেরিয়ে স্কুলে যেতে হবে। এবং এর মধ্যেই সে বুঝে নিয়েছে, নদী না পেরোতে পারলে আবার শিক্ষা কীসের? কুমিল্লার চাঁদপুর আর ডাকাতিয়া নদীর হাওয়া এই কথাটি যেন বাতাসে বাতাসে প্রতিদিন জানান দিয়ে যায়।

বলা বাহুল্য এই ছোট্ট ছেলেটি আমার বাবা। স্বাভাবিকভাবেই বয়স বেড়ে যায়। ছোটবেলায় নদী পেরিয়ে স্কুলে যাবার গল্পের পর এসে গেল দেশ পেরোনোর গল্প। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর, বাবা যে সওদাগরি অফিসে চাকরি করতেন, সেখানে '৪৬য়ের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার হুলুসস্থুলুস চলছে। ঢাকা শহর আর নিরাপদ নয়, ফলে এক রাতের নোটিশে আবার ছুট ছুট, পরনে লুঙ্গি আর ফতুয়া, ঝোলার ভেতরে কিছু কাগজপত্তর, খুব গোপনে গোয়ালন্দ ঘাট থেকে রেলস্টেশন, সেখান থেকে ট্রেন ধরে সোজা ভাগ্যের সন্ধানে অজানা-অচেনা জলপাইগুড়ি।

বাবা অবশ্য কলকাতায় যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন, কেননা সেখানে অনেক আত্মীয়স্বজন আগেই চলে গিয়েছেন। কিন্তু দৈব যোগাযোগ এমনই, ঘাটে এসে গ্রামের সেই স্কুলের হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তিনিই পরামর্শ দিলেন, কলকাতায় বীভৎস দাঙ্গা চলছে, সুতরাং সেখানে না গিয়ে বরং জলপাইগুড়ির দিকে চলে গেলেই ভালো হয়। জলপাইগুড়ি অনেক নিরাপদ, সেখানে মাস্টামশাইয়ের অনেক ছাত্র ভালো চায়ের ব্যবসা করছে। স্যরের কথা শিরোধার্য। অতএব বাবার যাত্রাপথের দিক পালটে গেল। জীবনও পালটে গেল, বলা যায়। জন্মভূমির সঙ্গে সেই যে নাড়ির তার ছিঁড়ে গেল, '৪৭য়ের পর', কয়েকবার যাতায়াতেও আর জোড়া লাগেনি। কেননা বাবার মনে তখন একটাই কথা বাঁচতে হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ বাঁচতেই হবে। নদী জঙ্গল পেরিয়ে গিয়ে বাঁচতে হবে, জন্মভূমি পেরিয়ে গিয়েও বাঁচতে হবে।

সরল ও সাদাসিধে। ধুতি ও শার্ট। টিপিক্যাল চিরকালীন ভদ্রলোক। তিনি কোনও দিন মহল্লার হুজুর হতে পারেননি। বা চেষ্টাও করেননি। শহুরে প্যাঁচপয়জার তাঁর একেবারেই অনায়ত্ত ছিল।

ছেলের অসুখ, বৃষ্টির রাতে, চারদিক অন্ধকার হ্যারিকেন হাতে নিয়ে যে লোকটি ডাক্তারের খোঁজে বেরিয়েছেন, তিনিই আমার বাবা। মায়ের কঠিন অসুস্থতার সময়, যে লোকটি রান্না করে আমাদের খাইয়ে-দাইয়ে, বাসন মেজে কাজে চলে যেতেন, তিনিই আমার বাবা। আবার যে লোকটি পুজোর সময় নতুন জামাকাপড় পরা ছেলেমেয়েদের হাত ধরে প্রতিমা

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বাবা ও সন্তান দুজনেই যখন বিখ্যাত। নেহরু-ইন্দিরা, প্রকাশ-দীপিকা, হরিওয়াংশ-অমিতাভ।

পিতার নাম চারু মজুমদার

অভিজিৎ মজুমদার

গত শতকের সন '৬৭-র নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থানের আগে '৬২-র চিন-ভারত বা '৬৫-র ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত যুদ্ধের প্রেক্ষিতে আমার বাবার গ্রেপ্তার হওয়া এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের জেলখানায় ধর্না দিয়ে কারাবন্দি বাবাকে ক্ষণিকের জন্য দেখা তাঁর পরিবারের সন্তান হিসাবে আমাদের তিন ভাইবোনের নিতান্তই গা-সওয়া হয়ে উঠেছিল।

নকশালবাড়ি অভ্যুত্থান ঘটে যাওয়ার পরে আর কোনও কিছুই আগের মতো রইল না। নকশালবাড়ির স্থানীয় স্তরের নেতা থেকে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব পর্যন্ত নিশানা হয়ে পড়ল রাষ্ট্রের সহিংস প্রতিক্রিয়ার।

১৯৭১-এর ৪ অগাস্ট মধ্যরাতে সিপিআই (এমএল)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক, প্রতিষ্ঠিত কবি-লেখক-প্রাবন্ধিক সরোজ দত্তকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা ময়দানে গুলি করে হত্যা করে রাজ্য পুলিশ। পুলিশের খাতায় তিনি আজও নিখোঁজ।

এই বীভৎসতার ঠিক এক বছরের মাথায় ১৬ জুলাই, ১৯৭২ কলকাতার এন্টালির একটি গোপন আশ্রয় থেকে গ্রেপ্তার করা হয় আমার বাবা চারু মজুমদারকে।

গ্রেপ্তারে নেতৃত্ব দেওয়া কুখ্যাত পুলিশ অফিসার রুনু গুহনিয়োগীর স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ পায় যে গ্রেপ্তারের দিন থেকেই ইতিপূর্বে দু'দুবার হার্ট অ্যাটাকের রোগী, অশক্ত চারু মজুমদারের সঙ্গে থাকা পেথিডিন সহ অন্য জীবনদায়ী ওষুধগুলি চরম সংকট মুহূর্তের প্রয়োজনেও তাঁকে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয় না। এমনকি কার্ডিয়াক অ্যাজমার প্রকোপ বাড়লে সাময়িক স্বস্তির জন্য আবশ্যক অক্সিজেন সিলিন্ডারের সুবিধা থেকে বাবাকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল লালবাজার সেন্ট্রাল লকআপ সংলগ্ন একটি ছোট্ট ঘরে।

মনে আছে, ১৬ জুলাই একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের শিলিগুড়ির নিজস্ব সংবাদদাতা দুপুরবেলা বাড়ি এসে চারু মজুমদারের গ্রেপ্তারের খবর জানায়। আমার বড়দি অনীতা তখন কলকাতায় ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের হস্টেলে থেকে ডাক্তারি পড়ছে। দিন দুয়েকের মধ্যে মা আমার ছোড়দি মধুমিতা ও আমাকে নিয়ে কলকাতা পৌঁছে যান। ওখানে দিদিকে নিয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষের অনুমতি আদায় করে লালবাজারে বন্দি বাবাকে দেখতে পাই মাত্র অল্প সময়ের জন্য।

দেবী রায়, বিভূতি চক্রবর্তীর মতো 'এনকাউন্টার এক্সপার্ট' পুলিশ অফিসারদের ঘেরাটোপের মধ্যে মা'র জিজ্ঞাসার জবাবে বাবা জানান যে পুলিশ অফিসারদের উপর্যুপরি জেরার দরুন দুপুরবেলায় তাঁর প্রয়োজনীয় বিশ্রাম মেলে না।

২৫ জুলাই পুলিশ প্রধানরা বাবার সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেন। মা সহ আমরা দু'ভাইবোন ২৭ তারিখ সকালে শিলিগুড়িতে ফিরে আসি।

পরদিন সকালে হঠাৎ মায়ের চিৎকারে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখি উঠোনের অন্যপ্রান্তে আমার কমিউনিস্ট বিপ্লবী মা, সম্ভবত জীবনে সেই প্রথমবার কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে বসে পড়েছেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ভাষা আলাদা হলেও সব এক

বিতস্তা ঘোষাল

এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত
আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার
জীর্ণ ক'রে ওকে কোথায় নেবে?
ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক। (বাবরের প্রার্থনা, শঙ্খ ঘোষ)

বাবরের তাঁর অসুস্থ পুত্র হুমায়ুনের জন্য এই আকুতির মধ্যে দিয়েই এঁকে ফেলা যায় সাহিত্যের পাতায় কীভাবে বারবার ছুঁয়ে গেছে বাবাদের হাহাকার, সন্তানের জন্য তার উৎকণ্ঠা। 'বাবা' এই শব্দটা জন্মলগ্ন থেকে জড়িত। জীবনের প্রতি পদে মায়ের সঙ্গে যে মানুষটি প্রতিমুহূর্তে তার সন্তানের বেঁচে থাকা সুনিশ্চিত করেন, তিনি বাবা।

সারা বিশ্বের সাহিত্যেই তাই আমরা গল্প, উপন্যাসের চরিত্র হিসাবে একজন বাবাকে সক্রিয় বা নীরবে উপস্থিত থাকতে দেখি। ভারতীয় সংস্কৃতি প্রথম থেকেই যেহেতু পরিবারকেন্দ্রিক তাই তার উপস্থিতি সাহিত্যে ভীষণভাবেই পরিলক্ষিত হয়। শুরু করা যাক রামায়ণ দিয়েই। কারণ এখনও পর্যন্ত রামায়ণের মতো কোনও মহাকাব্য এত ভাষায় অনূদিত হয়নি। সেই মহাকাব্যে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র দশরথ। রামের বাবা। তাঁকে কেন্দ্র করেই বাকি কাব্যের গতিপথ নির্ধারিত। তাঁরই নির্দেশে রামের বনবাস। আবার রামায়ণেই দেখছি অপর দুই বাবাকে, যাঁদের সঙ্গে কাব্যের নায়িকা সীতার ভাগ্য জড়িয়ে। রাজা জনক ও লঙ্কেশ্বর রাবণ। পিতা হিসাবে দুজনেরই সন্তানের প্রতি ভালোবাসা, স্নেহ, হাহাকার, যন্ত্রণা কোথাও যেন পাঠককে নিজেদের বাবাদের কথা মনে করিয়ে দেয়।

আরেকটি কালজয়ী মহাকাব্য মহাভারত। সেখানেও রাজা শান্তনুর উপর ভর দিয়েই পুরো কাব্য বা উপন্যাসের বিন্যাস। তিনি ভীষ্মের পিতা। তাঁরই সিদ্ধান্তের ফলে দেবব্রত ভীষ্ম হয়ে ওঠেন এবং বাকি অংশের ভাগ্য তখনই গাঁথা হয়ে যায়। আবার অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র, পুত্ররা একের পর এক অন্যায় করছে জেনেও পিতৃস্নেহে তাদের সব অন্যায় মেনে নেয়। তারই অনিবার্য পরিণতি কুরুক্ষেত্রর যুদ্ধ। আশ্চর্যভাবে এই যুদ্ধের সঙ্গেও জড়িত আরও অনেক পিতা। দ্রোণাচার্য, ধ্রুপদ, কৃষ্ণ...। অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়।

এবার দেখা যাক মহাকাব্য ছেড়ে বাবারা কীভাবে ভারতীয় অন্য সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। উর্দু ও হিন্দি সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক মুন্সী প্রেমচাঁদ। তাঁর গল্প 'কাফন'। গল্পের কেন্দ্রবিন্দু বাবা আর ছেলে। ছেলের স্ত্রীর প্রসববেদনা ওঠাকে কেন্দ্র করে গল্প এগোয়। আদর্শ বাবার মতোই ছেলেকে বারবার যন্ত্রণায় কাতর বৌকে দেখে আসতে অনুরোধ করে। কিন্তু খিদেয় কাতর ছেলে ভাবে বাচ্চা জন্মালে তার পেট কীভাবে ভরাবে! কারণ তারা নিজেরাই অর্ধেকেরও বেশিদিন হয়ে গেছে না খেয়ে রয়েছে। অবশেষে সেই রাতেই স্ত্রী মারা যায় সন্তান সমেত। বাবা আর ছেলে সৎকারের জন্য সকলের কাছে হাত পেতে যে টাকা পায় তাতে আগে নিজেরা পেট ভরে খাবার কথা ভাবে। কারণ যে মরে গেছে তার আর খিদে নেই। গল্পটা বিয়োগান্তক। কিন্তু ভেবে দেখার এক বাবা তার ছেলেকে ক্রমাগত নিজের স্ত্রীকে যত্ন নেবার কথা বলছে। যখন আর তার দরকার নেই বুঝতে পারছে, তখন কাফনের টাকা জোগাড় করেও অভুক্ত ছেলে যাতে খেতে পায় সেই ভাবনাই তার মাথা ঘোরে। এ যেন অসহায় এক বাপের চিরকালীন স্বপ্ন, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'

এরপর চোদ্দোর পাতায়

পুরাণের সেই 'সিঙ্গল ফাদার'রা

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

ঋষি হেসে তার পুত্রকে নিয়ে চলে গেলেন। তিনি একজন সন্ন্যাসীর জীবন বেছে নিয়েছিলেন, তবুও গোরক্ষনাথকে সন্তান রূপে প্রতিপালন করলেন। যিনি একদিন নিজের পিতার মতোই একজন শক্তিশালী মহান নাথযোগী হয়ে ওঠেন।

বাবাদিনের দেখনদারি হালে শুরু হয়েছে। আজ পণ্যসংস্কৃতির আওতায় বাবাদিন। আমাদের বাবাশূন্য পৃথিবীও ঝলমল করে ওঠে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে। তা যতই বাঙালি অন্যকে কথায় কথায় 'বাপের নাম ভুলিয়ে খগেন' করুক বা আরও রেগে গিয়ে 'তোর বাপের সম্পত্তি' বলুক অথবা 'বাপের সুপুত্তুরেরা' বুড়ো বাপকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসুক। আবার 'বাপেরও বাপ আছে' মানে প্রবলের চাইতেও যার প্রাবল্য প্রবলতর মানে সেই তিমির চেয়ে তিমিঙ্গিল-এর প্রমাণ দিয়েছে আমাদের দেশ। নিজের অনভ্যাসের অক্ষমতা ঢাকতে 'বাপের জন্মে দেখিনি' বলি আজও। আর মজার মেয়েলি প্রবাদ 'বাপের বোন পিসি ভাতকাপড় দিয়ে পুষি'? বাপের বাড়িতে পিসিদের যথেষ্টই আদরযত্ন, সম্মান, খাতির ও প্রতিপত্তির ঘাটতি ছিল না সেকালে। কিন্তু যৌথ পরিবার ভেঙে খানখান হয়ে যাওয়ার পর কোনও অলিখিত কারণেই হোক পিসিদের নিজের বাপের বাড়িতে সেই রমরমা না থাকলেও পিসির ভাই বা আমাদের পিতা আমাদের কাছে স্বর্গসমান, ধর্মসমান, পরমপূজ্য এবং পিতা খুশি হলে সকল দেবতা প্রসন্ন হন...এ আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস। তাই 'পিতাঃ স্বর্গ, পিতাঃ ধর্মঃ পিতা হিঃ পরমন্তপঃ, পিতরি প্রিতিমাপন্ন্যে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা' আজও পিতৃশ্রাদ্ধের সময় উচ্চারিত হয়।

আজকাল বিয়ে না করে অনেক পুরুষই পিতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন। এই সিঙ্গল পেরেন্টিং বা ফাদারহুড কিন্তু আমাদের দেশে সুপ্রাচীন। পুরাণে একাধিকবার একক মাতৃত্বের মতো একক পিতার গল্প পাই আমরা। আজ পিতৃদিবসে তাঁদের স্মরণ মনন।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে নাথযোগী গোরক্ষনাথের পিতা মতস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথের কথা। একদিন গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে যিনি ক্রন্দনরত এক চাষি বৌকে দেখে একমুঠো ছাই খেয়ে নিয়ে সন্তানধারণের আশ্বাস দেন। কিন্তু চাষি বৌয়ের সন্দেহ হয় তাই কিছুটা ছাই খেয়ে বাকিটুকু সে পাশেই পরিত্যক্ত সার তৈরির গোবরগাড়ায় ফেলে দেয়। এরপর কেটে গিয়েছিল ১২ বছর। মৎস্যেন্দ্রনাথ সেখান দিয়ে যেতে যেতে চাষি বৌকে দেখে বললেন, 'তোমার ছেলের বয়স তো এখন প্রায় ১১ বছর হবে!' চাষি বৌ কী বলবে বুঝতে পারল না, কিন্তু হাবেভাবে প্রকাশ পেল সব। মৎস্যেন্দ্রনাথ বুঝলেন তাঁকে বৌটি অবজ্ঞা করেছে। বৌটি ঋষিকে গোবরসারের গর্তে নিয়ে গেলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ তা খুঁড়ে এগারো বছরের একটি সুন্দর ছেলেকে বের করলেন। 'এই পুত্রটি তোমার পুত্র হতে পারত কিন্তু এখন আমি একে আমার পুত্র বলেই দাবি করি। গোবর গর্তে জন্মগ্রহণ তাই সে গোরক্ষনাথ।' নিঃসন্তান, চাষি বৌ ক্ষমাপ্রার্থনা করলেও ঋষি হেসে তার পুত্রকে নিয়ে চলে গেলেন। তিনি একজন সন্ন্যাসীর জীবন বেছে নিয়েছিলেন, তবুও গোরক্ষনাথকে সন্তান রূপে প্রতিপালন করলেন। যিনি একদিন নিজের পিতার মতোই একজন শক্তিশালী মহান নাথযোগী হয়ে ওঠেন।

এরপরেই মনে পড়ে শ্রাবস্তী নামক বৌদ্ধনগরে মহারাজ পৃথুর বংশে দ্বিতীয় যুবনাশ্বের পুত্রহীনতার কথা। একদিন মনের দুঃখে বনে গিয়ে ঋষিদের আশ্রমে বাস শুরু করলেন তিনি। যদি কোনও উপায়ে একটি পুত্রলাভ হয়, সেই আশায়। আশ্রমের মুনিগণ তাঁর পুত্রলাভের জন্য যজ্ঞ শুরু করলেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

কম্বল

অনিন্দ্য রায় আমেদ

ছোটগল্প

বিকেল নাগাদ সুমিত ফোন করল। "ভাই এক্ষুনি স্টেশনে আয়। একটাকে ধরেছি হাতেনাতে।"

কথাটা শুনে আমি চমকে গেলাম। বললাম, "কী হয়েছে? কাকে ধরেছিস?"

সুমিত বলল, "আরে কম্বল চোর। মানে কিনতে এসেছিল। হাতেনাতে ধরেছি। তুই আয় না তাড়াতাড়ি!"

স্টেশন বেশি দূর না। তাড়াতাড়ি জামাপ্যান্ট পরে বেরিয়ে পড়লাম। পৌঁছাতেই দেখি সুমিতের সঙ্গে বেশ জোরালো কথা কাটাকাটি হচ্ছে একজনের।

কাছে যেতেই সুমিত বলল, "এই যে। এই মালটাই।"

লোকটা তেড়ে উঠল, "এই ছোকরা, মুখ সামলে কথা বলো!"

আমি তাকালাম তার দিকে। মাঝবয়সি একটা লোক। খুব অবস্থাপন্ন চেহারা নয়।

বললাম, "কী ব্যাপার দাদা? আপনি এদের থেকে কম্বল কিনেছেন?"

লোকটা বলল, "দ্যাখো ভাই, আমার ব্যবসা আমি বুঝব। তোমরা কম্বল বিলিয়ে দিয়েছ। ওটা আর তোমাদের সম্পত্তি না। আমাদেরকে বিক্রি করে যদি ওরা টু পাইস ইনকাম করতে পারে, তাহলে লাভটা তো দু'দিকেই হচ্ছে!"

টিকিট কাউন্টারের বাঁদিকে নিশীথ বসে ছিল। ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, "শীত করে না?"

নিশীথ কিছু বলল না। ফোকলা দাঁতে অল্প হাসল।

লোকটা দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে বলল, "আমি সামান্য কর্মচারী। কিন্তু বাস্তবটা তোমাদের চেয়ে বেশি বুঝি। তোমরা ছোট ছোট ছেলে, আবেগের বশে এসব কম্বল-টম্বল বিতরণ করো। অমন সোশ্যাল ওয়ার্ক অনেকেই করে। কিন্তু এদের তো কম্বল লাগে না! বছরের পর বছর ধরে এরা কম্বল ছাড়াই কাটিয়েছে। তার চেয়ে সেগুলো বিক্রি করে—"

আমি লোকটাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "এক সেকেন্ড। আমরা প্রতি শীতে এদেরকে কম্বল দিয়ে যাই, আর প্রতিবার আপনারা সামান্য টাকা দিয়ে সেগুলো কিনে নিয়ে যান ওদের কাছ থেকে! বিবেকে লাগে না?"

লোকটা হেসে ফেলল। তারপর বলল, "বিবেক দিয়ে ব্যবসা চলে না, ভাই। আর যদি বিবেকের কথাই বলো, তাহলে এই কম্বলগুলো বিক্রি করে যে কত ছোট ব্যবসায়ী লাভ করছে, সেদিকটা দেখবে না? আমাদের তো গোডাউনে গিয়ে সব জমা হয়। বেস প্রাইস এত কম, তাই ওদেরকে আমরা কম দামেই বিক্রি করি। এটাও তো সোশ্যাল ওয়ার্কই হল, বলো?"

আমি আর কিছু বললাম না। এদের সঙ্গে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ব্যবসা ছাড়া কিছু বোঝে না এইধরনের লোক।

কুলি জাতীয় কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিল একপাশে। কম্বলগুলো বাঁধা হচ্ছিল। লোকটা ওদেরকে কীসব নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে গেল দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে।

আমি ধীরপায়ে হেঁটে গিয়ে প্রতিমা মাসির কাছে গিয়ে বসলাম। মাসি ঝিমোতে ঝিমোতে দুলছিল অল্প অল্প। ওই অবস্থাতেই বলল, "জোর করে নিয়ে যাবে বলেছে পরের দিন। অনেকেই দেয়নি তো..."কম্বলটা আঁকড়ে ধরে বসে ছিল মাসি। দেখলাম সেটার এক কোনায় কালো সুতো দিয়ে সেলাই করে একটা সুন্দর ডিজাইন করেছে।

কিছুক্ষণ পর সুমিত বলল, "দিয়ে লাভ নেই আর। আবার কিনে নেবে এরা। এরকমই হয়ে গেছে সিস্টেমটা, বুঝলি! লোকটা ভুল কিছু বলেনি।" আমি চুপচাপ মাথা নাড়লাম। বেশ কয়েকমাস পরের কথা। নর্থের দিকে যাচ্ছিলাম। কয়েকটা বস্তিতে চালডাল দেওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। স্টেশনে নেমে বেশ কিছুটা হাঁটাপথ। গেটের বাইরেই সারি সারি দোকান। হরেকরকম জিনিস তাতে। একটা দোকানের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে দেখলাম কম্বল বিক্রি করছে।

বললাম, "এটা কী গো?"

মাসি চোখ খুলে তাকাল। কম্বলের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "আমার ছেলেকে ছোটবেলায় রুমালে এইটা বানিয়ে দিতাম সেলাই করে। খুব প্রিয় ছিল ওর।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "তোমার ছেলে? বলোনি তো কোনওদিন। কোথায় থাকে?"

মাসি আবার চোখ বুজে বলল, "মারা গেছে, তাই বলিনি।"

আমি চুপ করে গেলাম। কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে এলাম ধীরে ধীরে।

সুমিত প্ল্যাটফর্মের বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। আমাকে দেখে বলল, "কী করবি? আর দিবি?"

আমি কিছু বললাম না। নিজেও সিগারেট ধরালাম একটা।

কিছুক্ষণ পর সুমিত বলল, "দিয়ে লাভ নেই আর। আবার কিনে নেবে এরা। এরকমই হয়ে গেছে সিস্টেমটা, বুঝলি! লোকটা ভুল কিছু বলেনি।"

আমি চুপচাপ মাথা নাড়লাম।

বেশ কয়েকমাস পরের কথা। নর্থের দিকে যাচ্ছিলাম। কয়েকটা বস্তিতে চালডাল দেওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। স্টেশনে নেমে বেশ কিছুটা হাঁটাপথ। গেটের বাইরেই সারি সারি দোকান। হরেকরকম জিনিস তাতে। একটা দোকানের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে দেখলাম কম্বল বিক্রি করছে।

হাতে বেশ কিছু টাকা ছিল। সুমিতকে বললাম, "কয়েকটা কিনে নিবি নাকি? একদমই যাদের বাড়িতে কিচ্ছু নেই, তাদের দিয়ে আসি?"

সুমিত নিমরাজি হল।

কম্বলগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটায় আমার চোখ আটকে গেল। সেই ডিজাইনটা! প্রতিমা মাসি এঁকেছিল কম্বলে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কী? কোথায় পেলে?"

দোকানদার বলল, "মাল তো গোডাউন থেকে আসে। কেন বাবু, কী হইছে?"

আমি বললাম, "এই ডিজাইনটা দ্যাখো। এই কম্বলটা একজনের থেকে চুরি করা হয়েছে।"

দোকানদার বলল, "কী যে বলেন! এই ডিজাইনটা নতুন আসছে তো মার্কেটে! দ্যাখেন, ওই লটটা দ্যাখেন। সব এই ডিজাইন।"

কম্বলগুলো তুলে দেখলাম। সত্যিই তাই! প্রতিমা মাসির ডিজাইনটা কপি করে নতুন নতুন কম্বল বানাচ্ছে এরা!

কয়েকটা কম্বল তুলে নিয়ে বস্তিতে গেলাম। ঢোকামাত্রই কয়েকজন গুন্ডামতন ছেলে চলে এল সামনে।

"কী চাই?"

"কিছু জিনিসপত্র দিতে এসেছি..."

"ওসব হবে না, ফোটো! এখানে শুধু আমাদের পার্টি অফিস থেকে জিনিস আসবে!"

"কিন্তু আমরা এতদূর থেকে বয়ে নিয়ে—"

"আরে বললাম তো ফোটো!"

আমরা আর কথা বাড়াইনি। জিনিসগুলো নিয়ে ফিরে এসেছিলাম। পাঁচ বছরে প্রথমবার এই অভিজ্ঞতা হল।

বাড়ি ফিরে এসেই ছুটেছিলাম স্টেশনের দিকে। প্রতিমা মাসির সাথে একবার দেখা করাটা দরকার। ওর ডিজাইন দিয়ে নতুন নতুন কম্বল তৈরি হচ্ছে শুনলে না জানি কত্ত খুশি হবে! মাসি আর কপিরাইটের কী বোঝে!

বেশ ক'দিন আসা হয়নি স্টেশনের দিকটায়। মাসিকে কোথাও দেখতে পেলাম না।

টিকিট কাউন্টারের সামনে ডেনড্রাইট টেনে পড়ে ছিল নিশীথ। ওকে টেনে তুলে জিজ্ঞেস করলাম, "প্রতিমা মাসি কোথায় রে?"

নিশীথ অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "চলে গেছে তো!"

আমি ছেড়ে দিলাম ওকে। কিছুক্ষণ হন্যে হয়ে খুঁজলাম দুটো প্ল্যাটফর্মেই। কোত্থাও দেখতে পেলাম না মাসিকে।

কে জানে, কোথায় হারিয়ে গেল! প্ল্যাটফর্মে থাকা সবাই বোধহয় সাময়িক হয়। তাদের বেঁচে থাকা বা মৃত্যুতে কারও কিছু যায়ও না, আসেও না। বেরিয়ে এলাম স্টেশন থেকে। বাইরে ফুটপাথে কম্বলের দোকানটার দিকে তাকিয়ে একটা বিড়ি ধরালাম।

ভাষা আলাদা

তেরোর পাতার পর

তামিল সাহিত্যের অন্যতম লেখক ডি জয়কান্তন। পেয়েছেন পদ্মভূষণ, জ্ঞানপীঠ, সাহিত্য আকাদেমি। তাঁর একটি বিখ্যাত গল্প কুঞ্জবনের খ্যাপা। খ্যাপা থাকে শ্মশানে। পেশায় ডোম। শ্মশানে নিয়ে আসা মরদেহর জন্য কবর খোঁড়াই তার কাজ। মানুষের সন্তানশোকের বেদনা তার বুদ্ধির অতীত। যখন সে কোনও শিশুর কবর খোঁড়ে তখনও সে গান গাইতে থাকে। তার চোখে কোনও শোক, দয়া, মায়া, কোমলতা দেখা যায় না। এহেন খ্যাপার বিয়ের পনেরো বছর পর একটি ছেলে হল। যে হাত এত শিশুর কবর খুঁড়েছে, সেই হাত এখন সারাক্ষণ নিজের বাচ্চাকে নিয়ে আনন্দে আত্মহারা। মৃত শিশুকে কবরে দিয়েই সে ছুটে আসে দোলনায় শোয়ানো নিজের শিশুটির কাছে। আদর করে খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়। কিন্তু মাত্র দু'বছর বয়সে ছেলে মারা গেল। 'এত কাল সে লোকের মৃত্যদেহই দেখে এসেছে। কিন্তু সেই মৃত্যুর পশ্চাতে যে কী গভীর শোক তা তার জানা ছিল না।...খ্যাপা এগিয়ে যাচ্ছে তার মৃতসন্তানকে কোলে নিয়ে। ...ছেলের দেহটিকে মাটির ওপর শুইয়ে দিল খ্যাপা। কাঁধের কোদালখানা হাতে নিয়ে শক্ত কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ দুটো একদৃষ্টে চেয়ে আছে শূন্য আকাশের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই উদ্ভ্রান্ত চোখে জল ছাপিয়ে এল। শোকের জ্বালায় নাক ও ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠছে। বুকের মধ্যে কোথায় কী যেন একটা আটকে রয়েছে। ...হাতদুটো কাঁপছে। মাটিতে দাঁড়াতে না পেরে পা-দুটো নড়ছে ঠকঠক করে। উঁচিয়ে তোলা কোদালটাকে ফেলে দিয়ে, বাবা গো... বলে চিৎকার করে শিশুর মরদেহের উপর ঝুঁকে পড়ে খ্যাপা... কপালে তার জমাটবাঁধা বিন্দু বিন্দু ঘাম...।" এই যে সন্তান হারানোর শোক তা এক মুহূর্তে জগতের সব পিতাকে এক সুরে বেঁধে দেয়।

মালয়ালম লেখিকা কমলা দাস নারী কেন্দ্রিক লেখার জন্যই বিশ্বখ্যাত। তাঁর একটি বিখ্যাত গল্প মিষ্টি পায়েস। গল্পের শুরুই হচ্ছে "লোকটি অনেক রাতে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্মশান থেকে বাড়ি ফিরছিল। আমরা তাকে বাবা বলে ডাকব। কারণ এই শহরে একমাত্র তার তিন সন্তানই জানে তার কী গুরুত্ব। তারা তাকে বাবা বলে ডাকে।..." গল্প শেষ হয় সমাজের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে স্ত্রীর রান্না করে রেখে যাওয়া পায়েস তিন বাচ্চার মুখে সে তুলে দেয় যখন। কারণ এক মাত্র সেই জানে তাদের মা আর কখনও বাড়ি ফিরে পায়েস বানাবে না।

সাহিত্য আকাদেমি, গালিব পুরস্কারপ্রাপ্ত পাঞ্জাবি লেখক কর্তার সিং দুগগালের গল্প 'বাপটা কবে মরবে' শিরোনামই বুঝিয়ে দেয় গল্পের বিষয়। দিনের পর দিন বাপের হাতে মায়ের মার খাওয়া দেখতে অভ্যস্ত গনি রোজ বাপের মৃত্যুর কামনা করত। একদিন সেই জুয়াড়ি বাপ মরলে তার বদলে মা বিয়ে করে আনল যাকে, সে আগে গনিকে ও মাকে খুব ভালোবাসলেও ক'দিন যেতে না যেতেই মদ খেয়ে এসে মারতে লাগল। এমনই একদিন পেটানোর পর ক্লান্ত নতুন বাপ বেরিয়ে গেলে গনি তার মায়ের বুকে মুখ রেখে প্রশ্ন করে, 'মা, এই বাপটা কবে মরবে?'

এই লেখা শেষ করব দেশভাগের প্রেক্ষিতে লেখা উর্দু লেখক মন্টোর বিখ্যাত গল্প 'খুলে দাও' দিয়ে। "... সিরাজুদ্দিন সিধা উঠে দাঁড়াল আর পাগলের মতো চারদিকের ছড়িয়ে থাকা জনতার সমুদ্রে খুঁজতে লাগল... পুরো তিন ঘণ্টা সে 'সাকিনা-সাকিনা' বলে ডেকে ডেকে সমস্ত ক্যাম্পের চারদিকে ঘুরল, কিন্তু তার একমাত্র তরুণী মেয়ের খোঁজ পেল না। ...সন্ধের সময়ে ক্যাম্পের এক কোণে নিরালায় চুপচাপ বিচ্ছিন্নভাবে বসেছিল সিরাজুদ্দিন। স্ট্রেচারে একটা লাশ পড়েছিল। সিরাজুদ্দিন ধীরে ধীরে সেখানে গেল। এই সময়ে সমস্ত কামরায় আলো জ্বলে উঠল। সেই আলো পড়ল স্ট্রেচারের ওপরে শায়িত নিস্পন্দ দেহটির উপরে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে সিরাজুদ্দিন চেঁচিয়ে উঠল- সাকিনা! যে ডাক্তার কামরায় আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তিনি সিরাজুদ্দিনকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? সিরাজুদ্দিন শুধু বলতে পারল, জী, ম্যায় ইসকা বাপ হুঁ। ডাক্তার স্ট্রেচারের ওপরে শায়িত দেহটিকে দেখলেন, তারপর একটা হাত তুলে নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা করতে করতে সিরাজুদ্দিনকে বললেন, খিড়কি খোল দো। ডাক্তারের এই কথাটা মৃতপ্রায় সাকিনার শরীরে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করল। ...শরীরের নড়াচড়া দেখে বৃদ্ধ সিরাজুদ্দিন খুশিতে চিৎকার করে উঠল, বেঁচে আছে- আমার মেয়ে বেঁচে আছে।"

এর পর নিস্তব্ধতাই অক্ষর।

সবাই একটাই কামনা করেন, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। ঈশ্বরী পাটনি যেন পৃথিবীর সব বাবার একমাত্র প্রতিনিধি।

পিতার নাম চারু মজুমদার

তেরোর পাতার পর

বলছেন, 'অভি, সব শেষ হয়ে গেল!' আমি মাকে আগলাতে লেগেছি এবং ততক্ষণে জেনে ফেলেছি যে শিলিগুড়ি থানা থেকে পুলিশের জিপগাড়ি এসে মাকে জানিয়ে গেছে সেদিন ভোরে তাঁর স্বামী

চারু মজুমদারের মৃত্যু ঘটেছে পিজি হাসপাতালে।

মৃত্যুসংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই আমাদের স্বজন প্রতিবেশীরা ভিড় করেন বাড়ির চত্বরে। '৭২-এর পুলিশি নজরদারি ও সন্ত্রাসকে পায়ে ঠেলে ভিন্ন রাজনীতির সমর্থক এঁদের অনেকেই কিন্তু দ্বিধাহীনভাবে আমাদের মা-বাবার প্রতি তাঁদের অন্তর্লীন শ্রদ্ধার তাগিদে সেই বিপর্যয়ের দিনে পরম আত্মীয়ের ভূমিকা নেন। কীভাবে যেন দুপুরের কলকাতাগামী বিমানের টিকিট হাতে ধরিয়ে আমাদের তিনজনকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন। ঘোর লাগা অবস্থায় জীবনের প্রথম বিমানযাত্রার বিঘ্ন কাটিয়ে আমরা দমদমে পৌঁছাই। বিমানবন্দরের বাইরে লালবাজারগামী ট্যাক্সির খোঁজে যখন দিশেহারা অবস্থা, ঠিক সেই সময় একজন অপরিচিত ব্যক্তি উপযাচক হয়ে আমাদের ট্যাক্সিতে চাপিয়ে দিয়ে নিজেও লাফিয়ে উঠে সামনের সিটে জাঁকিয়ে বসেন। আমরা বুঝতে পারি ওই ব্যক্তি সাদা পোশাকে পুলিশের লোক। লালবাজারে পৌঁছালে আগে থেকে অপেক্ষমাণ দিদি সহ গোয়েন্দা বিভাগের তদানীন্তন ডেপুটি ডিরেক্টর 'খুনে' দেবী রায়ের চেম্বারে পড়ন্ত বিকেল অবধি অপেক্ষায় বসিয়ে রাখা হয়। সন্ধ্যার মুখে পুলিশের কনভয়ের নিশ্ছিদ্র প্রহরায় একটি অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে চাপিয়ে মা ও আমাদের তিন ভাইবোনকে পিজি হাসপাতালে মর্গের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়।

মর্গের টিমটিমে আলোয় মৃতদেহ শনাক্ত করানোর অছিলায় পরপর দুটি ট্রে-তে রাখা অচেনা মৃতদেহ দর্শন করিয়ে, সবশেষে আমাদের বাবার মরদেহ সংবলিত ট্রে-টি বের করে দেখানো হয়। সেই মুহূর্তের বিষাদ-যন্ত্রণা, স্বপ্নভঙ্গের অনুভূতির সঙ্গে মিশে থাকা ঘৃণার বোধ আজও চেতনার অভ্যন্তরে দগদগে হয়ে আছে।

মৃতদেহটি নিঃসন্দেহে আমাদের প্রিয় বাবার ছিল, এটা যেমন সত্যি, তেমনই মরদেহের দুটি পায়ের তলার দিক মিশকালো হয়েছিল কেন— অদ্যাবধি উত্তর মেলেনি। পুলিশ লকআপের 'বাস্তবতা' তখন অগণন যুবকের শরীরে দাগ রেখে যাচ্ছিল।

শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া শেষ হতে এবারে আরও বেশি সংখ্যায় রাজ্য পুলিশ ও সিআরপিএফ-এর অগুনতি গাড়ির অতিকায় কনভয় চলল কেওড়াতলা মহাশ্মশানের উদ্দেশ্যে।

সেদিনের কলকাতায় দেখেছি রাস্তাঘাট শুনসান। মহানগরের বাতাস কেমন থমথমে। এরই মধ্যে আমাদের গতিপথের একাধিক ছোট গলির ক্রসিংয়ে ছোট ছোট স্কোয়াডে মিছিল পুলিশি কনভয়ের প্রথম গাড়িটির সামনে দিয়ে 'চারু মজুমদার লাল সালাম' স্লোগান দিয়ে গলির অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছিল। ওই অকুতোভয় বিপ্লবী যুবকদের প্রতি আমাদের অব্যক্ত শ্রদ্ধা ও কুর্নিশ জানাবার কোনও অবকাশ ছিল না।

কেওড়াতলায় পৌঁছেই রাজ্য পুলিশ ও রাষ্ট্রীয় বাহিনী মৃতদেহ সৎকার করতে আসা নাগরিক ও পরিবারগুলির মানুষজনকে জোরজবরদস্তি মৃতদেহ সহ শ্মশান চত্বর খালি করতে বাধ্য করে, শ্মশানের চারদিক ঘিরে থাকা স্বল্প উচ্চতার কংক্রিটের দেওয়ালের উপর রাইফেল হাতে প্রচুর সিআরপিএফ জওয়ানকে দাঁড় করিয়ে দেয়।

মৃত মানুষকেও কত ভয়?

এর পরে সাতের দশকের শুরুতে মহানগরের একমাত্র

বৈদ্যুতিক চুল্লির পাটাতনে সাদা কাপড়ে আমার বাবার ঢেকে দেওয়া মুখে আমাকে জোর করে মুখাগ্নি করানো হল। তখন আমার বয়স ১২। সন্ত্রাসের অভিব্যক্তি ছিল এমনই নির্মম!

আমার দুই মামা তাঁদের দিদির পাশে দাঁড়াতে শ্মশানে এলেও তাঁদের নাগালের বাইরে থাকতে বাধ্য করা হয়। বাবার বাল্যবন্ধু সমর জেঠুর ভাই ছিলেন পাঁচু সরকার। তিনি চলচ্চিত্র ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পারিবারিক বন্ধু হিসাবে তিনি শিয়ালদা স্টেশন সংলগ্ন টাওয়ার হোটেলের চিলেকোঠার ঘরে আমাদের বিষাদঘন কালো রাত কাটানোর ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু এই হৃদয়বান কৃত্যটির জন্য অচিরেই তাঁকে যারপরনাই পুলিশি হেনস্তা সহ্য করতে হয়। অর্ধভুক্ত অবস্থায় রাত কাটিয়ে পরদিন সন্ধে পাঁচটার দার্জিলিং মেলে শিলিগুড়ি ফেরার টিকিটের ব্যবস্থা করে দেন হোটেলের সহৃদয় মালিক।

শিলিগুড়ি ফেরার পর আমি জ্বরে পড়ি আর মেজদি বাবার শোকে পরবর্তী তিনমাস চলচ্ছক্তি হারিয়ে ফেলে শয্যাশায়ী থেকে যায়। দিদিকে কিছুদিনের মধ্যেই হস্টেলে ফিরে যেতে হয়। প্রাথমিক বিহ্বলতা ও ভালোবাসার মৃত্যুতে অনুভবী বৈকল্যকে জয় করে আমার মা আবার তাঁর পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীর দুরূহ ভূমিকায় ফিরে যান।

১৯৭০ সালে রাষ্ট্রদ্রোহী, ফেরারি চারু মজুমদারের পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত তাঁর সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার সিদ্ধান্ত জানায় ভারত সরকার। সেই মতো একদিন আমাদের মহানন্দপাড়ার সাবেক বসতবাড়িতে সকালবেলা হানা দিয়ে সবকিছু লন্ডভন্ড করে ফেলে এক বিশাল পুলিশবাহিনী। আমাদের বিহ্বলতাকে ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখে বাবার বইয়ের কাঠের আলমারি, সস্তা কাঠের খাট-বিছানা, বাসনপত্র, বাবার হাতে লেখা রাজনৈতিক দলিল আর পাণ্ডুলিপি, বাবার অতি কষ্টে সংগৃহীত মার্কস-লেনিন-স্তালিন- মাওয়ের রচনাবলি আর সর্বোপরি আমাদের ভাই- বোনদের চিরন্তন রহস্যের আকর সেই মরচে পড়া ভীষণ ভারী লোহার সিন্দুকটি কেড়ে নেয় তারা।

মাকে দিয়ে বাজেয়াপ্তনামায় সইসাবুদ করানো হয়।

'খতরনাক অ্যান্টিন্যাশনাল' চারুর মৃত্যুর দু'দশক পরে তাঁর বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে নিতে চাইলে স্থানীয় থানার মালবাবু সদর্পে জানান, 'মালখানার উইপোকা লোহার সিন্দুক শুদ্ধু হজম করে ফেলেছে।' পাঁচ দশক পেরিয়ে আজ আবার কর্পোরেট পুঁজির প্রাকৃতিক সম্পদ লুট অবাধ করতে রাষ্ট্রীয় বাহিনী ছত্তিশগড়ের জঙ্গলমহলে প্রতিরোধী সংগ্রামরত মাওবাদী দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সহ অগণিত নিরপরাধ মূলবাসী আদিবাসী নাগরিকদের গণহত্যা ঘটিয়ে চলেছে। আর আজও পুলিশ প্রশাসন যখন একইভাবে মিথ্যে সংঘর্ষে মৃতদের দেহগুলি তাঁদের দুঃস্থ পরিজনদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করে, তখন মৃত স্বামীর মরদেহ শিলিগুড়ি ফিরিয়ে আনার আমার মায়ের জোরালো দাবিকে সম্পূর্ণ নাকচ করার রাষ্ট্রীয় নির্লজ্জতার বেআইনি ট্র্যাডিশনেরই নির্মম পুনরাবৃত্তি প্রত্যক্ষ করি।

পুরাণের সেই 'সিঙ্গল ফাদার'রা

তেরোর পাতার পর

যজ্ঞ শেষে একটি মন্ত্রপূত কলস যজ্ঞস্থানে রেখে মুনিরা চলে গেলেন। রাজা যুবনাশ্ব তৃষ্ণার্ত হয়ে সেই কলসের জল পান করায় একজন পুরুষের সর্বপ্রকার গর্ভধারণের চিহ্ন অচিরেই প্রতিভাত হল যুবনাশ্বের শরীরে। যথাসময়ে রাজার ডান দিকের কুক্ষি ভেদ করে এক পুত্রের জন্ম হল। রাজা সুস্থ কিন্তু এহেন সদ্যোজাতকে স্তন্যপান করাবে কে? সেসময় ইন্দ্র উপস্থিত হয়ে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ শিশুটির মুখে ধরলেন। শিশু সেটি চুষেই পুষ্ট হতে থাকল। ইন্দ্র বললেন, 'মাং ধাতা' অর্থাৎ আমাকে ধয়ন করবে যে আর তাই তার নাম হল মান্ধাতা। সূর্যবংশের এই রাজা মান্ধাতার নাম নিয়েই আমরা অতি প্রাচীন বোঝাতে মান্ধাতার আমল শব্দবন্ধ ব্যবহার করি।

এছাড়া বিশ্বামিত্র মুনি ও অপ্সরা মেনকার কন্যা শকুন্তলা? যে জন্মের পরেই পরিত্যক্ত হয় অরণ্যে আর কণ্বমুনি কীভাবে পিতৃস্নেহে লালন করেছিলেন তাকে তাও আমাদের অজানা নয়। সেদিক থেকে ঋষি কণ্বও একজন একক পিতৃত্বের দায় নিয়ে আজও সম্মানিত।

রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে মনে পড়ে? যিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করায় দশরথের পুত্রলাভ হয়েছিল? সেই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির বাবা হলেন কশ্যপ বংশীয় মুনি বিভাণ্ডক। স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীকে দেখে যিনি কামতাড়িত হলে রেতঃপাত হয় আর তা এক হরিণী (সে-ও হয়তো ছদ্মবেশে এক অভিশপ্ত অপ্সরা) গলাধঃকরণ করায় হরিণীর গর্ভে জন্ম হয় দুই শৃঙ্গ বিশিষ্ট এক পুত্রের যার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ। সেই অর্থে বিভাণ্ডকও একজন একক পিতা যিনি ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রতিপালন করেছিলেন।

আর সেই একক পিতা ভরদ্বাজ মুনি? সমুদ্রস্নানে গিয়ে অপ্সরা ঘৃতাচীর রূপ দেখে কামমোহিত হয়ে বীর্যস্খলন হয়েছিল যাঁর? সেই বীর্য একটি দ্রোণ বা কলসের মধ্যে সংরক্ষণ করে যে নির্ধারিত সময়ে যে পুত্রের জন্ম হয়েছিল তিনিই বীর দ্রোণ। কৌরব ও পাণ্ডবদের মহান শিক্ষক এই দ্রোণ আজন্ম পিতা দ্বারা লালিতপালিত। যদি ধরেই নিই কারও গর্ভে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল মুনির এই দেহরস? ঠিক আজকের আইভিএফ অথবা সারোগেট মাদার কিংবা টেস্টটিউব শিশুর মতো তবে তো বলতে হয় শুধু একক পিতৃত্ব বা ফাদারহুড এনজয় করার জন্য অনেক পুরুষ যে আজ এই পন্থায় বাবা হচ্ছেন। আমাদের দেশে নতুন নয়। অতবড় বীর দ্রোণের বাবাও ভরদ্বাজ মুনিও সেই অর্থে বিবাহপন্থায় না গিয়ে একক পিতা।

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী মতে শরদ্বান নামক ঋষি ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করলে দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হয়ে জানপদী নামক এক অপ্সরাকে পাঠান তাঁর কাছে। এই অপ্সরাকে দেখে শরদ্বান বীর্যপাত করেন নলখাগড়ার বনে আর তা একটি শরস্তম্ভে পড়লে ক্রমে তা থেকে যমজ পুত্রকন্যার জন্ম হয়। রাজা শান্তনু সেই যমজ পুত্রকন্যাকে কৃপা করে সন্তানের মতো পালন করেন বলে তাঁদের নাম রাখা হয় যথাক্রমে কৃপ (কৃপাচার্য) ও কৃপী। দ্রোণাচার্য কৃপীকে বিবাহ করেন যার গর্ভে অশ্বত্থামার জন্ম। দ্রোণের মতো, এই কৃপা ও কৃপীর পিতা থাকলেও মাতা ছিলেন না। শরদ্বান তাদের জন্ম সম্পর্কে অবগতও ছিলেন না। আবার এই শান্তনুর ঔরসজাত পুত্র ভীষ্মের জন্ম দিয়ে গঙ্গা চলে গিয়েছিলেন চিরদিনের মতো। আর সত্যবতীর সঙ্গে বিয়ের আগে পর্যন্ত সেই সন্তান দেবব্রত ভীষ্মকে পুত্রস্নেহে লালনের সম্পূর্ণ ক্রেডিট শান্তনুর।

আর ব্যাসদেব পুত্র শুকদেবের জন্মটি? বড়ই আশ্চর্য লাগত ছোটবেলায় উপেন্দ্রকিশোরের মহাভারতের গল্প পড়ে। শুকদেবের কোনও মা ছিল না। গুণবান দেবতুল্য পুত্রলাভের জন্য মহাদেবের তপস্যা করেছিলেন ব্যাসদেব। এক বছর কঠোর তপস্যার পর মহাদেব নিতান্ত সন্তুষ্ট হয়ে ব্যাসকে বললেন, "দ্বৈপায়ন (ব্যাসদেবের অন্য নাম) তুমি শীঘ্রই অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী, জল ও আকাশের ন্যায় পবিত্র পরম গুণবাণ পুত্র লাভ করিবে। সেই পুত্র তাহার সমুদয় মন প্রাণ ভগবানের চরণে সমর্পণ পূর্বক ত্রিভুবনে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া যাইবে।"

আর সেই পুত্রের জন্ম বৃত্তান্ত অতি সহজে ব্যক্ত করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর এভাবে...'ইহাতে ব্যাসদেব যারপরনাই আহ্লাদিত হইয়া মহাদেবকে প্রণাম পূর্বক হোমের আয়োজন করিতে লাগিলেন। হোমের প্রথম প্রয়োজন অগ্নি। তাহার জন্য ব্যাসদেব অরণী কাষ্ঠ দুখানি (সেকালে দিয়াশলাই এর বদলে কাঠে কাঠে ঘষিয়া আগুন বাহির করিতে হইত ঐ কাঠের নাম অরণী) লইয়া ঘর্ষণ করিতেছে। এমন সময় সেই কাষ্ঠ হইতে অগ্নির ন্যায় উজ্জা পরম সুন্দর এক কুমার জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই কুমারই ব্যাসদেবের পুত্র, তাহার নাম শুক।'

সূত্র :

মহাভারত, বেদব্যাস, অনুবাদ : কালীপ্রসন্ন সিংহ, উপেন্দ্রকিশোর রচনাসমগ্র, ভারত অমৃতকথা - ডঃ পূর্বা সেনগুপ্ত, সীতা, জয়া- দেবদূত পট্টনায়ক

শেষ পারানির কড়ি

তেরোর পাতার পর

দেখতে বেরোতেন, তিনিই আমার বাবা।

আর আমরা ভাইবোনেরা গোল হয়ে বসে মনে মনে প্রার্থনা করতাম "হে ভগবান, আমাদের বাবা কিন্তু চিরকালের মজুর, আমাদের বাবাকে একটু দেখো।''

তবে এত কিছু থাকা সত্ত্বেও বাবার কি কোনও গ্লানিবোধ ছিল না? অপমান ও অপ্রাপ্তিবোধ? নিশ্চয় ছিল। কিন্তু তিনি সেটা কাউকে বুঝতে দেননি। সেটা টের পেলাম তাঁর চাকরি থেকে অবসরগ্রহণের পর। তিনি সাংসারিক সব দায়িত্ব ছেড়ে অন্য জগতে, শুধু উঠোনে ফুলবাগান আর ঠাকুরঘর নিয়ে মেতে রইলেন। তিনি নিশ্চয় বিগত সময়ের কথা ভুলে থাকতে চাইলেন। ঠাকুরঘরের কথা আলাদাভাবে বলতেই হয়। সকাল দুপুর সন্ধ্যা, প্রচলিত অপ্রচলিত দেবতার ছবির সামনে কত রকমের মন্ত্রপাঠ, প্রার্থনাগীত আমরা শুনতে পেতাম, তার ইয়ত্তা নেই!

তবে বাবা যখন তাঁর দুর্বল কণ্ঠে, সঠিক সুরের তোয়াক্কা না করেই গাইতেন "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।'' তখন তাঁর হৃদয়ের আকুতি দেখে আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসত। ৯৪ বছর বয়সে দেহত্যাগের পর' তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরি খুলে দেখি, পাতায় ওই রবীন্দ্রসংগীতটি গোটা গোটা অক্ষরে নিজের হাতেই লেখা। ওপরে শিরোনাম "ঠাকুরের সংগীত"। এতটাই তাঁর বিশ্বাস ছিল। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ দেব ছিলেন তাঁর ইষ্টদেবতা। আর বোধহয় এই গানটিই ছিল তাঁর শেষ পারানির কড়ি।

আজকের এই প্রবল সন্দেহপ্রবণ অবিশ্বাসীদের জগতে বাবা যেন একাকী একজন, আমার কাছে পরম বিস্ময় হয়েই থেকে গেলেন।

নবকুমার বসু
আঁকা : অভি

ইস্কুল

ছোটগল্প

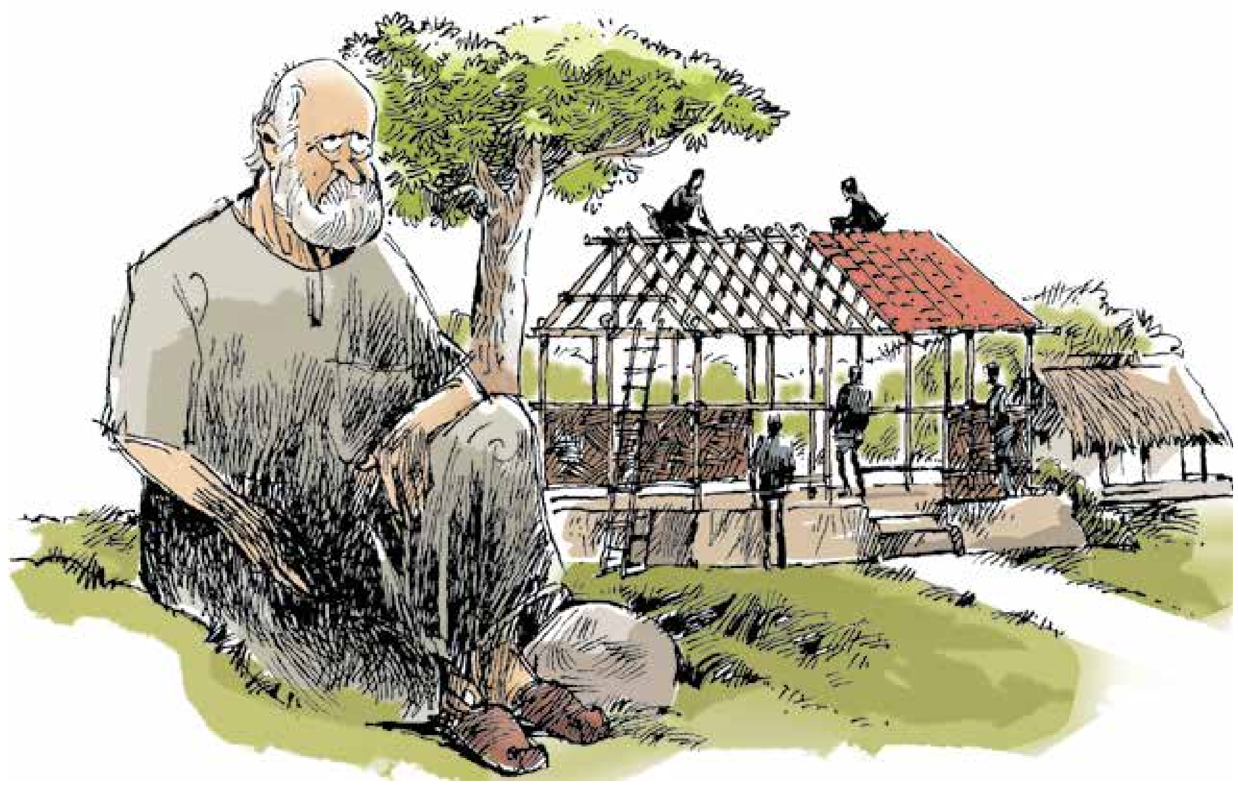

মন্মথনাথ ভেবে দেখলেন, বুড়ো বয়সে জোয়ান ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা না রাখা প্রায় একই ব্যাপার। তাঁর দিক থেকে অবশ্য দুর্বলতা থাকাই স্বাভাবিক নিজের বাচ্চাদের প্রতি। কিন্তু দুই মেয়ের কথা ছেড়ে দিলেও, তিন ছেলের যে তাঁর বাঁচামরা নিয়ে কতখানি মাথাব্যথা, বেশ ভালোই বোঝেন। গঞ্জের বাড়ি আর জমিজিরেত নেহাত কম ছিল না। ভাগাভাগি করে দিয়েছেন ছেলেদের যার যেরকম বড় সংসার, প্রয়োজন... সেইসব আন্দাজ করে। যথারীতি তারপর থেকেই নিজেদের মধ্যে ঝগড়ঝাঁটি, গালমন্দ, এমনকি প্রায় হাতাহাতি আর অনিবার্য হাঁড়ি আলাদা। সেসব চুকে গেছে আজ অনেক বছর হল।

নিজের আড়াই কামরা পাকাবাড়ি আর সতেরো কাঠার শাকসবজি-লেবু-পেয়ারা-কুল-আম-কাঁঠালের বাগানটি কিন্তু মন্মথ ছাড়েননি। বিভারানি তাই নিয়ে গোড়ার দিকে চিল্লামিল্লি করলেও, পরে 'সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো,' টের পেয়েই চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। তিন বছর আগে গঙ্গাযাত্রা করার আগে দিব্যি হেসেখেলে, খেয়েদেয়ে রসেবশেই জীবন কাটিয়েছিলেন বলা যায়।

কিন্তু মন্মথনাথ এবার কী করবেন নিজেরটুকু নিয়ে! ছেলেরা, পাড়ার তোলাবাজরা তো বসে আছে।

একাশি বছর বয়সেও ঠকঠকে আছেন তাইতে সন্দেহ নেই। তা বলে অনন্তকাল তো থাকবেন না! শরীর জানান দেয় মাঝেমধ্যে। কখনও মাথা হালকা হয়ে যায়, কখনও শরীর অস্থির লাগে, কাঁপে, বসে পড়তে হয়। আবার জল খেয়ে, ডাব খেয়ে, একটু বিশ্রাম নিয়ে উঠে পড়েন। লাগোয়া জমিতেই তো ঘরবাড়ি করে ছেলেরা থাকে। নজরও রাখে নিশ্চয়ই। নজরেরও কত রকমফের আছে, ছেলে-বৌমা সকলেরই, মন্মথ কি আর বোঝেন না! নিজেরটা নিয়ে বাবা কী করবে! এটাই প্রশ্ন।

বাবা নিজেই কি জানে নিজেরটা নিয়ে বাবা কী করবে? ভাড়াটে গোছের একটা ফ্যামিলি তো রয়েছেই।

চারে মাছ ঘোরার মতো চুনোপুঁটি বাদ দিয়ে, চাকদার বাজেকদমতলা আর কেষ্টপুরের দু-তিনটে রাঘববোয়াল না হলেও, রুইকাতলা যে মন্মথনাথের বাড়ির আশপাশে ইদানীং ঘোরাঘুরি বাড়িয়েছে, বুড়ো তাই ভালোই জানেন। তারা খোঁজখবর রাখছে, বাড়ি-জমির ব্যাপারটা কী করবেন বুড়ো মানুষটা! ওই ভাড়াটে মাস্টারটাই ঝেঁপে দেবে না তো!

উঠোনোর একধারে পড়ন্ত বিকেলে আম গাছের ঝিরঝিরে হাওয়াটা বড় মিঠে এই সময়ে। চৈত্রের গরমটা গায়ে লাগে না ছায়ায় বসলে। কুশি-কুশি কাঁচা আমের গন্ধটাও বেশ মনমাতানো। চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে উলটো দিকে বসা পাড়ার বন্ধু তথা পুরোনোদিনের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার অখিলেশ ভদ্রকে মন্মথ বললেন, তোমার ওষুধটা ভালোই কাজ দিয়েছে অখিল... শরীরে বল পাচ্ছি মনে হচ্ছে।

অখিলেশের মুখখানা তাঁর শরীরের মতোই কাঠখোট্টা, শুকনো মতো। ইদানীং তার ওপর যেন দুশ্চিন্তার ভার মিশেছে। বলল, আগে তো বিশ্বাসই করতেন না!

ভালো ফল দিলেই বিশ্বাস করব।

একটু সময় দিতে হয়... এ তো আর অ্যালোপ্যাথির মতো 'ধর তক্তা, মার পেরেক' চিকিৎসা নয়! কোয়ালিটি ট্রিটমেন্ট। তার সঙ্গে তোমার মেয়ে-জামাইয়ের যত্নআত্তি, খাওয়াদাওয়া, সেবাযত্নর কথাও বলতে হবে।

মন্মথর মুখ থেকে মেয়ে-জামাইয়ের কথা শুনেই অখিলেশের মুখখানা যেন আরও করুণ আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠল। বলল, তা তো বটেই। আপনি বিশ্বাস করে ওদের থাকার সুযোগ দিয়েছিলেন। ওরা তার মর্যাদা রাখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আর হয়তো পারবে না। ওদের নিশিপুর গাঁয়ে ফেরে যাবে বলছে। মন্মথনাথের মুখখানা বিস্ময়ে, অবিশ্বাসে ঝুলে থম মেরে রইল। বোধহয় বুঝতে চাইলেন, ব্যাপারখানা কী! কেন?

অখিলেশের মেয়ে অর্পিতা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ-বিটি। আটপৌরে ঘরোয়া মেয়ে, গাঁ-গঞ্জে যেরকম হয়। স্কুল সার্ভিস-এর পরীক্ষা দিয়ে বাড়ির কাছেই মদনপুরে সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। প্রেম করেছিল বর্ধমানে পড়ার সময়েই। পরে বিয়েও সেই সুখময়কে। সাত বছর ধরে সে-ও ভূগোলের মাস্টার হালিশহর বয়েজ স্কুলে। উত্তরবঙ্গের ছেলে। রায়গঞ্জের নিশিপুরে বাড়ি। কিন্তু ওদিকে আর ফেরা হয়নি।

অর্পিতা-ই পাড়ার গণ্যমান্য মন্মথ জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাঁর বাড়িবাগানের পূর্বদিকে এক সময় তাঁর যে খাজাঞ্চিবাবু ছিল, সেই ঘরে থাকার ব্যবস্থা করেছিল। বর আর দেড় বছরের ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ির কাছেই উঠে এসেছিল। অখিলেশের সঙ্গে থাকার কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। কেননা সে নিজেই থাকে পৈতৃক বাড়ির এক কোণে- ঘর, চেম্বার নিয়ে। তাছাড়া সুখময় আত্মবিশ্বাসী মানুষ, শ্বশুরবাড়িতে থাকবে ভাবতেই পারে না। খাজাঞ্চিবাবু মন্মথর একটু ভরসার মতো ছিলেন। বৌ চলে যাওয়ার পরে একাই ছিলেন আউটহাউসে। কিন্তু তিনিও মারা গেলেন। মন্মথ নিঃসঙ্গ বোধ করলেও, নিজের মতো থাকার জন্যই ছেলেদের বা তাদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা চাননি। অতীতের কর্মঠ, ব্যবসাদার মানুষ তিনি। অবস্থাপন্ন, মেজাজি এবং স্বাধীন। শেষপর্যন্ত কতদিন থাকতে পারতেন, তা বলা যায় না। কিন্তু অর্পিতা-সুখময়রা বছর চার আগে এসে সত্যিই যখন আউটহাউসটা সংস্কার করে থাকতে শুরু করল, একটু একটু করে মন্মথও যেন নতুন মানুষই হয়ে উঠলেন আবার এই বয়সে।

না, এমনি এমনি হয়ে ওঠেননি। বলা যায়, একটু একটু করে কন্যাসমা অর্পিতা আর পরিশ্রমী ওর বর সুখময়ের সাহচর্য, দেখাশোনাতেই দীর্ঘদিনের বিপত্নীক মানুষটা আবার প্রাণ ফিরে পেলেন। মন্মথ ভাড়া নেন না ওদের কাছ থেকে, কেননা ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করার লোক নন তিনি।

আপনি ছাব্বিশ হাজার সরকারি শিক্ষকের চাকরি হারানোর কথা শোনেননি? ভুরু কুঁচকে মুখ ঘুরিয়ে মন্মথ তাকালেন অখিলেশের দিকে। - সে তো বেশ কিছুদিন ধরেই মাঝেমাঝে টিভিতে শুনি কিংবা কাগজে দেখি। ডিটেল আর কে পড়ে ওসব! মনেও থাকে না। শুধুই চুরির খবর।

তাছাড়া বাড়ির হাতায় কৃতজ্ঞ হয়ে কেউ থাকবে, এই অনুভূতি তাঁকে মনের জোর দেয়। ওদের শুধু বলে দিয়েছিলেন, যেন গুছিয়ে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে থাকে, আর বাগানটার দেখাশোনা করে।

যা বলেছিলেন, সুখময়-অর্পিতা তার বেশিই করেছে এই ক'বছরে। একটা ঢাকা বারান্দামতো করে নিয়েছে তাঁর অনুমতি নিয়ে। আর একটা বাচ্চাও হয়েছে ওদের কেষ্টপুরে আসার পরে। ছাগল পুষেছে।

কিন্তু মন্মথর আসল উপকার যেটা হয়েছে, তা হচ্ছে, তাঁর খাওয়াদাওয়া এবং শরীরের দিকে অর্পিতাদের একটু নজরদারি। রাঁধুনি, চাকর সবই তাঁর আছে তো বটেই। কিন্তু যা হয়, বিপত্নীক বয়স্ক লোকটার দিকেই তাদের নজর কম। কোনটা খাওয়া উচিত না, কোনটা খাওয়া দরকার, মাঝেমধ্যে একটু উৎসাহিত করা কিংবা নিরস্ত করা... কবে থেকে এসব ব্যাপারগুলোতেই অনাত্মীয় ছেলে আর মেয়েটা একটু একটু করে ঢুকে পড়েছে। কৃতজ্ঞতাবশতই। ভালোবাসাও হয়েছে।

সরকারি স্কুলের চাকরি করে দুজনের মিশিয়ে রোজগার খারাপ না। হয়তো দু-এক বছর পরে উঠেও যাবে মন্মথনাথের বাগানবাড়ি ছেড়ে। মাঝেমাঝে এটা সেটা রান্না করে দিয়ে আসে... শুক্তো, মোচার ঘণ্ট, মুলো দিয়ে শোল মাছ বা মৌরলা মাছের টক... বর্ষায় খিচুড়ি, শীতে একটু পুলিপিঠে... ছাগলের দুধটা নিয়মিতই দেয়।

ক-বছরে একটা অভ্যাসও তৈরি হয়েছে। হওয়াই স্বাভাবিক। বাইরের লোকেরাই আপনজন হয়ে ওঠে। আপনরা স্বার্থান্বেষী হয়ে ওঠে, এ তো নিজের চোখেই দেখছেন মন্মথ। নিজেদের ধান্দা, সংসার নিয়ে ছেলেমেয়েরাই পর। তো সে যাক।

এখন হঠাৎ ছেলেমেয়ে দুটো পাট গুটিয়ে উত্তরবঙ্গে ওদের সেই নিশিপুর গ্রামে ফিরে যাবে! হ্যাঁ কাজকর্মে বদলি হলে কিংবা বাড়ির দরকারে ফিরে যেতে হলে কিছু বলার নেই। হয়তো মন্মথকে সোজাসুজি জানাতে একটু বাধছে।

একটু চুপ থাকার পরে অখিলেশকে মন্মথ বললেন, ফিরে যাবে! আমায় তো কিছু বলেনি। আপনাকে আর কী বলবে বলুন তো পালবাবু! সুখবর কিছু তো না।

তা না হোক। ক-বছর ধারেকাছে রয়েছে, খারাপ খবর হলেও তো জানাবে... নাকি?

হয়তো অনুমান করেছে, আপনি জানেন.. কিংবা বুঝে নিয়েছেন।

সামান্য ভেবে নিয়ে মন্মথ বললেন, কই—সেরকম কিছু তো মনে পড়ছে না...। ব্যাপারখানা কী অখিল?

আপনি ছাব্বিশ হাজার সরকারি শিক্ষকের চাকরি হারানোর কথা শোনেননি?

ভুরু কুঁচকে মুখ ঘুরিয়ে মন্মথ তাকালেন অখিলেশের দিকে। - সে তো বেশ কিছুদিন ধরেই মাঝেমাঝে টিভিতে শুনি কিংবা কাগজে দেখি। ডিটেল আর কে পড়ে ওসব! মনেও থাকে না। শুধুই চুরির খবর।

তলে তলে পুকুরচুরি হয়ে গেছে পালবাবু। কিন্তু সরকারি চাকরি চুরি হয়ে যায়, শুনেছেন কোনোদিন?

এত চুরির কথা এতদিন ধরে শুনতে শুনতে গা-সওয়া হয়ে গ্যাছে অখিল।

কিন্তু যাদের চাকরি চুরি গ্যাছে... আজ এত বছর চাকরি করার পরে, সেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা যে পথে বসেছে!

শুনলাম তো মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন- কারুর চাকরি যাবে না! তারপরে আর...।

তারপর জল অনেক দূর গড়িয়ে গ্যাছে পালবাবু...। মন্ত্রীদের হাতের বাইরে।

আমার তো মাথায় ঢুকছে না, সরকারি চাকরি একবার পাওয়ার পরে, কোনো দোষ না করলে কিংবা নিজে থেকে ছেড়ে না দিলে, তা যাবে কী করে?

তাই গ্যাছে পালুবাবু। কী আর বলব আপনাকে! ছাব্বিশ হাজার সরকারি শিক্ষক-শিক্ষিকা যখন পরীক্ষা দিয়ে, পাশ করে, সিলেক্টেড হয়ে চাকরি পেয়েছিল, তারমধ্যে বহু ফেল করা ক্যান্ডিডেট নাকি লাখ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে সিলেক্টেড হয়ে ঢুকে গিয়েছিল। সেইসব একের পর এক এখন ধরা পড়ছে। কেস গ্যাছে সুপ্রিম কোর্টে।

বাপরে... এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার! মাস্টাররা যারা স্কুলে পড়াবে...! তারপর এখন?

সুপ্রিম কোর্ট এখন সেইসব মাস্টার-মাস্টারনিদেরই চাকরি খারিজ করে দিয়েছে। তার মধ্যে অর্পিতা, সুখময়ও পড়েছে পালবাবু...। গলা ধরে এল অখিলেশের। - আমি হলফ করে বলছি, আমার মেয়ে-জামাই পরীক্ষায় পাশ করেই...। আর কথা বলতে পারল না অখিলেশ। কান্নায় গলা বন্ধ হয়ে গেল। ... ভাবা যায় না কী অবস্থা!

মন্মথ দিশাহারার মতো বললেন, এ কী সর্বনেশে ব্যাপার... এরা তাহলে ছেলেপুলে, ঘরসংসার নিয়ে যাবে কোথায় এখন! চোর-জোচ্চোর আর তাদের যারা ঢোকাল, তাদের জন্য এত হাজার হাজার মাস্টার... তাদের সংসার... দাঁড়াও দাঁড়াও অখিল...। একটু ভাবতে দাও। এমন কথা তো কস্মিনকালেও শুনিনি!

ভাববার আর কিছু নেই পালবাবু। অপু-সুখময়রা নিশিপুর ফিরে গিয়ে চাষবাস করবে... বলছে। আর কিছু না হোক, গাঁয়ের বাড়ি আছে ওদের... মুটেমজুর, কুলিকামিনের কাজ করবে...। আমার তো সাধ্য নেই...।

মাথা ভনভন করতে লাগল মন্মথনাথের। স্কুলের মাস্টাররা সব পথে বসে গেল! মুটে-মজুর-চাষের কাজ করবে!

সরকারি কাজ করতে-করতে হঠাৎ সব নাকচ হয়ে গেল, এমন ঘটনা কি ঘটতে পারে! কতজনের জীবনযাপনই তো কতরকমভাবে বদলে গেছে। বিয়ে করে ঘরসংসার করবে, ছেলেপুলে লেখাপড়া করছে... বাড়ির ছাদ ঢালাই, বাবা-মা'এর চিকিৎসা, লোন শোধ, শখ-আহ্লাদ, জীবনবিমা... কত কিছু। তার ওপর সরকারি চাকরি, এতকাল ধরে যা সব থেকে নিরাপদ বলে লোকে জেনে এসেছে। অথচ এমন ঘটনা ঘটেছে যে, সেই সরকারি চাকরিকেই বড় আদালত বাতিল করতে বাধ্য হচ্ছে! এ যে মরণের থেকেও বড় শাস্তি সেইসব ছেলেমেয়ের, যারা আজ বাপ-মা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীগুলোরই বা কী দশা হবে! তাদের পড়াবে কে?

ভাবতে গিয়ে সত্যি দিশাহারা হয়ে গেলেন মন্মথ। একটা থেকেই দশখানা দুর্ভাবনার ডালপালা ছড়িয়ে পড়ছে। এ যে গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়ার থেকেও মারাত্মক ঘটনা। সরকারের কি তাহলে কোনও দায়িত্ব নেই এই হাজার হাজার মানুষের জন্য! তাদের গাফিলতিতেই তো এরা আজ চাকরিহারা। কিন্তু তাদের কাছে কৈফিয়ত চাইবে কে? চাইলেও দিচ্ছে কে!

নিজের ক্ষমতার দৌড় সম্বন্ধে সচেতন মন্মথ। ব্যবসা-পরিশ্রম-উপার্জন- সম্পত্তি করেছেন। কত ধানে কত চাল, ভালোই বোঝেন। তাই সময় থাকতে ছেলেদের মতিগতি বুঝেই ভাগবাঁটোয়ারা যা করার করে দিয়েছেন। এখন তো তিনি প্রায় ঠুঁটো জগন্নাথ। আগের সেই তেজ আর মেজাজ থাকলে, ছেলেমেয়ে দুটোকে নিজের কাজে, ব্যবসাতেই লাগিয়ে দিতেন। আর যাই হোক না কেন, ওরা অন্তত তাঁর নিজের ছেলেমেয়ের মতো বড়লোকি চাল মারত না। কিংবা নাক উঁচু ভাব দেখাত না এলেবেলে কাজ করতে। কিছু না হোক তাঁর তো লোহালক্কড়, মনিহারি দোকান, কোল্ড স্টোরেজ, দপ্তরিখানা, ওষুধের দোকানও তো ছিল। ওদের মতো বিশ্বাসী আর শিক্ষিত তো বটেই, তাদের কোথাও-না-কোথাও নিশ্চয়ই জুড়ে দিতে পারতেন। কিন্তু সে সবই তো গ্যাছে এখন। হ্যাঁ সম্পত্তি অনেক করেছেন পালবাবু তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজের হাতে কিছুই তো ধরে রাখেননি আর। নাহ, একেবারে কিছুই নেই, তা তো নয়! এই বাড়ি আর বাগানটুকু তো এখনও তাঁরই আছে। অর্পিতা আর ওর বরের ছোট্ট সংসারটা ধরে রাখার জন্য এরমধ্যে কি কিছু একটা ব্যবস্থা করা যায় না!

চিন্তাচ্ছন্ন মুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে যেতে যেতে বললেন, আমায় একটু ভাবতে দাও অখিল। তোমার মেয়ে-জামাইকে বলো, আমার সঙ্গে কথা না বলে, এখনই যেন কোথাও চলে-টলে যাওয়ার কথা না ভাবে। পালালে চলবে না।

*****

বুদ্ধিমান মানুষ মন্মথনাথ। ঠান্ডা মাথা। আগে থাকতে ভালোমন্দ প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভাবেন। স্কুল মাস্টারদের চাকরি হারানোর বিষয়টা ভাল করে খোঁজখবর করলেন। জানলেন। হাজার হাজার পরিবার যে অসহায়, অমানুষিক অবস্থায় পড়ে গেল- কোনো সভ্য দেশে এই ঘটনা ঘটে! অথচ যাদের চুরি, শঠতা...নাহ ওসব ভেবে তিনি কিছু করতে পারবেন না। তিনি একমাত্র কাছে থাকা এই পরিবারটিকেই বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারেন। তারপর দেখা যাক যদি আরও কাউকে...।

দু'দিন ভাবনার পরে , ছোট করে স্কুল খোলার ব্যবস্থাটাই সঠিক মনে হল মন্মথনাথের। ছেলেমেয়ে দুটোকে ভালোবেসে ফেলেছেন বলেই, যেটুকু সম্ভব ওদের এই বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা। বাগানে জায়গা আছে। চাকদা কেষ্টপুরের মতো, গাঁ-গঞ্জ এলাকায় লোকে এখনও এতটা শহুরে হয়ে যায়নি। যদিও মানুষ বোকা না, সচেতন এখন। অপু আর সুখময়কে ডেকে নিজের প্ল্যান আর ভাবনার কথা বললেন।

নিজেদের পরিচয় দিয়ে, চাকরি হারানোর কথা বলে লিফলেট ছাপা হবে। মদনপুর-চাকদা-শিমুরালিতে বিলোবে। তারপর কেষ্টপুরের এই বাড়িতে স্কুল খোলা হচ্ছে বলে জানাতে শুরু করবে। অবৈতনিক স্কুল বলেই জানাবে মফসসল আর শহরতলিতে। আর যাই হোক না কেন, ওরা যে শিক্ষক ছিল, সেই শিক্ষকতার কাজটাই অন্তত করবে, করতে পারবে। যে ক'টা ছাত্রছাত্রী হয়, তাই নিয়েই শুরু হবে। দেশে নেতা-মন্ত্রী বলে যারা পরিচিত, তারা না থাকলেও চলে, কিন্তু শিক্ষক না থাকলে সমাজ অচল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, অবশ্যই যোগ্য শিক্ষক... টিচার-মাস্টার-স্যর-দিদিমণি... যারা যা বলে।

মন্মথ এটাও বোঝেন, শিক্ষকদের বাঁচতে অর্থের প্রয়োজন। তবু অবৈতানিক স্কুলই তৈরি হোক। তারপর দেখা যাবে।

*****

সপ্তাহ ছয়েক সময় গেল, বাজেকদমতলা কেষ্টপুরের ইস্কুল চালু হতে।

টালিখোলার চাল দিয়ে ছ'খানা দোচালার মতো ঘর হয়েছে। বাকিটা খোলামেলা বাগানেই চট পেতে পড়ানোর ব্যবস্থা। জল খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে আর প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মের জন্য ছেলেমেয়েদের শৌচাগার। ব্ল্যাকবোর্ড, চক-ডাস্টার, নামের খাতা। ছোট-মাঝারি-বড় তিন গ্রুপের ছেলেমেয়ে। আশ্চর্যভাবে এনার্জি পেয়েছে অর্পিতা আর সুখময়। একেবারে, যাকে বলে, আদাজল খেয়ে উঠেপড়ে লেগেছে। মন্মথ আর অখিলেশও বসে নেই। ইস্কুলে যোগ দিয়েছেন। আরও আশ্চর্যের কথা, হেটোমেঠো গঞ্জের মানুষজন ছেলেমেয়েকে কেষ্টপুরের খোলাস্কুলে নিয়ে আসছেন। তাঁরাও জেনে গেছেন, ঘুষ দিয়ে শিক্ষক হয়ে যাওয়া অযোগ্যদের জন্য, সত্যি সত্যি মাস্টার দিদিমণিরা আজ চাকরিহারা। না খেতে পাওয়া মানুষের মতো তাঁদের পথে বসতে হয়েছে। এই স্কুল অবৈতনিক হলেও এই শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বাঁচাতে হবে। যে যা পারে, দিয়ে যায়। সবজি, চাল, পয়সা। দিনের পরে দিন যায়। মন্মথ ভাবছেন, ছেলেমেয়ের সংখ্যা আরও বাড়লে, এই বাগানে জায়গা দিতে পারবেন তো!

ধনেশ পাখির নামে রঙিন উৎসব

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

আয় মন বেড়াতে যাবি

'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান/ বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান।' মহান কবি অতুলপ্রসাদ সেনের এই কবিতাটির সার্থক রূপায়ণ দেখতে হলে অতি অবশ্যই আপনাকে ছুটে যেতে হবে নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমাতে। দেখতে হবে এক অনবদ্য বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান যার নাম 'হর্নবিল ফেস্টিভাল'। প্রতিবছর ১ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমা শহর সংলগ্ন 'কিসামা ভিলেজে' এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। নাগা লোক উপাখ্যানে 'হর্নবিল' (ধনেশ) একটি পবিত্র বিহঙ্গ। মূলত সেই কারণেই এই পাখির নামে অনুষ্ঠানটিকে উৎসর্গ করা হয়েছে। ২০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়েছে এই অনুষ্ঠান। ২০২৪-এ ছিল এই অনুষ্ঠানের রজতজয়ন্তী বর্ষ। বলাবাহুল্য, ইতিমধ্যেই নাগাল্যান্ডের পর্যটন শিল্পে এই অনুষ্ঠান জোয়ার এনে দিয়েছে। শুধু উত্তর-পূর্বাঞ্চল নয় গোটা ভারতবর্ষে নাগাল্যান্ডের 'হর্নবিল ফেস্টিভাল' এখন প্রচণ্ড জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নাগাল্যান্ডের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষজনের নিজস্ব চিরাচরিত কৃষ্টি সংস্কৃতি লোকাচার ও সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি মূর্ত হয়ে ওঠে এই অনুষ্ঠানে। নাগা জনজাতির এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান এখন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। প্রান্তবাসী জনজাতির সহজ সরল মানুষের সঙ্গে আমাদের দেশের মূল জনস্রোতের মানুষজনের আত্মিক মেলবন্ধন রচনা করার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই এই অনুষ্ঠান বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

গত বছরের ১ ডিসেম্বর নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল লা গণেশন এবং মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও, নাগা জনজাতির পবিত্র ঘণ্টা বাজিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে নাগাল্যান্ডের বিভিন্ন জনজাতির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সংরক্ষণে নাগাল্যান্ড সরকারের সদর্থক ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'এ ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই শান্তি সৌহার্দ্য ও সংহতির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।' প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পর্যটন ও সংস্কৃতিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং সাখাওয়াত। সম্মানীয় বিশেষ অতিথি হিসেবে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অস্কারজয়ী সংগীত পরিচালক এআর রহমান।

রাজধানী কোহিমা শহরের 'কিসামা ভিলেজে' রংবেরংয়ের পোশাক এবং পরম্পরাগত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নাগাল্যান্ড এবং আশপাশের এলাকার বিভিন্ন জনজাতির লোকশিল্পীদের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে গত ১ ডিসেম্বর শুরু হয়েছিল দশদিনব্যাপী ২৫তম 'হর্নবিল ফেস্টিভাল'। চলেছে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এ বছর এই অনুষ্ঠানের অংশীদার ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পেরু, জাপান, যুক্তরাজ্য এবং ওয়েলস। সিকিম এবং তেলেঙ্গানা ছিল এই অনুষ্ঠানের স্থানীয় অংশীদার। ভারত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এক লক্ষ তিয়াত্তর হাজার দর্শক ও পর্যটক এই অনুষ্ঠান দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেন কিসামা ভিলেজে। এরমধ্যে ২৩৭৫ জন ছিলেন বিদেশি।

আঙামি, আও, চাখেসাঙ, চ্যাং, টিখির, পচুরাই, কাছারি, গারো, রেংমা, সাংতাম, খিয়ামনিউনগান, কোনিয়াক, লোথা, ফম, সুমি, ইউমখিয়াং, কুকি ও জেলিয়াং, নাগাল্যান্ডের বিভিন্ন প্রান্তের এই ১৮টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রায় ৮০০ লোকশিল্পী বর্ণাঢ্য পোশাকে সজ্জিত হয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নৃত্যগীতের মধ্যে দিয়ে তাঁদের নিজস্ব লোকসংস্কৃতিকে সমাগত অতিথি ও দর্শকদের সামনে বিকশিত করে তোলেন। উচ্ছল প্রাণের বন্যায় ভেসে যায় সমাগত দর্শকদের হৃদয়। তুমুল হর্ষধ্বনিতে ভরে ওঠে উৎসব প্রাঙ্গণ।

স্থানীয় শিল্পীদের লোকনৃত্য ও সংগীতের অনুষ্ঠানের পর পরিবেশিত হয় বিদেশি শিল্পীদের ব্যান্ডের অনুষ্ঠান। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে আসক্ত আজকের নাগাল্যান্ডের যুব সমাজের হৃদয় ছুঁয়ে যায় এই অনুষ্ঠান। দেশ-বিদেশ থেকে আগত ৪০টি ব্যান্ডের দল ১০ দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে তাদের যন্ত্র ও কণ্ঠ সংগীত পরিবেশন করে তুমুল

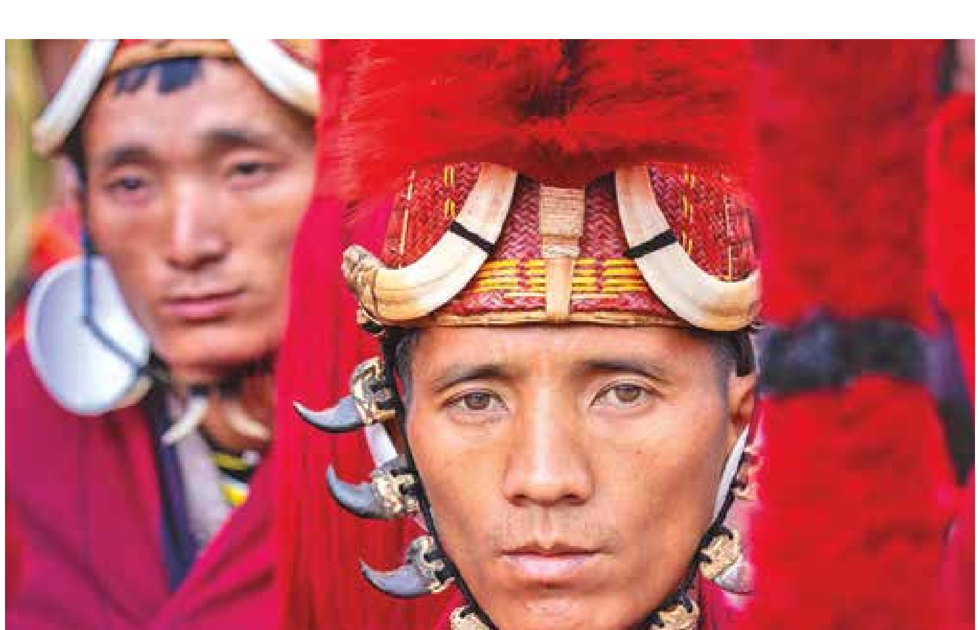

ছবি : লোপামুদ্রা তালুকদার

হর্ষধ্বনিতে দর্শক শ্রোতাদের হৃদয় জয় করে নেয়।

এই উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পোশাকে সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর শিল্পীরা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে ১২টা এবং দুপুর ১টা থেকে ৩টে পর্যন্ত দু'দফায় তাদের চিরাচরিত গান নাচ এবং প্রথাগত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের মহড়া প্রদর্শন করেন। বর্ণাঢ্য 'হর্নবিল ফেস্টিভাল' উপলক্ষ্যে গোটা কোহিমা শহরকে ফুলে ফুলে আলোক মালায় সজ্জিত করে তোলা হয়েছিল। চারদিকে গড়ে তোলা হয়েছিল প্রচুর সুদৃশ্য তোরণ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিল নাগাল্যান্ডের শিল্প ও সংস্কৃতি দপ্তর। নাগাল্যান্ডের বিভিন্ন প্রান্তিক পাহাড়ি গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন জনজাতির বিচিত্র কৃষ্টি সংস্কৃতি যাপন ও দৈনন্দিন ব্যবহার্য লোক সামগ্রীর প্রদর্শন ও বিপণনের জন্য বাঁশ এবং খরের ছাউনি দিয়ে প্রচুর নয়নাভিরাম কুটির নির্মিত হয়েছিল কিসামা পাহাড়জুড়ে। হস্তচালিত তাঁত, পশম সামগ্রী, বাঁশ ও বেতের আসবাবপত্র, ঐতিহ্যবাহী রংবেরংয়ের পোশাক, আদিবাসী মুখোশ, হস্ত নির্মিত গহনা, কাঠের খোদাই করা দ্রব্যসামগ্রী, আদিবাসী কারুশিল্প এবং মৃৎশিল্পের সম্ভার প্রদর্শন ও বিপণনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে। এছাড়াও বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলি তাদের নিজস্ব আহার্য সামগ্রী তৈরি করে ভিনদেশি পর্যটকদের কাছে স্বল্পমূল্যে বিপণনের ব্যবস্থা করেছিল। কিসামায় গড়ে তোলা হয়েছিল রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রদর্শনী স্টল। সেখানে মৌমাছি পালন, ফল ফুল সবজি চাষ প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরা হয়।

এই প্রথম নাগাল্যান্ডের দেশজ পদ্ধতিতে সৃষ্ট 'মিথুন' নামের বিশেষ এক ধরনের শুয়োর প্রদর্শিত হয়েছে পশুপালন দপ্তরের প্রদর্শনীতে। প্রতিদিনের জন্য ৫০ টাকা করে প্রবেশমূল্য ধার্য হলেও প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের জন্য কোনও প্রবেশমূল্য দিতে হয়নি। তবে আগেভাগে সংরক্ষণ না করলে বিখ্যাত এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে এই সময় নাগাল্যান্ডে বিশেষ করে কোহিমা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় হোটেল এবং হোমস্টেগুলির ভাড়া বেশ খানিকটা বেড়ে যায়। তবে ১ ডিসেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার টার্গেট নেওয়া উচিত। সবুজ গালিচায় মোড়া স্টেডিয়ামে বসে এই অনুষ্ঠান দেখে নাগাল্যান্ডের সহজ সরল মানুষের উষ্ণ ও হার্দিক ভালোবাসায় নন্দিত হয়ে বুকভরা অক্সিজেন নিয়ে আপ্লুত হয়ে আমরা ঘরে ফিরে এসেছি। দেশ-বিদেশে আমার জীবনে দেখা অসংখ্য ছোট-বড় অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান নাগাল্যান্ডের 'হর্নবিল ফেস্টিভাল' এ কথা হলফ করে বলতে পারি। নিউজলপাইগুড়ি থেকে ডিমাপুর যাওয়ার জন্য, অবধ আসাম এক্সপ্রেস, ডিব্রুগড়গামী রাজধানী এক্সপ্রেস সহ অনেক ট্রেন আছে। তবে বিকেল বা রাতের ট্রেনে উঠে পরদিন সকালে ডিমাপুরে নামলেই সুবিধা হবে। সেখান থেকে বাস বা ট্যাক্সি করে দুই/আড়াই ঘণ্টায় পৌঁছে যাওয়া যায় কোহিমায়। অনুষ্ঠানের অন্তত ৫/৬ মাস আগে হোটেল অথবা হোমস্টে বুক না করলে সেসময় থাকার জায়গা পাওয়া দুষ্কর।

কবিতাগুচ্ছ
সমর রায়চৌধুরী

১
জাদু

হাওয়ায় কি ওড়ে শুধু তুলোর আঁশ, ফুলের রেণু বা পাখির পালক?
আমি তো দেখি কথাও ওড়ে, জনশ্রুতি বা গুজব
ওড়ে এমনকি কত কত দৃশ্যও — গ্যারি সোবার্সের ব্যাট,
গান্ধিজির গোল চশমা, ইহুদি মেনুহিনের ভায়োলিন
ভ্যান গগের তুলি, চার্লি চ্যাপলিনের লাঠি
জীবনানন্দের কবিতার পাণ্ডুলিপি থেকে
শালিকে হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছাটি
লেখার মুহূর্তটি ঝরে পড়ে যেমন—
আকাশের কার্নিশ থেকে আমার মাথার ওপর খসে পড়ে
অ্যারিস্তোস দ্য নাসিমান্তো পেলের পা থেকে ছিটকে আসা ফুটবল
ঝরে পড়ে, ঝরে চলে, ঝরে পড়ে, এরকম কত কিছুই না ঝরে চলে অবিরাম...

২
উপলব্ধি
কবরের নীচে শুয়ে আছেন মেরিলিন মনরো
কবরে নীচে শুয়ে আছেন জন এফ কেনেডি
কেউই ভোলেননি কাউকে
দুজনের প্রতি দুজনের আকর্ষণ দুর্নিবার
কেউ দেখুক না দেখুক, বুঝুক না বুঝুক —
টের পাচ্ছি আমি সবার অলক্ষে
মাটির তলা দিয়ে নীরবে
দুজনেরই মাটির আঙুল একে অপরের দিকে ধীরে ধীরে
সুরসুর বা তিরতির করে এগিয়ে চলেছে ক্রমশ
একে অপরের মাটির সাথে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষায়...

৩
কেমিস্ট্রি

ভাঙচুর করে, এটার সাথে ওটা, ওটার সাথে সেটার মিশ্রণ ঘটিয়ে দেখতে চাই সম্পূর্ণ এক পৃথক যৌগ পাওয়া যায় কি না! তাই পৃথিবীর জলের সাথে আকাশের স্থলের, তাই সকল রূঢ় নিষ্ঠুর পুরুষদের ভেতর নারীর কিছুটা নম্রতা, সহনশীলতা ও মমত্ব, এবং মুসলমানদের ভেতর কিছুটা হিন্দুত্ব ও একই সাথে উলটোটাও; পরিশেষে এমন নেশায় আক্রান্ত যে গদ্যের ঝলমলে রৌদ্রে কখন যে কবিতার স্নিগ্ধ ছায়া এসে পড়ে ‘আর ঢেকে দেয় তোমাকে আমাকে’ নিজেরই অজান্তে তা আমি টের পাই না ।

৪
একটি না পাঠানো চিঠির খসড়া

এডুইনা প্রিয়তমাসু,
একটু বলে কয়ে দেখো না বাপু তোমার কর্তাকে, যাতে অখণ্ড ভারতকে খণ্ডিত করার অপপ্রয়াস বা উদ্যোগ থেকে তিনি বিরত থাকেন। না হলে এর মাশুল কিন্তু গুনতে হবে আমাকে এবং সেটা একদিক থেকে তোমাকেও ডার্লিং! কেননা তখন ভারতীয়দের ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জোরদার ভারত ছাড়ো আন্দোলনে শামিল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না! তখন কি আর আমাদের আগের মতো লুকিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদি চালানো সম্ভব হবে? মাথার উপর ‘ঈশ্বর আল্লা তেরো নাম সবকো সম্মতি দে ভগবান’ এর ধ্বজাধারী এবং অহিংসার পূজারি এক বাপুজি আছেন না, তাঁকে আমি খুবই সমীহ করি। সাবধান!

কবিতা

উত্তরহীন-জীবন
নন্দা হাংখিম
(নেপালি থেকে অনুবাদ কৃষ্ণ প্রধান)

জীবন একটা জুয়া না কি!
জয়-পরাজয় শেষ হওয়া,
জীবন এটা ধোঁয়া নাকি!
শ্মশানের উপর উড়ে যাওয়া,
কিছুই বলতে পারা যায় না
কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাচ্ছি?
কেউ কেউ বলে এটা একটা সংগ্রাম-
সংগ্রাম থেকে আমি কী পেয়েছি!
পৃথিবীতে যতই যুদ্ধ করি না কেন,
শত্রুতার দোষ পেয়েছি,
আর এই ক্ষতে পিষ্ট হয়ে
নরকে যেতে বসেছিলাম!
জীবন একটা যুদ্ধ নাকি!
বাংকারে লুকিয়ে থাকতে হবে!
জীবন একটা আরোহণ নাকি!
আরোহণের সময় পেরোতে হবে!
কেউ কেউ বলে শাস্তি, তাহলে
আমার অপরাধ কী ছিল?
যখন আমি পৃথিবীর উপকার করেছি,
কেন আমি দোষী হয়ে গেলাম?
এই দোষের জন্য চিন্তিত হয়ে,
স্বপ্নের আকাশে হারিয়ে গেছি!
জীবন কি মিষ্টি স্বপ্ন?
জীবন কি তিক্ত দুঃস্বপ্ন?
উত্তর খুঁজতে হারিয়ে গেলাম
এটি একটি উত্তরহীন জীবন।

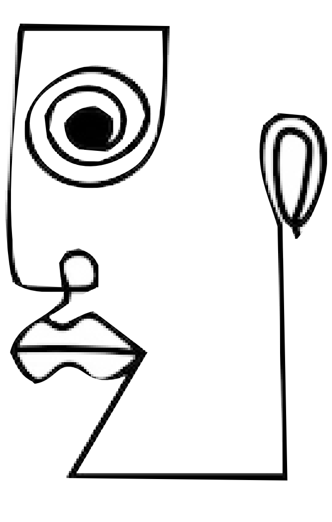

উমাসুন্দরী
কৌশিক সেন

কলপাড়ে এঁটো বাসন জড়ো হয় রোজ।

উমাদি আসে না বহুদিন।
জ্যোৎস্নার রাতে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে,
শুনেছি।

থালার পর থালা, বাটির পর বাটি
মাছের কাঁটা ঠুকরে খায় কাক
বসন্ত ডাক দেয় পোড়া তেজপাতাকে।

চুল্লুতে চুর হয়ে নালার ধারে উমাদির প্রেমিক
পনেরোতলার ভাড়ার থেকে পড়ে গেছে উমাদির স্বামী
পঙ্গু এখন।

বাসনের পাহাড়। কলপাড়ে নিস্পন্দ আকাশ
তুষারাবৃত বাসনচূড়া,
হুহু হাওয়া দিলে পাখিরা ফিরে যায়
সরোবরে।

দেখেছিলাম, সেই শেষবার
পরিযায়ী পাখিদের দলে ভিড়ে গেছে
বাগদিপাড়ার উমাদি।

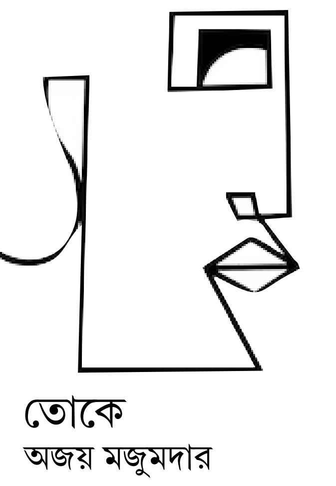

জন্মদাগ
মাধবী দাস
বৃষ্টি থেমে গেছে। রাস্তা জুড়ে পড়ে আছে
শীতার্ত বকুল ফুল। জীবিত ও মৃত।
আর পড়ে আছে কিছু মরকত রঙা
বকুলের পাতা।
মেঘলা ভেজা দিনে একটানা ভিজতে ভিজতে
পাতারা কি ভেবেছিল পরমায়ু এত কম কেন?

কোনও কোনও পাতা এত বৃষ্টি
বুকের ভেতর জমা করে রাখে -
সারাটা জীবন বৃষ্টি পড়ে সেই সব
গাছের তলায়। লেগে থাকে জন্মদাগ...
বর্ষাদিনে বকুলের তলায় তলায়
সেই জন্মদাগে খুঁজি মাকে!

পথে পথে শুয়ে থাকা বকুল ফুলেরা
কবে যে ‘মা’ হয়ে গেল বুঝিনি। বুঝি না!

কুহু
দীপশিখা পোদ্দার

বড় বাড়িতে ঢুকতে না-পারা তোমার বিষণ্ণ লেখাটির
নাম রাখো, ‘কুহু’,
তারপর তাকে বসন্তে উড়িয়ে দাও।
বাতাসের গায়ে চিরদিন অনন্তের নাম লেখা থাকে,
যেভাবে মানুষ ভেসে যায় আরেক মানুষে,
যেভাবে আলো ভেসে আসে চোখ-সওয়া অন্ধকারে
দূর থেকে গন্ধ আসে প্রিয় মানুষের,
কবিতারও রক্ত মাংস আছে,
প্রেম আছে,
কষ্ট পেলে শয্যা পায় তারও।
কবিতাও জানে কীভাবে অশ্রুর থেকে পিছোতে পিছোতে
সন্তরণ শিখে নিতে হয়।

বড় বাড়িতে ঢুকতে না-পারা বিষণ্ণ লেখাটির
নাম রাখো ‘কুহু’।
আরও বেশি ভালোবাসো তাকে,
আরও নতুন নতুন আদর চেনাও,
যুদ্ধ কি শুধুই অস্ত্রে অস্ত্রে হয়?

অপমানে, অবজ্ঞায়
ফিরে যেতে যেতেই শক্ত হয় পায়ের তলার মাটি।
দাঁড়াবার জায়গায় কখনও তো বন্ধুও থাকে!

তোকে
অজয় মজুমদার

আদর মেখে জড়িয়ে ধরি বুকে
নরম আলো পিছলে যাচ্ছে গায়ে
মুঠোয় ভরা জ্যোৎস্না রাতের মতো
সমর্পণের ভাষা কি এমনই হয়

সোহাগ জলে ভিজতে থাকে আজ
অভিমানের ভার জমানো আঁখি
তোমার ঠোঁটের স্টেশন চত্বরেতে
আমার বাড়ির নতুন ঠিকানা লিখি

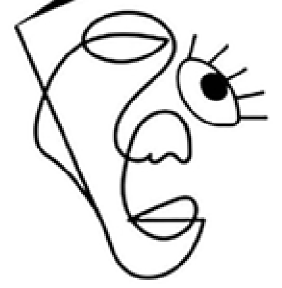

চোরকাঁটা
ইন্দ্রাণী বিশ্বাস মণ্ডল

তীরগুলো ছুটে আসছে খুব
নরম মাটিতে আঘাত করছে
কিন্তু দাঁড়াতে পারছে না।

তবু শিকারির প্রচেষ্টার শেষ নেই
সে যেন এর শেষ দেখেই ছাড়বে।

অবাচীনের বোধের বাইরে সবই
তীরগুলো চোরকাঁটার মতো ফোটে
তবু আঘাতের জায়গা থেকে
এদের তুলে দিতে পারলেই হল।

তখন খোলা আকাশের নীচে
মখমল ঘাসের ওপর নিশ্চিন্তে শুয়ে
আকাশের সাতটি প্রিয় তারা
দেখার সে কী সুখ!

সপ্তাহের সেরা ছবি

চিনের এক গ্রামে সম্পূর্ণ অন্যরকম বাড়ি। চিনা দর্শনের পাঁচটি দিক (ধাতু, কাঠ, জল, আগুন ও পৃথিবী) মেনে তৈরি হয় এই ধরনের বহুতল। নানজিং কাউন্টিতে তিয়ানলুয়োকেং, সাংবান গ্রামে।

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

কোচবিহারের রাজাদের গৃহদেবী

পূর্বা সেনগুপ্ত

কোচবিহার শহর আর শহরস্থিত রাজবাড়ি হল উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র। এই রাজবাড়ির ইতিহাস ৫০০ বছরেরও বেশি পুরোনো। কোচবিহার রাজবাড়ির সঙ্গে মদনমোহন দেবের সম্পর্ক অতি নিবিড়। আমরা মদনমোহনজিউয়ের কথা উচ্চারণ করলেই কোচবিহারে রাজবাড়ির কথা স্মরণ করি। কিন্তু আমরা জানি, এই কোচ বংশীয় রাজবাড়ির গৃহদেবী হলেন দেবী দুর্গা। রাজবাড়ির ভেতরে যেখানে মদনমোহনজিউ বিরাজিত তাঁর পাশে একটি দেবী দুর্গার মূর্তি রয়েছে। তিনি দেবী ভবানী রূপে পূজিতা হন। তিনি কিন্তু কোচ রাজবাড়ির গৃহদেবী নন, রাজবাড়ির গৃহদেবী ভিন্নস্থানে পূজিতা হন। এই দেবীর আকৃতি একেবারেই চিরাচরিত দেবী দুর্গার থেকে ভিন্ন। জনমানসের কাছে এই দেবী হলেন বড়োদেবী। তিনি বড়োদেবী নামে সর্বত্র পরিচিত। আমরা জানি উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ভান্ডানি দেবী নামে এক দেবী পূজিতা হন। এই দেবীর সঙ্গে কোচবিহার রাজবংশে পূজিতা বড়োমার বেশ সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাই।

জয়নাথ মুন্সির ‘রাজোপাখ্যানের কথা’ গ্রন্থে এক কাহিনী ব্যক্ত করা হয়েছে। সে বহুকাল আগের কথা, কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ বা বিশু তখন কিশোর। অসমের চিকনা পাহাড় সংলগ্ন একটি গ্রামের গ্রামপ্রধানের ছেলে ছিলেন বিশ্বসিংহ। একদিন বিশু তাঁর ভাই চন্দ্রবদন ও অন্য বন্ধু অনুচরদের নিয়ে বনের মধ্যে পুজো পুজো খেলছিলেন। সেই সময় একটি ময়না গাছের ডালকে দেবী দুর্গার প্রতীক করে খেলার পুজো অগ্রসর হল। রাজবংশী সম্প্রদায়ের কাছে দেবীর সম্মুখে বলি প্রদান পুজোর অপরিহার্য অঙ্গ। বিশু অনুচরদের মধ্যে একজনকে বলির পাঁঠা করে সামান্য কুশ দিয়ে বলি দিতে উদ্যত হলেন। কুশ যেই মুণ্ড স্পর্শ করল অমনি সেই অনুচরের ধর থেকে মুণ্ড আলাদা হয়ে গেল। এই অলৌকিক কাণ্ড দেখে সকলে অবাক। এ কী করে সম্ভব? সামান্য কুশের আঘাতে কী করে জীবকে বলি দেওয়া যায়? এ দেবীর অলৌকিক খেলা মনে করে ভক্ত বিশু সঙ্গে সঙ্গেই দেবীর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। কাতর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তাঁর অনুচরের প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগলেন। কিছুক্ষণ দেবীকে একাগ্র মনে স্মরণ করতেই দেবী দুর্গা সেখানে আবির্ভূতা হয়ে বিশুকে তাঁরই ধারালো খড়্গ দান করে তাঁকে ভবিষ্যতে রাজা হওয়ার আশীর্বাদ করেছিলেন। দেবীকৃপায় অনুচর প্রাণও ফিরে পেলেন।

এর পরের অধ্যায় হল ইতিহাস। ১৫০৭ সালে চিকনা গ্রামের শক্তিশালী ও অত্যাচারী গ্রামপ্রধান তুরকা কোতোয়াল বিশ্বসিংহের গ্রামে হামলা চালায়। বিশ্বসিংহের কাছে দেবী প্রদত্ত খড়্গটি ছিল। তিনি সেই খড়্গ দিয়ে এক কোপে তুরকা কোতোয়ালের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। তখন সকলে তাঁকে রাজা বলে মেনে নেন। বিশ্ব সিংহ নিজেকে দৈবিক কৃপায় বলবান জেনে   রাজ্য জয় করতে বের হন এবং কিছুদিনের মধ্যেই ইউনাইটেড কামতাপুর গঠন করেন। এইভাবে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের বিশাল অংশজুড়ে ছিল এই রাজবংশের শাসন।

ভারতের অন্যান্য অংশে তখন বৈদেশিক শক্তি ঘাঁটি গেড়েছে। নিম্নবঙ্গে তখন ইসলামের শাসন কায়েম হয়েছে। বিশু হুসেন শাহকে পরাজিত করে নিবৃত্ত হলেন না। তিনি বারো ভুঁইয়াদের পরাজিত করে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করলেন। বিশ্বসিংহয়ের সঙ্গে দেবীর একটি নিবিড় যোগ আমরা দেখতে পাই। যোগিনী তন্ত্রে বলা হয়েছে কামরূপ কামাখ্যায় অধিষ্ঠিত শাক্তপীঠের পীঠদেবী যখনই আক্রান্ত হবেন তখনই তাঁকে রক্ষা করার জন্য বিশ্বসিংহের আবির্ভাব হবে। দেবী দুর্গা বা বড়োদেবী প্রতিষ্ঠা বিষয়ে নানা কাহিনীর মধ্যে যে কাহিনীটি আমরা উপস্থাপিত করলাম সেই কাহিনীর অবস্থিতিও ভিন্ন শক্তিপীঠ আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করি।

কোচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিশ্বসিংহ। তিনি কেবল কোচবিহার নয়, উত্তরে অসম থেকে বর্তমান উত্তরবঙ্গের সবটুকু নিয়ে একটি পৃথক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যে রাজ্য ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরও পৃথক স্বাধীন রাজ্য রূপে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল বেশ কিছুদিন ধরে। এদিক দিয়ে বিশ্বসিংহের গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিহাস বলে, ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বসিংহ প্রথম দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন। কিন্তু ভিন্ন মতে তাঁর ভাই স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই পুজোর প্রচলন করেছিলেন। দেখা যায়, ১৫৬৩ পর্যন্ত দুর্গাপুজো হলেও কোনও বিগ্রহের দেখা পাওয়া যায় না। বিগ্রহ গঠিত হয়েছিল আরেকটি অলৌকিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে। তখন রাজা ছিলেন বিশ্বসিংহের প্রথম পুত্র নরনারায়ণ এবং বিশ্বসিংহের আরেক পুত্র চিলারায় ছিলেন তাঁর সেনাপতি। চিলারায় বড় যোদ্ধা হলেও তাঁর মনের মধ্যে হঠাৎ অহংকারের সৃষ্টি হয়। তিনি রাজ্যের লোভে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করতে রাজসভায় উপস্থিত হন। এই সময় তিনি দেখতে পান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত নরনারায়ণের পিছনে দেবী আবির্ভূতা হয়েছেন এবং তাঁকে সেই কাজ করতে নিষেধ করছেন। সঙ্গে সঙ্গে চিলারায় নিজের ভুল বুঝতে পেরে নরনারায়ণের কাছে ক্ষমাভিক্ষা চান। কিন্তু সমস্ত কথা শুনে নরনারায়ণের প্রতিক্রিয়া হয় বিপরীত। তিনি চিলারায়ের ওপর ক্রুদ্ধ না হয়ে ভাবতে থাকেন যে, চিলারায় তাঁর থেকে বেশি ভাগ্যবান। কারণ, তাঁকে বধ করার ইচ্ছা নিয়ে এসেও চিলারায় কিন্তু দেবীর দর্শন পেয়েছেন। কিন্তু দেবীর দর্শন তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। তিনি নিজেকে একান্ত দুর্ভাগা মনে করে অন্নজল ত্যাগ করেন এবং তিনদিন ধরে ক্রমাগত দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকেন। তিনদিন পর দেবী তাঁকে স্বপ্নে দেখা দেন। তিনি যে রূপে নরনারায়ণকে দেখা দিয়েছিলেন সেই রূপে অষ্টধাতুর প্রতিমা তৈরি করে নরনারায়ণ দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন। সঙ্গে নরবলি প্রথা। এই পুজো হত ডাঙ্গরআই নামে এক স্থানে। কালের নিয়মে এই নরবলি প্রথা বন্ধ হয়। উনিশতম কোচ রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ (১৮৪৭-১৮৬৩) নরবলি প্রথা বন্ধ করেন। তার পরিবর্তে সন্ধিপুজোর সময় ‘কামসানাইট’ উপাধিধারী বিশেষ গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা আঙুল কেটে কয় ফোঁটা রক্ত দেবীর পদতলে সমর্পণ করে থাকেন। তার সঙ্গে থাকে চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি প্রতীকী মানুষ। নবমী তিথিতে দেবীকে প্রধান অন্নভোগ দেওয়া হয়। তখন পাঁচটি পাঁঠাবলি হয়। এবং সঙ্গে থাকে বান বা মাগুর মাছ বলি।

শেষ পর্ব

এই কোচ রাজবাড়ির বড়োদেবী অন্য স্থানে পূজিতা দেবী দুর্গার থেকে রূপে ও গঠনে অনেক ভিন্ন আকৃতির। দেবীপুজোর আচারগুলির ক্ষেত্রেও আমরা একই কথা বলতে পারি। এই দেবীর গায়ের রং লাল। এই দেবীরূপে উৎপত্তি কখন হয়েছিল? কথিত আছে, ১৫৬২ সালে রাজা নরনারায়ণ ও তাঁর ভাই শুক্লধ্বজ অসম জয় করতে রওনা হয়েছেন। পথের মধ্যে সংকোশ নদী। সংকোশের তীরে চামটা গ্রামে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য নরনারায়ণ দেবী বিগ্রহ নির্মাণ করেন এবং ব্রাহ্মণকে দিয়ে দেবীর পুজোও করান। তাঁর বিজয়লাভের আশীর্বাদ চাই। সঙ্গে সঙ্গে দেবী সেখানে উপস্থিত হয়ে আদেশ দেন, অব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে ও অব্রাহ্মণ মতে যেন পুজো করা হয়। এই সময় যে রূপে নরনারায়ণ দেবীকে দেখেছিলেন সেই রূপেই বড়োদেবীর রূপকল্পনা প্রচলিত হয়। তিনি দেখেছিলেন রক্তাক্ত দেবীমুখ, সর্ব অঙ্গ তাঁর রক্তমাখা। তাই বড়োদেবীর গায়ের রং লাল। এই পুজোকে বাংলার সর্বাধিক প্রাচীন দুর্গাপুজো বলেও দাবি করা হয়। চামটা গ্রামের মাটি ছাড়া বড়োদেবীর মূর্তি তৈরি হয় না। বলা হয়, এই গ্রামের মাটি অতি পবিত্র। আসলে এই গ্রামেই যে দেবীমূর্তিটির উদ্ভব! তাই চিরকাল বড়োদেবীর সঙ্গে চামটা গ্রাম যুক্ত হয়ে রয়েছে। চামটা গ্রাম থেকে মাটি আনার সময় একটি পুজো করার রীতি রয়েছে, লাল আর সাদা ফুল দিয়ে এই পুজো করতে হয় এবং পুজোর পরে একজোড়া পায়রা বলিরও রীতি আছে। এই দেবী রূপে দেবী পরিবার-সমন্বিত নন। কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী তাঁর সঙ্গে থাকেন না। তাঁর সঙ্গে কেবল বিরাজিত তার দুই সখী জয়া আর বিজয়া। এই মূর্তিতে দেবীর বাহন কেবল সিংহ নন। চিতাবাঘও সিংহের সঙ্গে অসুর নিধনে দেবীকে সাহায্য করছে। অসুরের গায়ের রং গাঢ় সবুজ। দেবীর অবয়বে মঙ্গোলয়েড প্রভাব খুব সুস্পষ্ট। ঘন লাল দেহের বর্ণ আর বড় বড় দুটি চোখ নিয়ে ১২ ফুট উচ্চতার দেবী অন্য মাত্রায় বিরাজ করেন। দেবী দশভুজা, তবে দুটি হাতই বেশি দৃশ্যমান। দেবীমূর্তিতে কেমন যেন এক জ্যামিতিক ছন্দ রয়েছে যেখানে গাছের শুকনো ডালের ছন্দ ধরা দেয়। ফলে দেবীমূর্তির মৌলিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যে মৌলিকতা একটি বিশেষ মাত্রা এনে দেয়। একবার দেখলেই এই মূর্তি আর ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। অসমের দরফ জমিদারিতেও নাকি এইরকম এক মূর্তির পুজো করা হয়। সেখানকার রাজা গন্ধর্বনারায়ণের বংশাবলিতে কোচবিহারের বড়োদেবীর ব্যাপারে লেখা রয়েছে, ‘দশখান বাহু ব্যক্ত হয় একখান। / তিন গোটা চক্ষু অতি দেখিতে সুঠাম। / যুবতীর বেশ শোভে অলংকারগণ,/ সিংহের উপরত আছে দক্ষিণ চরণ। / মহিষপৃষ্ঠত বাম চরণ থাকিয়া / মহিষের কাঁটা গলে পুরুষ জন্মিলা।’

এই বড়োদেবীর পুজোয় দেবী একটি মণ্ডপে সীমাবদ্ধ থাকেন না। তিনি শুক্লাষ্টমী থেকে পূজিতা হন বা পুজোর জন্য প্রস্তুতি চলতে থাকে। ডাঙ্গরআই মন্দির, দেবীবাড়ি ও মদনমোহন মন্দিরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে অনেকগুলি আচার পালিত হয়। শ্রাবণ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে ময়না কাঠের যুগ বসিয়ে মায়ের পুজো শুরু হয়। যদিও ইতিহাস বলে, সেই সময় দেবীবাড়িতে এই মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল না। ১৯১৫ থেকে ১৯১৬ সাল নাগাদ রাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ এই মন্দির প্রস্তুত করেন। আটটি রোমান থাম বসিয়ে তৈরি হয় দেবীবাড়িতে বড়োদেবীর মন্দির। আশ্বিনের মহাষ্টমী তিথি থেকে প্রায় দু’মাস আগে এই বড়োদেবীর পুজোর আয়োজন শুরু হয়। শ্রাবণের শুক্লাষ্টমী তিথিতে সাড়ে সাত হাত ময়না গাছের ডাল কেটে আনা হয় সকালবেলায়। সেটিকে পুজো করে গাছটি দিয়ে একটি যুগ বা যূপ বসানো হয়। এই যুগকাষ্ঠ দেবীর মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়ার প্রতীক। আগে অবশ্য এই যুগ বসানোর ব্যাপারটি হত রাজপুরোহিতদের বাড়িতে। পরবর্তীকালে কোচবিহারের ডাঙ্গরআই মন্দিরে পুজো হয়ে আসছে।

পুজো হওয়ার পর সেই যুগকাষ্ঠ এসে ওঠে মদনমোহন মন্দিরে। সেই মন্দিরে এক মাস ধরে পূজিতা হন যূপ বা যুগরূপী দেবী। ঠিক পরের শুক্লাষ্টমীতে সেই যূপকাষ্ঠ আনা হয় দেবীবাড়ির মন্দিরে। সেদিন তাঁকে স্নান করানো হয়। লোকে একে বলে ‘মহাস্নান’। স্নান শেষ হলে হয় ‘ধর্মপাঠ’ নামে পুজো এবং পুজোর পরে যূপটি বসানো হয় একটি পাটাতনে। এটিকে বলে ‘পাট-পার্বতী’। এরপর তিনদিন পাট-পার্বতীর পুজো চলে। তারপরে চিত্রকর মূর্তি গড়ার কাজে হাত দেন। এই সময় তুফানগঞ্জের চামটা গ্রামের মাটি ছাড়া বিগ্রহ তৈরি হয় না।

(সমাপ্ত)

দিস টাইম ফর আফ্রিকা

শাপমুক্তি ঘটিয়ে টেস্টে বিশ্বসেরা প্রোটিয়ারা

অস্ট্রেলিয়া-২১২ ও ২০৭
দক্ষিণ আফ্রিকা-১৩৮ ও ২৮২/৫

লন্ডন, ১৪ জুন : ২০২৫ সাল ক্রীড়াবিশ্বে শাপমুক্তির বছর। সেই তালিকায় এবার জুড়ল দক্ষিণ আফ্রিকার নামও। ২৭ বছরের ট্রফি খরা কাটিয়ে অবশেষে ৯৭২২ দিন পর প্রোটিয়াদের ঘরে এল আইসিসি খেতাব।

দুই কোয়ার্টার ফাইনাল, একডজন সেমিফাইনাল ও ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনাল- আইসিসি ট্রফিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বারবার লক্ষ্যের কাছে পৌঁছেও খালি হাতে ফেরার হতাশার কাহিনীতে এবার পূর্ণচ্ছেদ। শনিবার লর্ডসে অস্ট্রেলিয়াকে ৫ উইকেটে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার সঙ্গে চোকার্স তকমা ঘোচাল টেম্বা বাভুমা ব্রিগেড।

'দিস টাইম ফর আফ্রিকা।' প্রোটিয়ারা ডব্লিউটিসি ফাইনালে ওঠার পর থেকেই শাকিরার এই বিখ্যাত গানের লাইন সামাজিক মাধ্যমে নতুন করে ভাইরাল হয়েছিল। বাভুমাদের ২৭ বছরের শাপমুক্তির পর বলা যায়, আজকের দিনটা সত্যিই আফ্রিকার।

আইডেন মার্করামের (১৩৬) দুরন্ত শতরানে খেতাব জয়ের স্ক্রিপ্ট প্রোটিয়ারা শুক্রবারই অনেকটা লিখে ফেলেছিল। শনিবার ম্যাচের চতুর্থ দিনে তাদের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৬৯ রান। হাতে ৮ উইকেট। কিন্তু দলটার নাম যেহেতু দক্ষিণ আফ্রিকা তাই সিঁদুরে মেঘের আশঙ্কা অনেকেই করেছিলেন। সঙ্গে ২০০৪ সালের পর লর্ডসে ২৮২ রান তাড়া করে কোনও দলের টেস্ট জিততে না পারার পরিসংখ্যান বাভুমাদের চাপ বাড়াচ্ছিল।

২১৩/২ স্কোর থেকে খেলা শুরুর পর এদিন বেশিক্ষণ স্থায়ী হননি বাভুমা (৬৬)। ব্যর্থ হন ট্রিস্টান স্টাবসও (৮)। জোড়া উইকেট তুলে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করেছিল অজিরা। কিন্তু মার্করামকে টলানো যায়নি। ডেভিড বেডিংহাম (অপরাজিত ২১) ও মার্করামের ৩৫ রানের জুটি দক্ষিণ আফ্রিকাকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। কাইল ভেরেইনিকে (অপরাজিত ৪) নিয়ে বাকি কাজ সারেন বেডিংহাম। প্রোটিয়ারা ৫ উইকেটে ২৮২ রান তুলে নেয়।

২০২৩ সালে অধিনায়ক হওয়ার পর টেস্টে হারের মুখ দেখেননি বাভুমা। দশটির মধ্যে নয়টি টেস্ট জিতে তিনি নিজের রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রাখলেন। উলটোদিকে ২০১০ সালের পর প্রথমবার আইসিসি ট্রফির ফাইনালে হারল অজিরা। দলের পরাজয়ের দিনে প্রথম অস্ট্রেলিয়ান হিসেবে দুটি ফাইনালে হারের মুখ দেখলেন স্টিভেন স্মিথ।

অবশেষে স্বস্তি। ২৭ বছর পর আইসিসি ট্রফি জিতে ট্রিস্টান স্টাবসের সঙ্গে ফাইনালের নায়ক আইডেন মার্করাম।

কোলে ছেলে, হাতে টেস্টে বিশ্ব শাসনের দণ্ড। গর্বিত 'লর্ড' টেম্বা বাভুমা। শনিবার লর্ডসে।

নজরে পরিসংখ্যান

৯৭২২ দক্ষিণ আফ্রিকার দুইটি আইসিসি ট্রফির (১৯৯৮ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও ২০২৫ সালের ডব্লিউটিসি) মধ্যে দিনের ব্যবধান।

২৮২ লর্ডসে দ্বিতীয় সর্বাধিক রানতাড়া করে জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা।

৮ দক্ষিণ আফ্রিকা টানা আটটি টেস্ট জিতল। যা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বাধিক।

১৩৮ প্রথম ইনিংসে প্রোটিয়াদের স্কোর। যা অ্যাওয়ে টেস্ট জয়ের নিরিখে সর্বনিম্ন।

৩ দক্ষিণ আফ্রিকা তৃতীয় দল যারা ইংল্যান্ডে চতুর্থ ইনিংসে সর্বাধিক রান তুলে জিতল। তাদের আগে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৩৪৪, লর্ডস ও ২২৬, দ্য ওভাল) এবং ইংল্যান্ড (৩৬২, হেডিংলে)।

৯ অধিনায়ক হিসেবে টেম্বা বাভুমার টেস্ট জয়ের সংখ্যা। যা প্রথম দশ টেস্টের নিরিখে যুগ্ম সর্বাধিক।

১৩৬ প্রথম ইনিংসে শূন্য করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে আইডেন মার্করামের স্কোর। প্রথম ইনিংসে খাতা খুলতে না পারার পর দ্বিতীয় ইনিংস শতরান করার নিরিখে মার্করামের স্কোর দ্বিতীয় সর্বাধিক।

৩ টেস্টে চতুর্থ ইনিংসে মার্করাম তিনটি শতরান করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকানদের মধ্যে যা দ্বিতীয় সর্বাধিক।

স্মরণীয় দিন, বলছেন বাভুমা

লন্ডন, ১৪ জুন : সবচেয়ে খারাপ রাস্তার নাম পাকিস্তান!

খেলার ছলে কোনওটার নাম দিয়েছিল মেলবোর্ন। পাড়ার চার মাথা মোড়ের সবচেয়ে সুন্দর রাস্তার নাম ছিল লর্ডস। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সেখানে ক্রিকেটের হাতেখড়ি। কেপটাউন লাগোয়া ছোট্ট শহরতলি লাঙ্গার 'নকল লর্ডস' থেকে ক্রিকেট-মক্কা আসল লর্ডসে সেরার মুকুট। বিদঘুটে চেহারা, খাটো শরীর, গায়ের কালো রঙের সেই টেম্বা বাভুমার কাঁধে চেপে দক্ষিণ আফ্রিকার চোকার্স বদনাম দূর করা।

ছোট থেকে শত বিদ্রুপের মুখে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াইয়ের পুরস্কার। স্বপ্নপূরণ। ১৯৯৮ সালের পর ২০২৫-ক্রিকেট-মক্কায় অস্ট্রেলিয়ার আশায় জল ঢেলে ফের আইসিসি ট্রফি জয়। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের স্মারক 'গদা' মাথার ওপর তুলে ধরে সতীর্থদের শ্যাম্পেনে স্নান। ঠাকুমার দেওয়া নাম টেম্বা। যার অর্থ আশা। সেই টেম্বার হাত ধরে আশাপূরণ।

কাইল ভেরেইনির উইনিং শটের পর ঐতিহ্যের লর্ডস ব্যালকনিতে বাভুমা হাঁটুতে মুখ গুঁজে থাকলেন বেশ কিছুক্ষণ। আবেগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা। ব্যাস ওইটুকু। তারপর নির্লিপ্ত। যেন কিছুই হয়নি। টেস্ট স্মারক গদা নিয়ে মঞ্চে সবার সঙ্গে উচ্ছ্বাস। পরে ছেলেকে নিয়ে ভিকট্রি ল্যাপ। শুধু টেম্বার জীবনেই নয়, নেলসন ম্যান্ডেলার দেশের ক্রিকেট ইতিহাসের চিরকালীন ছবি।

ম্যাচের নায়ক যদি হন আইডেন মার্করাম (দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩৬), তাহলে চোট নিয়ে খেলা বাভুমার ৬৬ রানের ইনিংসকেও কৃতিত্ব দিতে হবে। লক্ষ্যপূরণের খুশি নিয়ে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাভুমা বলেছেন, 'শেষ দুই দিন সত্যিই স্পেশাল। আমার, গোটা দেশের জন্য। প্রচুর খেটেছি আমরা। কখনও বিশ্বাস হারায়নি, সবাই মরিয়া ছিলাম। কেজি (কাগিসো রাবাদা) দুর্দান্ত। মার্করাম অবিশ্বাস্য, একেবারে আইডেন-ইনিংস।'

সাফল্যের দিনে পালটা দিলেন সমালোচকদেরও। চোকার্স, চোকার্স বলে চিৎকার করা নিন্দুকদের জবাব দিতে পারার খুশি নিয়ে বাভুমার পালটা, ফাইনালে ওঠার পরও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। অবশেষে জুতসই উত্তর। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ বৈষম্য উড়িয়ে দাবি করেন, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জয়। গোটা দেশ একত্রিত হয়ে উৎসবে শামিল হবে।

মার্করামের জন্য দ্বিতীয় আইসিসি ট্রফির স্বাদ। ২০১৪ সালে মার্করামের নেতৃত্বেই অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এবার তাঁর চওড়া ব্যাটে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জয়। ব্যবধান গড়ে দেওয়া ইনিংসের খুশি নিয়ে মার্করাম জানান, তাঁর কেরিয়ারে সবচেয়ে মূল্যবান ইনিংস। প্রতিটি রানই দামি। প্রথম ইনিংসে শূন্য। ব্যর্থতা মুছে দিতে মরিয়া ছিলেন। কিছুটা ভাগ্য, বাকিটা সাফল্যের চেষ্টা-যোগফল ১৩৬।

মার্করামের বাড়তি খুশির কারণে কেরিয়ারের স্মরণীয় মাহেন্দ্রক্ষণের মঞ্চ লর্ডস। বলেছেন, 'প্রতিটি টেস্ট ক্রিকেটারের কাছে লর্ডস স্পেশাল। সেখানে ফাইনালে খেলা এবং জেতা। আলাদা অনুভূতি। প্রচুর সমর্থক মাঠে ছিলেন। দেশে হাজারো, লাখো। সবার জন্য বিশেষ দিন। টেম্বার কথা বলব। গত ২-৩ বছর দলটাকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। চোটের পরও মাঠ ছাড়েনি। ওর ইনিংস মানুষ মনে রাখবে দীর্ঘদিন।'

উলটো ছবি অস্ট্রেলিয়া শিবিরে। ম্যাচের স্ক্রিপ্ট শেষ দুইদিনে এত দ্রুত বদলে ম্যাচ হাত থেকে বেরিয়ে যাবে, আশা করেননি প্যাট কামিন্স। ম্যাচ শেষে অজি অধিনায়ক বলেছেন, 'সবকিছু দ্রুত বদলে গেল। আসলে কয়েকটা জিনিস আমাদের বিপক্ষে গিয়েছিল। প্রথম ইনিংসে বড় লিড নিয়েও তার সুবিধা নিতে পারিনি আমরা। আর সত্যি বলতে চতুর্থ ইনিংসে আইডেন- বাভুমারা আমাদের ম্যাচে ফেরার সুযোগ দেয়নি। যোগ্য হিসেবে ওরা জিতেছে। হারলেও ফাইনালে ওঠা দলের জন্য কৃতিত্বের।'

শাপমুক্তির আনন্দ। জয়ের রান নেওয়ার পর কাইল ভেরেইনি ও ডেভিড বেডিংহাম। লর্ডসে শনিবার।

মার্করাম-বাভুমাকে নিয়ে গর্বিত সৌরভ-ক্লার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জুন : দুর্দান্ত লড়াই লর্ডসে। শেষপর্যন্ত ক্রিকেট দুনিয়া পেল বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নয়া চ্যাম্পিয়ন।

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রমাণ করেছে, তারা আর 'চোকার্স' নয়। এমন অবস্থায় আজ রাতের ইডেন গার্ডেন্সে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ম্যাচের মাঝে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা ও ফাইনালে শতরানকারী আইডেন মার্করামকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। যোগ্য দল হিসেবেই দক্ষিণ আফ্রিকা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন মহারাজ। বলেছেন, 'মার্করাম চাপের মুখে জীবনের সেরা ইনিংস খেলেছে। অসাধারণ। আর বাভুমা প্রমাণ করেছে কীভাবে একটা দলকে চ্যাম্পিয়ান করতে হয়। টেস্ট ক্রিকেটের জন্য দুর্দান্ত একটা বিজ্ঞাপন তৈরি করে দেখাল দক্ষিণ আফ্রিকা।' প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়া কেন হারল, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন সৌরভ। বলেছেন, 'টেস্ট ক্রিকেটে জিততে হলে যেমন বিপক্ষের ২০টি উইকেট নিতে হয়, তেমনই রান করতে হয়। অস্ট্রেলিয়া রান করতে পারেনি। তাছাড়া প্রতিবারই অস্ট্রেলিয়া চ্যাম্পিয়ন হবে, এমনও হয় না।'

> মার্করাম, বাভুমার অভিজ্ঞতার কাছে হেরেছি আমরা। কিন্তু তারপরও বলছি, প্রোটিয়াদের জন্য আমি খুশি। অনেক বছর ধরে ওরা ভালো ক্রিকেট খেলছে। একটা বড় ট্রফি ওদের প্রাপ্য ছিল।
>
> **মাইকেল ক্লার্ক**

সৌরভের মতোই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব জয়ের জন্য বাভুমাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক। চলতি বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ধারাভাষ্য দেওয়ার কাজে ক্লার্ক এখন কলকাতায়। তারই মাঝে তাঁর নজর ছিল লর্ডসের ফাইনালের দিকে। নিজের দেশ রানার্স হওয়ায় দুঃখ রয়েছে ক্লার্কের। একইসঙ্গে মার্করাম, বাভুমাদের জন্যও গর্বিত প্রাক্তন অজি অধিনায়ক। ক্লার্কের কথায়, 'মার্করাম, বাভুমার অভিজ্ঞতার কাছে হেরেছি আমরা। কিন্তু তারপরও বলছি, প্রোটিয়াদের জন্য আমি খুশি। অনেক বছর ধরে ওরা ভালো ক্রিকেট খেলছে। একটা বড় ট্রফি ওদের প্রাপ্য ছিল। ধৈর্য না হারিয়ে ওরা লড়াই চালিয়ে প্রমাণ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকাও পারে।'

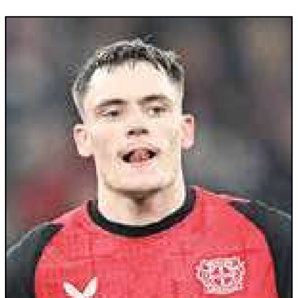

রেকর্ড অর্থে লিভারপুলে রিৎজ

লন্ডন, ১৪ জুন : দলবদলের বাজারে বড় চমক লিভারপুলের। রেকর্ড অর্থের বিনিময়ে জার্মান তারকা ফ্লোরিয়ান রিৎজকে নিতে চলেছে তারা।

বেয়ার লেভারকুসেন থেকে রিৎজকে নিতে লিভারপুলের খরচ হবে ১১৬ মিলিয়ন পাউন্ড। যার মধ্যে ১৬ মিলিয়ন পাউন্ড বোনাস হিসেবে দেওয়া হবে। তার জন্য কিছু শর্তও রেখেছে অ্যানফিল্ডের ক্লাবটি। যদি লিভারপুল আগামী মরশুমে সাফল্য পায়, তাহলেই এই বোনাস দেওয়া হবে। আর এই বোনাস দেওয়া হলে এটাই ব্রিটিশ ফুটবলে সর্বোচ্চ ট্রান্সফার ফি হবে।

এখনও পর্যন্ত ব্রিটিশ ফুটবলে সর্বোচ্চ ট্রান্সফার ফি-র রেকর্ড রয়েছে চেলসির। তারা ১০৭ মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করে বেনফিকা থেকে এনজো ফার্নান্ডেজকে দলে নিয়েছিল। এছাড়াও ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের মিডফিল্ডার মেয়েস কাইসেডোর জন্য ১০০ মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করেছে চেলসি। যেটা পরবর্তী সময়ে সর্বোচ্চ ১১৫ মিলিয়ন পাউন্ড হতে পারে।

যশস্বীকে গুরুমন্ত্র কোচ জোয়ালার

'বিরাট-রোহিত নেই, দায়িত্ব নিতে হবে'

মুম্বই, ১৪ জুন : প্র্যাকটিসে তাঁর আড়া শট খেলার প্রবণতায় চটেছিলেন হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। কড়া ধমকও দেন। যা মেনে নিতে না পেরে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় করতে দেখা গিয়েছিল যশস্বী জয়সওয়ালকে। অথচ এদিন কিছুটা গম্ভীরের সুরে সুর মিলিয়েই প্রিয় ছাত্রকে আরও দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ দিলেন স্বয়ং যশস্বীর ছোটবেলার কোচ জোয়ালা সিং।

যশস্বীর মতো হিরেকে তুলে আনার কারিগরের মতে, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি অবসর নিয়েছেন। বিশাল শূন্যতা পূরণে দায়িত্বশীল ক্রিকেট খেলতে হবে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত হোম সিরিজে ইংল্যান্ডের 'বাজবল' ঢাকা পড়ে গিয়েছিল যশস্বীর 'জাজবল'-এর কাছে। যদিও যশস্বীর কোচের মতে, এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে খেলার প্রয়োজন।

জোয়ালা বলেছেন, 'ভারতীয় ব্যাটিং এখন অনেকাংশে নির্ভর করবে যশস্বীর ওপর। একসময় শচীন, দ্রাবিড় এবং পরে বিরাট যে দায়িত্বটা সামলেছে, যশস্বীকে এখন সেই ভূমিকা নিতে হবে। বয়স কম হলেও এই মুহূর্তে দলের অন্যতম সিনিয়ার ব্যাটার। আমার বিশ্বাস, দায়িত্বশীল ব্যাটিং দেখতে পাব ওর থেকে।' পাশাপাশি রোহিত-বিরাটের অনুপস্থিতির কথাও মনে করিয়ে দেন।

জোয়ালা বলেছেন, 'রোহিত ওপেনিংয়ে সবসময় যশস্বীকে গাইড করত। প্রথমবার ভারতীয় দলে যোগ দেওয়ার পর বিরাটও খুব সাহায্য করেছিল। এখন শুভমান গিল দলনায়ক। রোহিত, বিরাটরা নেই। দলের চেহারা অনেকটাই বদলে গিয়েছে। জুনিয়ারদের গাইড করার মতো সেই অর্থে ব্যাটিং লাইনআপে কেউ নেই। ঋষভ পন্থ খারাপ শটে উইকেট খুইয়ে অতীতে সমালোচিত হয়েছে। অপেক্ষায় থাকব, তরুণ এই দল নিজেদের আগ্রাসন কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। মুখিয়ে রয়েছি ওদের পারফরমেন্স দেখার জন্য।'

ইন্ট্রা স্কোয়াড ম্যাচে যশস্বী।

শেষবার ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল ২০০৭ সালে। অধিনায়ক রাহুল দ্রাবিড়। একই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন অজিত ওয়াদেকার (১৯৭১) ও কপিল দেব (১৯৮৬)। শুভমানের সামনে মহাতারকাদের ছোঁয়ার হাতছানি। যশস্বীর কোচের বিশ্বাস, অনভিজ্ঞ হলেও এই ভারতীয় দল সফল হওয়ার ক্ষমতা রাখে।

জোয়ালার যুক্তি, 'অতীতে ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারত সমস্যায় পড়েছে। এবার সেখানে একঝাঁক তারকা নেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শুভমান বেশ কিছুদিন কাটালেও নেতৃত্বের বাড়তি চাপ থাকছে। বাকিদের সামনেও বাড়তি দায়িত্ব। বিশেষত ব্যাটিং। রোহিত, বিরাটের মতো কিংবদন্তির অনুপস্থিতির চাপ কীভাবে ওরা সামলায়, সেটাই দেখার। ইংলিশ কন্ডিশনও ফ্যাক্টর। তবে আমার বিশ্বাস, যশস্বী ও ভারতীয় দল ভালো করবে।'

এখনই টেস্ট ফাইনাল পাচ্ছে না ভারত

দুবাই, ১৪ জুন : নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকা।

আজ ক্রিকেট মক্কা লর্ডসে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব জয়ের এলিট তালিকায় নাম তুলল টেম্বা বাভুমার প্রোটিয়া ব্রিগেডও। গতবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ইতিহাস। এবার অপেক্ষা পরবর্তী ২০২৫-'২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্তের। যে ফাইনালের আয়োজনের জন্য আগ্রহ দেখালেও ভারতের প্রত্যাশা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

নয়া নিয়ম

- বাউন্ডারি লাইনের বাইরে শরীর থাকলেও শূন্যে লাফিয়ে বলকে মাঠের ভিতরে পাঠিয়ে এবং পুনরায় মাঠে ঢুকে ক্যাচ করলে বাউন্ডারি দেওয়া হবে।
- শরীরের ভারসাম্য রাখতে না পেরে বাউন্ডারির বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বল ভিতরে ছুড়ে পরে মাঠে ঢুকে নেওয়া ক্যাচের ক্ষেত্রে আউট হবে ব্যাটার।
- নতুন নিয়মে ওডিআইয়ে ৩৪ ওভারের পর দুইটির মধ্যে একটা বলই ব্যবহার করতে পারবে সংশ্লিষ্ট দল।
- খেলা শুরুর আগে কনকাশন সাবের নাম জানাতে হবে ম্যাচ রেফারিকে।

প্রথম তিন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল (২০২১, ২০২৩, ২০২৫) হয়েছে ইংল্যান্ডের মাটিতে। অস্ট্রেলিয়া, ভারত সহ বাকি দেশগুলি চাইছে, পরবর্তী ফাইনাল অন্যত্র সরানোর। যদিও খবর, পরবর্তী তিনটি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালও (২০২৭, ২০২৯, ২০৩১) সম্ভবত ইংল্যান্ডের মাটিতেই বসতে চলেছে। আইসিসি ও ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড এব্যাপারে প্রায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। জুলাইয়ে সিঙ্গাপুরে আইসিসি-র পরবর্তী বৈঠকে এই ব্যাপারে সিলমোহর পড়তে চলেছে।

ক্রিকেট নিয়মে একাধিক পরিবর্তন হতে চলেছে। মেরিলিবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের (এমসিসি) প্রস্তাবমাফিক বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচের নিয়মে বদল আনা হচ্ছে। ইতি পড়বে বাউন্ডারি লাইনে 'বানি হপ' ক্যাচে। বর্তমান নিয়মে বাউন্ডারি লাইনের বাইরে শরীর থাকলেও শূন্যে লাফিয়ে বলকে মাঠের ভিতরে পাঠিয়ে এবং পুনরায় মাঠে ঢুকে ক্যাচ ধরা যেত।

২০২৬ সালের অক্টোবর মাসের পর যে ক্যাচ আর বৈধ থাকবে না। এরকম ক্ষেত্রে ব্যাটারদের বাউন্ডারি দেওয়া হবে। অবশ্য শরীরের ভারসাম্য রাখতে না পেরে বাউন্ডারির বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বল ভিতরে ছুড়ে দিয়ে পরে মাঠে ঢুকে নেওয়া ক্যাচের ক্ষেত্রে নিয়ম একই থাকছে।

বদল পুরুষদের ওডিআই ফর্ম্যাটে নতুন দুই বল ও কনকাশন সাব নিয়মেও। বর্তমানে ইনিংস পিছু দুটি বল ব্যবহার করা হয় দুই প্রান্ত থেকে। নতুন নিয়মে ৩৪ ওভারের পর দুটির মধ্যে একটা বলই ব্যবহার করতে পারবে সংশ্লিষ্ট দল। অপরদিকে ম্যাচ শুরুর আগে কনকাশন সাবের নাম জানাতে হবে ম্যাচ রেফারিকে। গত জানুয়ারিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ ম্যাচে ব্যাটিং অলরাউন্ডার শিবম দুবের কনকাশন সাব হিসেবে বোলার হর্ষিত রানাকে খেলিয়েছিল ভারত। যা নিয়ে বিতর্ক হয়।

এদিকে, ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের নতুন জেমস অ্যান্ডারসন-শচীন তেন্ডুলকার ট্রফির উদ্বোধন পিছিয়ে গেল। শনিবার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের মাঝে ট্রফি উন্মোচনের কথা ছিল। কিন্তু আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার পরিবেশে তা পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি। পাশাপাশি খবর, পতৌদির নামাঙ্কিত ট্রফির নাম বদলালেও প্রাক্তন কিংবদন্তিকে অন্যভাবে রেখে দেওয়ার কথাও নাকি ভাবছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, শচীনের অনুরোধেই এই পদক্ষেপ নিচ্ছে তারা।

বদলাচ্ছে বাউন্ডারি নিয়ম

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এবার থেকে এভাবে ক্যাচ ধরলে চার রান হবে।

পদপিষ্টের ঘটনায় কমিটি গঠন বোর্ডের

মুম্বই, ১৪ জুন : আইপিএল জয়ী রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিজয়োৎসব ঘিরে পদপিষ্টের ঘটনায় নির্দিষ্ট নির্দেশিকা তৈরিতে নয়া পদক্ষেপ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। এদিন বোর্ডের অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে কমিটি গঠন করা হয়েছে। বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়াকে মাথায় রেখে তিন সদস্যের কমিটি। বাকিরা হলেন প্রভতেজ সিং ভাটিয়া, রাজীব শুক্লা।

নিউজিল্যান্ড সিরিজের সূচি ঘোষণা

১৫ দিনের মধ্যে তাদের রিপোর্ট জমা দেবেন। যার ভিত্তিতে এই ধরনের বিজয়োৎসব সম্পর্কে নির্দেশিকা জারি করা হবে। অ্যাপেক্স কমিটির বৈঠকের শুরুতে শোকপ্রকাশ করা হয়েছে আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনা ও বেঙ্গালুরুর পদপিষ্ট ঘটনায়। ২০২৫-২০২৬ ঘরোয়া মরশুম শুরু হচ্ছে দলীপ ট্রফি দিয়ে (২৮ অগাস্ট, ২০২৫)। এদিনের বৈঠকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২০২৬ সালের শুরুতে অনুষ্ঠিত হতে চলা সাদা বলের হোম সিরিজের সূচিও চূড়ান্ত করা হয়েছে। সফরে তিনটি ওডিআই এবং ৫টি টি২০ ম্যাচ খেলবে নিউজিল্যান্ড।

বুধেই হয়তো লিগের সূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জুন : আগামী সপ্তাহের শুরুতেই কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের সূচি ঘোষণা। লিগের খসরা সূচি তৈরিই ছিল। তবে ডুরান্ড কাপের সঙ্গে যাতে সংঘাত না হয় সেজন্যই এতদিন তা চূড়ান্ত করতে পারছিল না আইএফএ। এদিকে, শনিবারেই ডুরান্ডের সূচি রাজ্য ফুটবল সংস্থার হাতে এসে পৌঁছেছে। তাতে দুই-একটি ম্যাচ নিয়ে সমস্যা থাকলেও তা পরিবর্তন করে দ্রুত সূচি ঘোষণা করা হবে। মঙ্গলবার এই নিয়ে আলোচনায় বসছে আইএফএ।

বাগান ছেড়ে কেরালায় আর্শ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জুন : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ছেড়ে তিন বছরের চুক্তিতে কেরালা ব্লাস্টার্সে যোগ দিলেন গোলকিপার আর্শ আনোয়ার শেখ। ধীরাজ সিং মৈরাংথমে ও আর্শ চলে গেলেও আপাতত নতুন কোনও গোলকিপার নেওয়ার ভাবনা নেই বাগানের। বিশাল কেইথের ব্যাকআপ হিসেবে জাহিদ হুসেন ভুকারি রয়েছেন। পাশাপাশি যুব দলের গোলকিপার প্রিয়াংশ দুবেকে সিনিয়ার দলে আনা হচ্ছে।

সোমবার থেকে কলকাতা লিগের জন্য অনুশীলন শুরু করছে মোহনবাগান যুব দল। তবে সিনিয়ার দলের অনুশীলন অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে হতে পারে। এদিকে, ইস্টবেঙ্গল দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসকে শেষ পর্যন্ত রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি আরও একজন বিদেশি স্ট্রাইকার নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

স্প্যানিশ মিডিও সাউল ক্রেসপোকে ছাড়তে চাইছে লাল-হলুদ। তাঁর কাছে ভারতের দুইটি ক্লাবের প্রস্তাব রয়েছে বলে খবর।

রান পেলেন রাহুল, বল হাতে উজ্জ্বল শার্দূলও

লন্ডন, ১৪ জুন : ছবির মতো সুন্দর মাঠ। আর সেই মাঠেই রোমহর্ষক ক্রিকেট!

অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের। তারপরই ২০ জুন থেকে লিডসের হেডিংলের ক্রিকেট মাঠে শুরু হয়ে যাবে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের পাঁচ টেস্ট সিরিজ। ক্রিকেটের মক্কা লর্ডসে আজ দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব জিতে নেওয়ার পর ক্রিকেট দুনিয়ার মূল আকর্ষণে এখন শুধুই শুভমান গিলের 'নয়া' ভারত।

লিডসে প্রথম টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশ কেমন হতে পারে? প্রবল জল্পনা চলছে। তার মধ্যেই লন্ডন থেকে এক ঘণ্টার দূরত্বের বেকেনহামে চলছে শুভমানদের শেষ অনুশীলন ম্যাচ। সিনিয়ার টিম ইন্ডিয়া বনাম ভারত 'এ' দলের সেই ম্যাচ রুদ্ধদ্বার। সংবাদমাধ্যমের প্রবেশাধিকার নেই। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির মঞ্চে সেই ম্যাচেই ব্যাট হাতে বড় রান পেয়েছেন লোকেশ রাহুল ও নয়া অধিনায়ক শুভমান। একইসঙ্গে বল হাতে শার্দূল ঠাকুরও চমক দিয়েছেন। তিনটি উইকেট নিয়ে শার্দূল চাপে ফেলে দিয়েছেন নীতীশ কুমার রেড্ডিকে। ফলে হেডিংলে টেস্টে শার্দূল না নীতীশের যুদ্ধ টেস্ট সিরিজের বল গড়ানোর আগেই আকর্ষণের কেন্দ্রে পৌঁছে গিয়েছে।

মা অসুস্থ। হাসপাতালে আইসিইউতে ভর্তি। গতকাল ভারতীয় দলের শেষ অনুশীলন ম্যাচ শুরুর আগেই কোচ গৌতম গম্ভীরের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল তাঁর মায়ের অসুস্থতার খবর। সেই খবর পাওয়ার পরই গম্ভীর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অনুমতি নিয়ে দিল্লি ফেরেন। বড় অঘটন না হলে আগামী সোমবারই তাঁর ফের বিলেতে পাড়ি দেওয়ার কথা। দলের প্রধান কোচকে ছাড়াই আজ সিনিয়ার টিম ইন্ডিয়া ও ভারতীয় 'এ' দলের অনুশীলন ম্যাচের আসরে রান করে রাহুল স্বস্তি দিয়েছেন টিম ম্যানেজমেন্টকে। সম্ভবত রাহুলই লিডসে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ভারতীয় ইনিংস শুরু করবেন। অধিনায়ক শুভমান কত নম্বরে ব্যাটিং করবেন, তা নিয়েও চলছে চর্চা। অনুশীলন ম্যাচে চার নম্বরে ব্যাটিং করেছেন নতুন ভারত

ইন্ট্রা স্কোয়াড ম্যাচে অর্ধশতরান করলেন শুভমান গিল।

অধিনায়ক। রানও করেছেন। আর সেদিনই এক চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন কিংবদন্তি ভারতীয় অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীন শুভমান প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন। তিনি বলেছেন, 'শুভমান ইতিমধ্যেই যে পরিমাণ প্রশংসা পাওয়ার পাশে নয়া দায়িত্ব নিয়ে সবার নজর কেড়েছে, তারপর ওর জন্য পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ আরও বেড়েছে।'

শুভমানের মতো তরুণ অধিনায়কের জায়গায় যদি অশ্বীন থাকতেন, তাহলে তিনি কী ভাবতেন, সেই কথাও জানিয়েছেন ভারতীয় অফস্পিনার। অশ্বীনের কথায়, 'শুভমানের মতো প্রবল চাপের জায়গায় যদি আমি থাকতাম, তাহলে নিজের ব্যাটিংয়ে আরও জোর দিতাম। চাইতাম ব্যাটার হিসেবে বড় রান পেতে।' বিলেতের মাটিতে যেখানে শুরু থেকেই বল নড়াচড়া করে, তেমন পরিস্থিতি কোনও ভারতীয় ব্যাটারের জন্য সহজ নয়। কিন্তু তারপরও শুভমানে ভরসা রেখে অশ্বীন বলেছেন,

শুভমানকে পরামর্শ অশ্বীনের

'ইংল্যান্ড কোনও ভারতীয় ব্যাটারের জন্য সহজ রান করার জায়গা নয়। শুভমান যদি বিলেতের মাটিতে আসন্ন সফরে ব্যাট হাতে রান পায়, তাহলে ওর আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়ে যাবে। আর বাড়তি আত্মবিশ্বাস দলের অধিনায়ক হিসেবে ওর কাজটা সহজ করে দেবে।'

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা এখন টেস্ট ক্রিকেটে প্রাক্তন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে টিম ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশে শুভমানকে ব্যাট হাতে রানও করতে হবে। নয়া ভারত অধিনায়ককে পরামর্শ দিয়ে অশ্বীন বলেছেন, 'ক্রিকেট বা জীবনে কোনও কিছুই চিরকালীন নয়। পরিবর্তন হবেই। আর সেই পরিবর্তনের সঙ্গে এগিয়ে চলতে হবে। শুভমানের বিশেষ প্রতিভা। ব্যাট হাতে ও রান করতে পারলে ভারতের অনেক সমস্যা মিটে যাবে।'

গ্রেট ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের থেকে নাইটহুড সম্মান পেলেন ডেভিড বেকহ্যাম। লন্ডনে সেন্ট জেমস প্যালেসে শনিবার।

'নাইটহুড' বেকহ্যাম

লন্ডন, ১৪ জুন : 'স্যর' ডেভিড বেকহ্যাম। নাইটহুড সম্মানে ভূষিত হলেন কিংবদন্তি ইংলিশ ফুটবলার।

বিশ্ব ফুটবলের 'গ্ল্যামার বয়' বললে শুরুতে তাঁর নামটাই মাথায় আসে। ফ্রি কিকে তাঁর জুড়ি

> মাঠের বাইরেও দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে গর্বিত। মানুষের জন্য বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, তা আমার সৌভাগ্য। এই সবকিছুর জন্য আজ যে সম্মান পেলাম, তার জন্য কৃতজ্ঞ।
>
> **ডেভিড বেকহ্যাম**

মেলা ভার। সেই বেকহ্যাম বর্ণময় কেরিয়ারে সোনালি সময়টা কাটিয়েছেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে। তিনটি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। দীর্ঘ সময় জাতীয় দলের নেতৃত্বের ভার ছিল তাঁর কাঁধে। বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে মাঝমাঠের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় হিসাবেও গণ্য করা হয় বেকহ্যামকে। পেশাদার ফুটবলকে বিদায় জানানোর পরও খেলাধুলো, ব্যবসা, সমাজসেবামূলক কাজ, সবমিলিয়ে গোটা বিশ্বে আরও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তিনি। সেই সুবাদেই আরও একটা পালক জুড়ল তাঁর মুকুটে।

আনুষ্ঠানিকভাবে নাইটহুড সম্মানে ভূষিত হলেন বেকহ্যাম। রাজা তৃতীয় চার্লসের হাত থেকে স্বীকৃতি অর্জনের পর প্রাক্তন ইংরেজ ফুটবলার বলেছেন, 'মাঠের বাইরেও দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে গর্বিত। মানুষের জন্য বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, তা আমার সৌভাগ্য। এই সবকিছুর জন্য আজ যে সম্মান পেলাম, তার জন্য কৃতজ্ঞ।' এর আগে ইংল্যান্ডে ২০১২ অলিম্পিক গেমস আয়োজনে অবদান রাখায় বেকহ্যামকে নাইটহুড দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। নানান জটিলতায় তখন তা হয়ে ওঠেনি। অবশেষে প্রায় এক যুগ পর 'স্যর' উপাধি জুড়ল ডেভিড বেকহ্যামের নামের আগে।

ফের দুই ভাগে রনজি, শুরু ২৫ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জুন : অ্যাকশন রিপ্লে!

সব ঠিকমতো চললে ২০২৫-'২৬ সালের ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুমে রনজি ট্রফি শুরু হতে চলেছে ২৫ অক্টোবর। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্রে আজ এই খবর জানা গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ২০২৪-'২৫ মরশুমের মতোই রনজি ট্রফি দুই ভাগে হতে চলেছে। অক্টোবর-নভেম্বরে হবে লিগ পর্বের পাঁচটি ম্যাচ। মাঝের সময়ে বিজয় হাজারে, সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ হবে। ঘরোয়া ক্রিকেটের সাদা বলের এই দুই মূল প্রতিযোগিতা শেষের পরই জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে ফের শুরু হবে রনজি। বোর্ডের একটি সূত্রের তরফে দাবি করা হয়েছে, রনজি শুরুর ও দুইভাগে প্রতিযোগিতা আয়োজনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেলেও প্রতিযোগিতার পুরো সূচি এখনও তৈরি হয়নি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সেই সূচি তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা শেষ মরশুমের পর দুই ভাগে রনজি হওয়া নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছিলেন। এমন নিয়মে রনজির প্রতিদ্বন্দ্বিতা নষ্ট হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। যদিও ফের একই পথে হাঁটতে চলেছে বিসিসিআই। উল্লেখ্য, রনজি শুরুর আগে সর্বভারতীয় জুনিয়ার পর্যায়ের ক্রিকেট ও দলীপ, দেওধর ট্রফি হয়ে যাওয়ার কথা। যদিও সেইসব প্রতিযোগিতারও দিন চূড়ান্ত হয়নি এখনও।

সচিব হয়ে মহিলা দলের প্রতিশ্রুতি সৃঞ্জয়ের

গোয়েঙ্কাকে ক্লাবের সঙ্গে একাত্ম করতে চান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ জুন : সচিব পদে দায়িত্ব নিয়ে সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে ক্লাবের সঙ্গে একাত্ম করার কথা বললেন সৃঞ্জয় বসু।

শনিবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ সৃঞ্জয় সহ নবনির্বাচিত ২২ সদস্যের নাম ঘোষণা করেন নির্বাচন পরিচালন কমিটির প্রধানের দায়িত্বে থাকা বিচারপতি অসীমকুমার রায়। সাড়ে তিন বছরেরও কিছু বেশি সময় পরে তিনি আবারও সচিব পদে ফিরলেন। ২০২০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ২০২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এর আগে তিনি সচিব পদে ছিলেন। সেবার নিজের সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে নিজেকে সরিয়ে নেন সৃঞ্জয়। মাস চারেক সহসচিব সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায় চালানোর পর ২০২২ সালের মার্চে নতুন সচিব হন দেবাশিস দত্ত। এদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ ক্লাবে ঢোকেন নতুন সচিব। তার আগে থেকেই সৃঞ্জয়ের অনুগামীরা ক্লাব তাঁবুতে জড়ো হতে শুরু করেন। এরপর ৬টা নাগাদ অসীমকুমার রায় তাঁর এবং বাকি ২১ জনের নাম ঘোষণা করেন। এদিন অবশ্য বিদায়ি সচিবকে ক্লাবে দেখা যায়নি। আসেননি ফুটবল সচিব স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট সচিব শিলটন পাল ও সহসচিব সত্যজিৎ। ঘোষণার পর সৃঞ্জয়কে ঘিরে অনুগামীদের উৎসাহ ছিল দেখার মতো। মালা পরানো, মিষ্টি বিলি করা, গোলাপির পাঁপড়ি ছড়ানো থেকে আকাশে আতশবাজির রোশনাই দিয়ে সৃঞ্জয়ের ফিরে আসা উদযাপন করেন তাঁরা। সবুজ-মেরুন টি-শার্ট পরা সৃঞ্জয়কে এতদিন বাদে

> মহিলা ফুটবল দল হোক, এটা আমাদের সব সদস্যই চাইছেন। তাই আমরা এবার মহিলা দল গড়তে চলেছি।
>
> **সৃঞ্জয় বসু**

ফিরে এসে দৃশ্যতই খুশি দেখাচ্ছিল। এদিন ক্লাবে ঢোকার সময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন স্ত্রী নীলাঞ্জনা এবং আগে থেকেই ছিলেন বড় পুত্র অরিঞ্জয়। পরে নীলাঞ্জনা বলেছেন, 'আমাদের আরাধ্য জগন্নাথদেব চেয়েছেন বলেই আজ আমার সৃঞ্জয় সচিবপদে ফিরতে পেরেছে।'

পরে সাংবাদিক সম্মেলন করে

মোহনবাগানের সচিব হয়ে স্ত্রী নীলাঞ্জনা ও পুত্র অরিঞ্জয়ের সঙ্গে সৃঞ্জয় বসু।

তিনি বলেছেন, 'আগে কী হয়েছে সেটা ভুলে গিয়ে সামনের দিকে তাকাতে হবে। সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে ক্লাবের সঙ্গে আরও একাত্ম করার চেষ্টা করতে হবে। ওঁকে বোঝাতে হবে, এই ক্লাবটা আপনারও।' সোমবারই তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ডেকেছেন। সম্ভবত ওইদিনই সভাপতি হিসাবে দেবাশিসকে এবং ছয়জন সহ সভাপতিকে বেছে নেওয়া হবে। টুটু বসুর জন্য কোনও বিশেষ পদ তৈরি করা হচ্ছে কিনা প্রশ্ন করা হলে সৃঞ্জয় এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দেন, 'টুটুবাবু সবসময়ই আমাদের সঙ্গে আছেন মাথার উপরে।' কলকাতা লিগ, আইএফএ, মহিলা দল নিয়েও তিনি নিজের ভাবনার কথা জানান, 'কলকাতা লিগে আমাদের জুনিয়ার দল খেলাই ভালো। কারণ এতে নতুন ফুটবলার উঠে আসে। আমরা তার উপকারও পেয়েছি। আইএফএ-কে বুঝতে হবে যে লিগ শেষ না করতে পারলে বা লম্বা সময় চললে ছোট ছোট ক্লাব খুবই সংকটে পড়ে যায়। আর মহিলা ফুটবল দল হোক, এটা আমাদের সব সদস্যই চাইছেন। তাই আমরা এবার মহিলা দল গড়তে চলেছি।' তিনি নিজেদের মাঠ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এই মাঠ তৈরি করতে অনেক খরচ করতে হয়। সেখানে একাধিক খেলা দিলে মাঠ খারাপ হয়ে যায়। আমরা আমাদের মাঠেই খেলতে চাই। অন্যদের খেলা দেওয়া যাবে না।' শুধুই নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি নয়, তা বাস্তবায়িত করতে প্রথম দিন থেকেই উদ্যোগী হতে দেখা গেল সৃঞ্জয়কে।

সেমিতে মালদা, উত্তর দিনাজপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ জুন : পশ্চিমবঙ্গ কাবাডি সংস্থার সহযোগিতায় মহকুমা কাবাডি সংস্থার উত্তরবঙ্গ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ শনিবার হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে শুরু হয়েছে। প্রথমদিনে মালদা ৪২-৩১ পয়েন্টে হারিয়েছে শিলিগুড়ির 'এ' দলকে। উত্তর দিনাজপুর ৬০-৪৪ পয়েন্টে জিতেছে কোচবিহারের বিরুদ্ধে। জলপাইগুড়ি ৩৮-৩৫ পয়েন্টে আলিপুরদুয়ারকে হারিয়ে দেয়। রবিবার প্রথম সেমিফাইনালে জলপাইগুড়ি মুখোমুখি হবে শিলিগুড়ির 'বি' দলের। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মালদা ও উত্তর দিনাজপুর খেলবে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ কাবাডির সচিব কিশোর পাত্র, মহকুমা কাবাডির সচিব নান্টু পাল, পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন প্রমুখ।

হ্যাটট্রিক অমল, রতনের

বালুরঘাট, ১৪ জুন : তৃণমূল কংগ্রেস জয় হিন্দ বাহিনীর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে নকআউট ফুটবল শনিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে বালুরঘাট চেয়ারম্যান একাদশ ৩-১ গোলে নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে চেয়ারম্যানের অর্জুন হাঁসদা জোড়া গোল করেন। অন্যটি সজল সোরেনের। নেতাজির গোলস্কোরার গোপাল সরকার।

অন্য ম্যাচে পতিরাম ভোরের আলো ৮-০ গোলে গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। অমল বাস্কে ও রতন মুর্মু হ্যাটট্রিক করেন। জোড়া গোল জয়ন্ত মুর্মুর।

জিতল টাউন

ফালাকাটা, ১৪ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শনিবার ফালাকাটা টাউন ক্লাব ৩-১ গোলে হারিয়েছে এসকে মোটরসকে। টাউনের গোলস্কোরার বিশু মুন্ডা, অবিনাশ মাঝি ও রবীন্দ্র বর্মন। এসকে মোটরসের একমাত্র গোল করেন প্রীতম নার্জিনারি। ম্যাচের সেরা টাউনের গোলরক্ষক লাকি খেড়িয়া। রবিবার ফালাকাটা কেন্দ্রের শেষ খেলায় অংশ নেবে ঘাটপার একতা সংঘ এবং চুয়াখোলা মডার্ন ক্লাব।

ব্রোঞ্জ প্রীতিকার

রায়গঞ্জ, ১৪ জুন : রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মিটে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৬ বিভাগে ৬০ মিটারে ব্রোঞ্জ জিতল উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রীতিকা বর্মন। দৌড় শেষ করতে তার ৮ সেকেন্ড সময় লেগেছে।

E-Notice Inviting Tender

E-Tender are inviting by the Prodhan Chainagar GP Memo No 99/CGP, 100/CGP, 40/CGP, dt. 11/06/2025
The details are available in wbetender.gov.in and GP office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
No.-1 Chainagar G.P.
P.O.-Chainagar, Hemtabad, U/Dinajpur

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে মানব ভৌমিক স্মৃতি দল। ছবি : রাহুল দেব

এবিসিডি ক্রিকেটে সেরা মানব

রায়গঞ্জ, ১৪ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনস্থ খুদে প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে আয়োজিত এবিসিডি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল মানব ভৌমিক স্মৃতি দল। শনিবার ফাইনালে তারা ২ উইকেটে দেবকুমার দত্ত স্মৃতি দলকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথমে দেবকুমার দল ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১০৬ রান তোলে। দেবজ্যোতি বর্মন ২৩ রান করে। ম্যাচের সেরা দিশা কুণ্ডু ১৫ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে মানব ভৌমিক দল ১৯.২ ওভারে ৮ উইকেটে ১০৭ রান তুলে নেয়। শ্রেয়া ধর ২৫ রান করে। গৌতম রায় ১৭ রানে নেয় ২ উইকেট।

হার বালুরঘাটের

বালুরঘাট, ১৪ জুন : সিএবি-র আন্তঃ মহকুমা অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে শনিবার বালুরঘাট ১ উইকেটে চন্দননগরের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছে। কল্যাণী বিসিএ স্টেডিয়ামে বালুরঘাট ৪৫ ওভারে ৯ উইকেটে ১৫৯ রান তোলে। ঈশান মালি ৪৬ ও চার্বাকি বর্মন ৩৩ রান করে। ম্যাচের সেরা অর্পণ ঘটক ১৯ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে অনিরুদ্ধ আইচও (১৮/২)। জবাবে চন্দননগর ৪৩ ওভারে ৯ উইকেটে ১৬১ রান তুলে নেয়। রথিজিৎ মুখোপাধ্যায় ২৮ রান করে। সোমুজিৎ সেন ২০ রানে পেয়েছে ৫ উইকেট।

ফাইনালে হিমন

বালুরঘাট, ১৪ জুন : ত্রিধারা ক্লাব ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার পরিচালনায় ও বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার তত্ত্বাবধানে আয়োজিত রাজ্য র‍্যাংকিং স্টেজ টু টেবিল টেনিসে শনিবার অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের সিঙ্গলসে উত্তর কলকাতার রুদ্রনীল জানা ৩-১ গেমে বিশাল মণ্ডলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। হিমনকুমার মণ্ডল ৩-১ গেমে শিলিগুড়ির আরপি দত্তর বিরুদ্ধে জিতে ফাইনালে উঠেছে।

জয়ী উত্তর দিনাজপুর

ম্যাচের সেরা মুজাফফর আহমেদ। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৪ জুন : সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৮ আন্তঃ জেলা ক্রিকেটে শনিবার উত্তর দিনাজপুর ৮ রানে সিএবি সচিব একাদশকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে উত্তর দিনাজপুর ৩৩.৩ ওভারে ১৫৪ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা মুজাফফর আহমেদ ৪৬ রান করে। ঋতম সরকার ২৫ রানে পেয়েছে ৫ উইকেট। জবাবে সিএবি ৩৮ ওভারে ১৪৬ রানে আটকে যায়। আশিস কুমার ২৭ রান করে। জ্ঞানেন্দ্র আনন্দ ১৮ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট।

চ্যাম্পিয়ন পিএইচএস ৯২

বালুরঘাট, ১৪ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনূর্ধ্ব-১৩ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল পিএইচএস ৯২ ফুটবল অ্যাকাডেমি। শুক্রবার নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে ফাইনালে পিএইচএস সাডেন ডেথে ৭-৬ গোলে জিতেছে বালুরঘাট ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য ছিল।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে পিএইচএস ৯২ ফুটবল অ্যাকাডেমির খুদেরা। -পঙ্কজ মহন্ত

সানির জোড়া গোল

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শনিবার আদিবাসী ইউনিট ক্লাব ও আশুতোষ ক্লাবের খেলা ড্র হয়েছে ৩-৩ গোলে। আলিপুরদুয়ার জংশন ভিএনসি মাঠে ইউনিট ক্লাবের জোড়া গোল করেন সানি ওরাওঁ। তাদের অন্য গোলটি জর্জ কেরকেট্টার। অন্যদিকে, আশুতোষ ক্লাবের সাগর বর্মন ২ গোল করেছেন। তাদের অন্য গোলস্কোরার রাকেশ বাসফোর।